HISTORY OF GREECE AND ROME
IN BENGALI

BY

BHAGAVATI CHARAN BANERJEE
Deputy Inspector of Schools, Cooch-Behar.

গ্রীস ও রোমের ইতিহাস

শ্রীভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা:
৩৩নং মুসলমান পাড়া লেন,
শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১২৯৮।

বিজ্ঞাপন।

কতিপয় বৎসর হইতে গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস মধ্য-ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যে সকল বিষয় কোনও বৃত্তির পরীক্ষায় পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হয়, তন্মধ্যে এমত বিষয় নাই, যাহার অন্ততঃ ৫।৭ খানা পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু ছাত্রবৃত্তির ছাত্রগণের পাঠোপযোগী গ্রীস ও রোমের ইতিহাস এক খানাও নাই। গ্রন্থকার শিরোমণি ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত পুরাবৃত্তসার হইতেই এই অংশ পঠিত হইয়া থাকে। ভূদেব বাবুর পুস্তকও কোমলমতি বালকগণের পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়াছে। এমন কি ভূদেব বাবুও সময়ে সময়ে তাঁহার পুস্তকের কোন কোন অংশ দুরূহ বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহার পুস্তক প্রকৃত পক্ষে পরিণত বয়স্ক নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণের উপযোগী, এবং আদিমকাল হইতে সমুদয় পৃথিবীর বিবরণ লিখিতে যাইয়া, তাঁহাকে অনেক বিষয় সংক্ষেপ করিতে হইয়াছে এবং অনেক বিষয় ছাড়িয়াও দিতে হইয়াছে। কাজেই তদ্দ্বারা বালকগণের শিক্ষা সুচারুরূপ সংসাধিত হয় না। এই সকল কারণে টেইলর, স্মিথ, গ্রোট, কক্স, মেরিভেইল প্রভৃতি গ্রন্থকার প্রণীত বহুবিধ ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহাতে

কোমলমতি বালকগণের কিছুমাত্র উপকার দর্শিলেই সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, মদীয় অকৃতিম বন্ধু কোচবিহার জেঙ্কিন্স স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী মজুমদার বি, এ, এবং ঢাকা পোগস স্কুলের হেড পণ্ডিত মান্যাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই পুস্তক খানা আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। ইতি। ৫ই পোষ ১২৯৫ সাল।

শ্রীভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রীস ও রোমের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

গ্রীসদেশের ভৌগোলিক বিবরণ।

গ্রীসের উত্তর সীমা কাম্বুনিয়ান পর্ব্বতমালা। পূর্ব্ব সীমা ইজিয়ান সাগর। দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যসাগর। পশ্চিম সীমা আইয়োনিয়ান সাগর। এই দেশ উত্তর দক্ষিণে ২২০ ভৌগোলিক মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৬০ মাইল বিস্তৃত ছিল। পরিমাণ ফল ৩৪০০০ বর্গ মাইল। গ্রীসের পূর্ব্ব-দিকে ইজিয়ান সাগর বহুসংখ্যক দ্বীপ-শ্রেণীতে পূর্ণ ছিল; তদ্ধেতু এসিয়া মাইনরে এবং ফিনিসিয়ায় অনায়াসে যাতা-য়াত চলিতে পারিত। ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার সহিত সংস্রব করাও কষ্টকর ব্যাপার ছিল না। ইটালীতে যাওয়ারও সহজ উপায় ছিল। গ্রীসের উপকূল-ভাগে নানাবিধ উপসাগর ও বন্দর থাকাতে গ্রীস বাণিজ্যের পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী ছিল।

গ্রীস ও রোমের ইতিহাস।

স্বভাবতঃ গ্রীস তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত। সারোনিক এবং করিন্থ উপসাগর উত্তর গ্রীসকে দক্ষিণ গ্রীস হইতে বিভাগ করিতেছে। ইহার উত্তর ভাগকে হেলাস এবং দক্ষিণ ভাগকে পিলপনিসস্ বলে। ইটা নামক পর্ব্বতমালা আবার হেলাসকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। উত্তরভাগে থেসালী, ইপাইরস এবং দক্ষিণভাগে মধ্যহেলাস।

১। থেসালী গ্রীসের সমুদয় প্রদেশ হইতে বৃহৎ। ইহা তিন দিকে পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। পূর্ব্বদিকে ইজিয়ান সাগর। পেনিয়স নামক নদী ইহার মধ্যে প্রবাহিত। ইহার ভূমি নিতান্ত উর্ব্বরা। এই প্রদেশস্থ লোকেরাই প্রথমতঃ কৃষিকার্য্য শিক্ষা করত উন্নতিলাভ করিয়া অন্যান্য গ্রীক জাতির উপর আধিপত্য সংস্থাপন করে। লরিসা, ফিরি, ললকস্, মাগ্নিসিয়া ইহার প্রধান নগর। ধনগর্ব্বই থেসালীর বিনাশের কারণ। অধিবাসীগণ শীঘ্রই বিলাস-প্রিয় হইয়া উঠে। অরাজকতা এবং যথেচ্ছাচারিতা এক সময়েই উপস্থিত হয় এবং তদ্ধেতু থেসালীই প্রথমে পারসীক আক্রমণকারীর এবং পরে মাসিডনের ফিলিপের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে।

২। ইপাইরস, থেসালী হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রশস্ত। ইহার ভূমি পর্ব্বতময় এবং অনুর্ব্বর। ইহা দুইভাগে বিভক্ত ছিল; মলোসীস্ ও থেস্প্রোসিয়া; এখানে অত্যুৎকৃষ্ট ঘোটক ও বৃষ জন্মিত। মলোসীয় কুকুর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

৩। মধ্যহেলাস ৯ ভাগে বিভক্ত ছিল ;

(১) আটিকা—রাজধানী আথেন্স ; ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে বিবৃত করা যাইবে। ইহার ভূমি অনুর্ব্বর কিন্তু এ প্রদেশটী দেখিতে বড় সুশ্রী ; ইহার মধ্যে স্বর্ণের ও মার্ব্বল প্রস্তরের খনি ছিল। মারাথন প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত। এখানে ভাল মধু জন্মে।

(২) মিগারিস—পরিসরে অতিশয় ক্ষুদ্র। প্রধান নগর মিগারা ; সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল।

(৩) বিয়োসিয়া—চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত পরিবেষ্টিত ভূমি জলাময় কিন্তু উর্ব্বরা। অন্যান্য প্রদেশ হইতে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা অধিক ছিল। থিবস, প্লাটিয়ি, টানাগ্রা, এবং লিউক্ট্রা প্রভৃতি নগর ইহার অন্তর্গত।

(৪) ফোসিস- কবিকল্পনার প্রধানতম স্থান ; হেলিকন ও পার্নেসস্ পর্ব্বত এবং এপলো দেবের মন্দির ইহার মধ্যে অবস্থিত।

(৫) পূর্ব্বলোকিস্—সুপ্রসিদ্ধ থার্ম্মপিলী নগর ইহার অন্তর্গত।

(৬) পশ্চিম লোক্রিস্—জাহাজ প্রস্তুতির জন্য বিখ্যাত। প্রধান নগর নপেক্টস।

(৭) ডোরিস—ইহাতে চারিটী প্রসিদ্ধ নগর ছিল।

(৮) আকার্ণানিয়া—হেলাসের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এই প্রদেশ জঙ্গলময়। আক্‌সিয়ম ইহার অন্তর্গত।

(৯) ইটোলিয়া—ইটা পর্ব্বত হইতে আইয়োনিয়ান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রধান নগর কালিডন এবং থারমস্।

পিলপনিসস্।

গ্রীসের দক্ষিণ ভাগকে পিলপ্সের নামানুসারে পিলপনিসস্ বলে। কথিত আছে তিনি এসিয়া-মাইনর হইতে আগমন করিয়া এখানে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যস্থলে এক পর্ব্বত-শ্রেণী এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। ইহা আট ভাগে বিভক্ত ছিল।

(১) আর্কেডিয়া—দক্ষিণ গ্রীসের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার অধিবাসীগণ ধন ও স্বাধীনতা-প্রিয় ছিল। এখানে বহুবিধ শস্য জন্মিত। রাজধানী মেগালোপলিস্।

(২) লাকোনিয়া—দক্ষিণ গ্রীসের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগ; ইহা পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর। সুপ্রসিদ্ধ স্পার্টা নগর এই প্রদেশের রাজধানী ছিল।

(৩) মেসিনিয়া—লাকোনিয়ার পশ্চিম; ইহার ভূমি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা। ইরা ও ইথোমের দুর্গ এই প্রদেশে অবস্থিত ছিল।

(৪) আর্গলিস—সারোনিক উপসাগরের দক্ষিণ। প্রধান নগর আর্গস।

(৫) ইলিস—দক্ষিণ গ্রীসের পশ্চিম ভাগ। ইহা গ্রীসের

পুণ্যক্ষেত্র। ইহার ভূমি উর্ব্বরা। সুপ্রসিদ্ধ অলিম্পিয়া নগর এ প্রদেশে অবস্থিত।

(৬) আকেয়া—দক্ষিণ গ্রীসের উত্তর পশ্চিমাংশ। এখানকার ১২টী নগর একত্রে দলবদ্ধ হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বাধীন ভাবে ছিল; তাহাকে আকেয়ান সমিতি বলিত।

(৭) সিসিয়োনিয়া—আকেয়ার এক অংশ বিশেষ। সিসিয়ন নামক গ্রীসের পুরাতন নগর এ প্রদেশে অবস্থিত।

(৮) করিন্থ রাজ্য—ইহা একটী যোজক; ইহা উত্তর গ্রীসকে দক্ষিণ গ্রীসের সহিত সংযুক্ত করিতেছে। এই যোজক কাটিয়া খাল করিয়া করিন্থ ও সারোনিক উপসাগরকে সংযুক্ত করার অনেক চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছু মাত্র ফল হয় নাই। ইহার প্রধান নগর করিন্থ, গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান। এই স্থানে দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল।

ইজিয়ান ও ভূমধ্যসাগরস্থ গ্রীসাধিকৃত দ্বীপপুঞ্জ।

(১) ইজিয়ান সাগরের উত্তরাংশে থ্রেসীয় দ্বীপপুঞ্জ। তন্মধ্যে থেসস্, সেমথ্রেস, এবং ইম্‌ব্রাস প্রধান। ইম্‌ব্রাসের বিপরীত দিকে টেনিদস্। লেমনস্, টেনদসের দক্ষিণ-পশ্চিম। লেসবস, টেনিদসের দক্ষিণ, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-

কারদিগের জন্মভূমি। এখানে উত্তম মদিরা জন্মিত। ইউবিয়া ইজিয়ান সাগরীয় দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; কলসিস ইহার প্রধান নগর।

(২) সারোনিক উপসাগরে সালামিস ও ইজাইনা।

(৩) ইউবিয়ার দক্ষিণপূর্ব্বে সিক্লাডিস দ্বীপপুঞ্জ। তন্মধ্যে ডেলস সর্ব্বপ্রধান। কথিত আছে এস্থান এপলো দেবের জন্মভূমি। গ্রীকদেবী জুনো যখন জানিতে পারিলেন, যে লেটোনা, জুপিটরের সংযোগে গর্ভবতী হইয়াছেন, তখন তিনি লেটোনাকে এরূপ অভিসম্পাত করিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার স্থান হইবে না। কাজেই জুপিটর তাঁহার আশ্রয় জন্য সাগর মধ্যে এই দ্বীপ উত্তোলন করিলেন।

(৪) সিক্লাডিসের পূর্ব্বভাগে স্পোরাইডিস পুঞ্জ। তন্মধ্যে সেমস সর্ব্বপ্রধান। এখানে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পিথাগরাস জন্মগ্রহণ করেন। এ দ্বীপের মদিরা এবং মৃৎপাত্র সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহার রাজধানী সেমস সুদৃঢ় দুর্গ-পরিবেষ্টিত। অন্যান্য নগরের মধ্যে কস্, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক হিপক্রাটিসের জন্মভূমি। এই নগরে অতি প্রকাণ্ড একটী বৃক্ষ ছিল। কথিত আছে চিকিৎসক এই বৃক্ষতলে বক্তৃতা করিতেন।

(৫) রোডস্ একটী সুদৃশ্য দ্বীপ। এস্থানে অতি উত্তম মোনাক্কা জন্মিত। এস্থানের কমলালেবু এবং গোলাপফুল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। মুসলমান দিগের স্বেচ্ছাচারিতায় এই দ্বীপ নষ্ট-প্রায় হইয়াছে। প্রধান নগর রোডস; এই নগরের

পোতাধিষ্ঠানে কলসস নামক সুপ্রসিদ্ধ পিত্তলের মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত ছিল। ইহার দুই পদ পোতাধিষ্ঠানের দুই পারে বিস্তৃত ছিল। ইহা এত উচ্চ ছিল যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ সকল ইহার মধ্য দিয়া যাইতে পারিত; তাহাদের মাস্তুলের অগ্রভাগে কোনরূপ বাধা পাইত না। এই মূর্ত্তি ভূমিকম্পেতে পতিত হয়, পরে মুসলমানেরা পিত্তলের জন্য ইহা ভগ্ন করে।

(৬) ক্রীট—ইহাতে শতাধিক নগরী ছিল। ইহা গ্রীসদেশীয় প্রধান প্রধান দেবতাগণের জন্মভূমি। কথিত আছে, জুপিটর দেব এস্থানে জন্ম গ্রহন করেন। এস্থানের ব্যবস্থাদি অতি উত্তম ছিল এবং সমুদয় গ্রীসবাসীরা তাহাই অনুকরণ করিয়াছিল।

(৭) সাইপ্রস—ক্রীটের উত্তর পূর্ব্ব। রাজধানী ল্যামেক, সুপ্রসিদ্ধ সালামিস নগর এই দ্বীপে অবস্থিত।

আইয়োনিয়ান দ্বীপশ্রেণী।

কর্সাইরা—ইহার পোতাধিষ্ঠান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। এই দ্বীপ অত্যন্ত উর্ব্বরা। অন্যান্য দ্বীপের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান—সান্তামরা, কার্জলারী, সিফালোনিয়া, জেণ্টি, ষ্ট্রীবলী, এবং সিরিগো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গ্রীসের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা।

অতি পুরাকালে গ্রীকদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোনও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ঐতিহাসিক সময়ের প্রারম্ভেই দেখা যায় যে, আইয়োনীয় এবং ডোরীয় নামক দুই জাতি গ্রীসে বাস করিত। তাহাদের পরস্পরের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক পার্থক্য ছিল। ইয়োলীয় এবং আকেয় নামক অপর দুই জাতিও এখানে বাস করিত এরূপ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা উপরোক্ত দুই জাতির প্রকারান্তর মাত্র।

আইয়োনীয়গণ অতিশয় প্রজাতন্ত্র-পক্ষপাতী, কাজেই পূর্ব্ব-পুরুষ-পরম্পরা-প্রচলিত-প্রথার বিরুদ্ধ-বাদী ছিল। তাহারা চতুর এবং উৎসাহী। প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে তাহাদের আপত্তি ছিল না। তাহারা নিজের এবং তাহাদের রাজ্যের গৌরব করিত। সুখ বিলাসের অভিলাষী থাকাতে শিল্প কার্য্যে তাহাদের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। যুদ্ধ-বিদ্যায় যে সাহস ছিল না এমত নহে। তাহারা বাণিজ্য ভাল বাসিত; কিন্তু তাহাদের অধীনস্থ ঔপনিবেশিকদিগের প্রতি একান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত।

অন্য পক্ষে ডোরীয় জাতি তাহাদের সরলতা ও অকপট-তার জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল। তাহারা চিরপ্রচলিত নিয়ম-পরম্পরা সর্ব্বদা প্রতিপালন করিত। তাহারা কুলীন-সাম্প্রদায়িক-রাজত্বের পক্ষপাতী এবং নূতনত্বের বিরুদ্ধবাদী ছিল। তাহারা প্রভুত্বের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। ইহাদের ব্যবস্থাদিও লোকদিগকে যুদ্ধোপযুক্ত করার জন্যই প্রণীত হইত। দাসত্ব এবং দাস বিক্রয় ব্যবসায় প্রত্যেক ডোরীয় প্রদেশে প্রচলিত ছিল। দাসদিগের উন্নতিরও বিশেষ আশা ছিল না; যে হেতু দেশীয় ব্যবস্থানুযায়ী সকলকেই পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বণ করিতে হইত। সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের পরিবর্ত্তন আশঙ্কায় তাহারা বাণিজ্য বা শিল্প কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিত না।

উপরোক্ত দুই জাতির চরিত্রগত পার্থক্য বশত গ্রীসীয় রাজনীতিতে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়; এবং তদ্ধেতু আথেন্স এবং স্পার্টার পরস্পরের প্রতি ভয়ানক বিদ্বিষ্ট ভাব ছিল। গ্রীসে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন প্রদেশ থাকাতেও রাজনীতির অনেক পরিবর্ত্তন এবং মধ্যে মধ্যে রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হইত। ক্রমে যখন ডোরীয় ও আইয়োনীয়দিগের মধ্যে কথঞ্চিৎ সম্মিলন সংঘটিত হইল, তখন উহারা আপনাদিগকে হেলেনিক এবং স্বদেশকে হেলাস নামে অভিহিত করিল। রোমীয়েরা এদেশকে গ্রীস বলিত, তদনুসারেই গ্রীস নাম হয়। সম্প্রদায়গত পার্থক্য থাকা সত্বেও সমুদয় হেলেনিক

জাতিই এক ধর্ম্মাক্রান্ত ছিল; তাহাদের উৎসবাদি এবং ক্রিয়াকলাপে বিশেষ বিভিন্নতা ছিল না। যদিচ এসিয়া কি মিসর হইতে গ্রীকেরা তাহাদের ধর্ম্মের মূলসূত্র গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ সকল দেশের মত তাহাদের দেবতাগণ কোনও নির্জীব জড় পদার্থের অনুকৃতি ছিল না। তাহাদের দেবতাগণ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মনুষ্য। গ্রীকেরা তাহাদের দেব দেবীকে মনের সহিত ভাল বাসিত। তাহাদিগকে বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিত, কাজেই উপাসনাও বিশেষ আনন্দজনক হইত। ডোডনা এবং ডেলফীয় দৈববাণী ও অলিম্পিয়া এবং ডেলসের মন্দিরের প্রতি সমুদয় হেলেনিক জাতিরই অতিশয় ভক্তি ছিল। অলিম্পীয়, পিথীয়, নিমীয় এবং ইস্থমীয় নামক চারিটী প্রসিদ্ধ মহোৎসব ছিল। বিদেশীয় কোন লোকে এই উৎসবে পুরস্কার জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারিত না। পুরস্কারগুলি হেলেনিক জাতির একচেটিয়া ছিল। মনুষ্য দৌড়, মল্ল যুদ্ধ, বল্লম নিক্ষেপ, মষ্টামুষ্টি, অশ্বচালন ও রথচালন প্রভৃতি শারীরিক-শক্তি-পরিচায়ক ক্রীড়া এই সকল উৎসবে অনুষ্ঠিত হইত। গ্রীসের সকল প্রদেশের ব্যবস্থাই প্রজাতন্ত্র-মূলক ছিল। পরিশ্রমের সমুদয় কার্য্যই দাসদিগের হস্তে ছিল; কাজেই কৃষি ও শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে কখনও বিশেষ সমুন্নতি সংসাধিত হয় নাই। কর সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না। প্রত্যেক লোককেই সৈনিক কার্য্য শিক্ষা করিতে

হইত। বেতনভোগী সৈন্যের আবশ্যক হইলে এবং নাট্যাভিনয়, উৎসব ও জুরিদিগের বেতন জন্য অর্থের আবশ্যক হইলে কর ধার্য্য করা হইত। জুরি ভিন্ন অন্য বিচারকেরা বেতন পাইতেন না, বিচারক পদের সম্মানই যথেষ্ট পারিতোষিক জ্ঞান করিতেন।

সাহিত্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রীকেরা উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। তৎকালীয় গ্রীক দর্শন শাস্ত্র সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। মহাকাব্যে হোমর, হিসিয়ড প্রভৃতি মহাত্মা, ইতিহাসে হিরডটাস, জেনফন, শ্রাব্য ও দৃশ্য কাব্যে কতিপয় মহাত্মা অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সক্রেটিস, প্লেটো, পিথাগরাস প্রভৃতি মহাত্মাগণ গ্রীক দর্শনের চূড়ান্ত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ডিমস্থিনিস, ইসাক্রেটিস প্রভৃতি মহাত্মাগণ বক্তৃতা বিষয়ে অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। পূর্ত্তকার্য্যেও গ্রীকেরা বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদিমকাল হইতে ট্রয়ের যুদ্ধ পর্য্যন্ত গ্রীস দেশের বিবরণ (অজ্ঞাত কাল হইতে খৃঃ পূর্ব্ব ১২ শতাব্দী পর্য্যন্ত)।

জনশ্রুতি পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, পৃথিবীর পশ্চিমাংশে প্রথমতঃ থ্রেস, মাসিডন এবং গ্রীসেই লোকের বসতি হয়। এই সকল অধিবাসিগণ প্রথমে পশু শিকার এবং গোচারণ করিত, ফিনিসীয়দিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ইহারা প্রথম দলবদ্ধ হয়। সর্ব্ব প্রথমে পিলাস্‌জি জাতি গ্রীসে আধিপত্য স্থাপন করিয়া পিলপনিসসে স্থায়ী উপনিবেশ সংস্থাপন করে। ইহারা ১২০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে সিসিয়ন এবং ১৮০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে আর্গস নগর স্থাপন করে। তাহারা বলে ইনাকস্ নামক এক ব্যক্তি তাহাদের দলপতি ছিলেন। সিক্লোপীয় নামক যে সকল পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় তাহা পিলাস্‌জিদিগের নির্ম্মিত সিক্লোপীয় দুর্গে বিলক্ষণ কারুকার্য্য ছিল। পিলাস্‌জি জাতি ক্রমে ক্রমে আকিয়স, থাইয়স এবং পিলাস্‌গস্ নামক দলপতিগণের সাহায্যে উত্তর দিকে আটিকা, বিয়োসিয়া এবং থেসালী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। তথায়

তাহারা কৃষিকার্য্য শিক্ষা করত প্রায় দুইশত বৎসর কাল অবস্থান করে। (১৭০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)।

হেলেনিক জাতি অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ছিল। তাহারা ফোসিসের অন্তর্গত পার্ণেসস পর্ব্বতে বাস করিত। তাহাদের প্রথম দলপতি ডিউকেলিয়ন। তিনি ১৪৩৩ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য স্থাপন করেন। তথা হইতে জলপ্লাবনে বিতাড়িত হইয়া হেলেনিক জাতি থেসালীতে অবস্থান করে; এবং তথাকার পিলাস্‌জিদিগকে দূরীভূত করিয়া দেয়। ইহারা সত্বরই এত প্রবল হইয়া উঠে যে, প্রায় গ্রীসের অধিকাংশ স্থলে ইহাদের ক্ষমতা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পিলাস্‌জি জাতি আর্কেডিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে, ইটালীতে এবং ক্রীট দ্বীপে পলাইয়া অবস্থান করিতে থাকে।

হেলেনিক জাতি ইয়োলীয়, আইয়োনীয়, ডোরীয় এবং আকীয় এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ে বিভক্ত ছিল। এই চারি সম্প্রদায়ের ভাষা, সমাজনীতি এবং রাজনীতিতে বিলক্ষণ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত। হেলেনিক জাতির অন্য অন্য সম্প্রদায়ও ছিল বটে কিন্তু তাহারা উপরোক্ত চারি সম্প্রদায়ের রূপান্তর মাত্র।

ডিউকেলিয়নের পুত্র হেলেন হইতেই হেলেনিক নাম হইয়াছে। ইলাস, ডোরাস এবং যুথাস নামে হেলেনের তিন পুত্র ছিল। ইলাসই ইয়োলীয় সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ। ডোরাস হইতে ডোরীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। কনিষ্ঠ পুত্র

ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে, আথেন্সে পলায়ন করিয়া তথাকার রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার আইয়োন এবং আকিয়স নামক দুই পুত্র জন্মে। তাহারাই আইয়ো-নীয় এবং আকীয় সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ।

খ্রীষ্টীয় পূর্ব্ব ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য সময় পর্য্যন্ত মিসর, ফিনিসিয়া এবং ফ্রিজিয়া হইতে অনেক লোক দলে দলে গ্রীসে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে এবং তথায় সভ্যতার বীজ বপন করিতে থাকে। নীল নদের অববাহিকাস্থিত সেইস নগর হইতে ১৫০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে সিক্রপস্ আটিকা নগরে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, গ্রীসে বিবাহ পদ্ধতি প্রচলন করেন।

নিম্ন মিসর হইতে ভ্রাতৃ বিরোধ বশত ডানায়স ১৫০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে আর্গসে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন।

১৫৫০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে কাডমস নামক ফিনিসীয় দলপতি বিয়োসিয়াতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া থিবস নগর স্থাপন করেন। তিনি প্রথমে গ্রীসদেশে অক্ষরের ব্যবহার প্রচলিত করেন।

ফ্রিজিয়া নিবাসী পিলপল্ ১৪০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে পিলপনি-সসে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরেরা তাঁহাদের রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ফিনিসীয়েরা বাণিজ্য ব্যপদেশে সর্ব্বদা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিত; এবং অন্যান্য অসভ্য জাতিরাও সময়ে সময়ে গ্রীসের

প্রান্তভাগ আক্রমণ করিত; তদ্ধেতু গ্রীসের উন্নতির পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিত। এই সকল উৎপাত নিবারণ জন্য ডিউকেলিয়নের উত্তরাধিকারী আম্ফিক্টিয়ন স্বনামে একটী সমিতি সংস্থাপন করেন। উল্লিখিত ও অপরাপর দস্যুগণের দমন সম্বন্ধে পারসিউস, হরকুলিশ বেলারফন, থিসিউস, কেষ্টর, পলকৃস প্রভৃতি মহাত্মাগণও বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রীসদেশীয় পুরাণে ইহাঁরা সবিশেষ বিখ্যাত। কথিত আছে দেবরাজ জুপিটরের ঔরসে মাইসিনি নগরাধিপের কন্যা আল্কমীনার গর্ভে হরকুলিশ জন্ম গ্রহন করেন। জুপিটর-পত্নী জুনো, সপত্নী সন্তানের বিনাশার্থ দুইটী অজগর সর্প প্রেরণ করিলে, হরকুলিশ সুতিকাগারেই সর্পদ্বয়কে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি মল্লযুদ্ধে কখন বা পরাক্রান্ত সিংহকে কখন বা বহুশীর্ষ ভয়ঙ্কর বিষধরকে হত্যা করেন। তিনি বিবিধ প্রকারে লোকের হিত সাধন এবং দিগ্বিজয় করিয়া সস্ত্রীক স্বদেশে আগমন করিলে, তাঁহার পত্নী তাঁহাকে স্ববশীভূত করার মানসে একটী বিষাক্ত অঙ্গাবরণ পরিধান করিতে দেন। তাহা পরিধান করিয়া হরকুলিশ নিতান্ত যন্ত্রণাযুক্ত ও অধীর হইয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন।

অজ্ঞাত কালের ইতিহাসে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বিশেষ বিখ্যাত। (১) আর্গনটিক্স সমুদ্রযাত্রা। (২) থিবীয় যুদ্ধ। (৩) ট্রয়ের অবরোধ। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ত্রয়ো-

দশ শতাব্দীতে থেসালীর যুবরাজ জেসন গ্রীসের বীরযুবকগণকে সঙ্গে লইয়া আর্গ নামক জাহাজে বাণিজ্য এবং দস্যুবৃত্তির অনুসরণে, ইউক্সাইন সাগরের পূর্ব্বোপকূলে যাত্রা করেন। তিনি তথায় দস্যুবৃত্তি এবং যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি নানা উপায়ে বিলক্ষণ লাভবান হয়েন। কথিত আছে থিবস নগরের রাজকুমার ফ্রিকসস্ বিমাতার ষড়যন্ত্রে প্রপীড়িত হইয়া, স্বদেশ পরিত্যাগ করার বাসনায় দেবরাজ জুপিটরের নিকট প্রার্থনা করাতে, দেবরাজ তাহাকে স্বর্ণ রোমযুক্ত এক মেষ প্রদান করেন। তিনি তাহার সাহায্যে কৃষ্ণসাগর পার হইয়া কলকিস দেশে অবস্থান করেন; এবং তথাকার রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কলকিসপতি সুবর্ণময় ঊর্ণা লোভে রাজকুমারকে বধ করিলে, জেসন তাহার প্রতিশোধার্থ তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে পরাভূত করিয়া কলকিস নগরে উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং তথাকার রাজকন্যাকে থেসালীতে লইয়া আসেন। এই হইতেই গ্রীকদিগের যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ জন্মে।

এই সমুদ্র যাত্রার পরই থিবীয় সংগ্রাম সংঘটিত হয়। থিবীয়রাজ কাডমস তদীয় রাজ্যে বেকাসের * উপাসনা প্রচলিত করাতে প্রথম গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। অতঃপর

* গ্রীসীয় মদ্য দেবতা; জুপিটরের ঔরসে এবং কাডমসের কন্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার উপাসনাতে সুরাপান এবং লম্পটতার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল।

কাডমসের বংশধর ইডিপস বিবিধ অপরাধে থিবস নগর হইতে দূরীভূত হইলে তাহার পুত্রেরা পুনরায় রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করেন এবং দুই জনে পর্য্যায়-ক্রমে রাজত্ব করিতে স্বীকৃত হয়েন। কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতিজ্ঞানুসারে রাজ্য ভোগ করিতে অসম্মত হওয়ায় কনিষ্ঠ অন্য ছয় জন প্রধান লোকের সহায়তাতে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধকে সপ্তরথীর যুদ্ধ বলে। (১২২৫ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে)। এই যুদ্ধে উভয়েরই পতন হয়, পরে ক্রিয়ন নামক এক ব্যক্তি থিবসের রাজা হয়েন।

পিলপ্‌সের বংশধরেরা গ্রীসে ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলে, যাহাদের অত্যাচারে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে কৃত-সংকল্প হন। তাঁহারা ফ্রিজিয়া উপকূলে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া তথাকার রাজা পডারকেশকে ধরিয়া আনেন এবং বহুল অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। এই হেতু পডারকেশকে প্রায়েম বা বিক্রীত বলে। অতঃপর প্রায়েম ট্রয়ের রাজা হইলে, তাঁহার পুত্র পারিসকে সন্ধি স্থাপন মানসে গ্রীসে পাঠাইয়া দেন। পারিস স্পার্টার রাজা মেনিলেয়সের স্ত্রী অপূর্ব্ব রূপবতী হেলেনাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া বহুবিধ ধন রত্নসহ ট্রয়ে নিয়া আসেন। তৎপতি দেশীয় লোকদিগের সাহায্যে বহুবিধ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তদীয় ভ্রাতা আগামেমননকে সেনাপতিত্বে বরণ

করিয়া ট্রয় নগর আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। মহাকবি হোমর প্রণীত ইলিয়দ নামক মহাকাব্যে এই যুদ্ধ বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

এই সময়ে ট্রয় এক বিখ্যাত রাজ্যের রাজধানী ছিল। হোমর বলেন ট্রয়ে পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। ট্রয়ের দুর্গ অভেদ্য ছিল। গ্রীসের সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ ছিল। তাহারা ১১৮৬ খানা জাহাজ আরোহন করিয়া গমন করিয়াছিল। এই সকল জাহাজ তত সুদৃঢ় ছিল না।

প্রায় দশ বৎসর ব্যাপিয়া এই সংগ্রাম চলে; ইতিমধ্যে অনেক যুদ্ধ হয়। পুরাতন মিসরে যে সকল যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহৃত হইত, এই যুদ্ধেও সেই সকল দৃষ্ট হয়। আক্রমন করিবার জন্য যষ্টি, ফিঙ্গাযন্ত্র, ধনু, বর্ষা এবং আবশ্যক হইলে বড় বড় প্রস্তর ব্যবহৃত হইত। আত্মরক্ষার অস্ত্র মধ্যে ঢাল, শিরস্ত্রাণ, বুকপাটা, পিতলের পাদ রক্ষণী এই সকলই প্রধান। সেনানায়কগণ রথারোহণে যুদ্ধ করিতেন। সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত।

এই সংগ্রাম কালের মধ্যে গ্রীকেরা সময়ে সময়ে নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ আক্রমণ করিত। থ্রেসের ভূমি আবাদ করিয়া যে আয় হইত তদ্দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। অবশেষে চতুরতা পূর্ব্বক অকস্মাৎ এক দিন গ্রীকেরা ট্রয় নগর অধিকার করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিসাৎ করিল। অধিকাংশ অধিবাসীই নিহত হইল, কেবল অল্পমাত্র অন্যত্র পালায়ন করিয়া

প্রাণ রক্ষা করিল। জয়ী পক্ষেরও কম ক্ষতি হইয়াছিল না। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের এত দীর্ঘ কাল অনুপস্থিতিতে তাঁহাদের অবিশ্বাসী স্ত্রীগণের মন্ত্রণায় অনেকে রাজ্য আক্রমণ করে, তদ্ধেতু অনেক দিন পর্য্যন্ত গ্রীসে বাদ বিসম্বাদ এবং যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকে; তাহাতে গ্রীসের উন্নতির পক্ষেও বিশেষ হানি হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

ট্রয়ের যুদ্ধের পর হইতে এসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন পর্য্যন্ত। (১১৮৩ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৯৯৪ পর্য্যন্ত)।

পিলপ্সের বংশধরেরা ক্রমে ক্রমে সমুদয় পিলপনিসস্ অধিকার করে। পারসিডি নামক এক জাতি মাত্র তাহাদের প্রতিযোগী হইয়াছিল। উক্ত জাতি মহাত্মা পারসিউসের বংশধর বলিয়া গৌরব করিত এবং তাহাদের বংশে পারসিউস, বেলারফন, হরকুলিস প্রভৃতি খ্যতনামা ব্যক্তিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা গর্ব্ব করিত। বস্তুতঃ শেষোক্ত মহাত্মার বংশধরদিগকে হিরাক্লাইডি বলিত। তাহারা পিলপিড্ রাজগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ডোরিসের পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করে। তথায় তাহাদের দলপতিকে তথাকার রাজা এপালিয়স পোষ্য গ্রহণ করেন। ঐ রাজার মৃত্যুর পর হিরাক্লাইডি সম্প্রদায় উক্ত অনুর্ব্বর বন্য স্থানের অধিকারী হইয়া পড়ে। গ্রীকেরা যখন ট্রয়ের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল, তখন উক্ত সম্প্রদায় পিলপনিসসে পুনরধিকার প্রাপ্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারায়,

তাহারা স্থলপথে জয়লাভের বাসনা ত্যাগ করিয়া সমুদ্রপথে আগমন পূর্ব্বক ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যত্নপরায়ণ হইয়াছিল। তাহারা প্রথমে লিবান্ত উপসাগরে সমবেত হইয়াছিল। ইটোলীয় এবং ডোরীয় জাতীয় কোন কোন সম্প্রদায় তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহারা পিলপনিসসের অন্তর্গত আর্গলিস, মেসিনা, ইলিস এবং করিন্থ প্রভৃতি স্থান পরাজয় করিয়াছিল। বিজেতৃগণ এই সকল প্রদেশ আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। আরিষ্টডিমসের ভাগে লোকোনিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই যমজ পুত্র তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়, এই সময় হইতে স্পার্টা দুইজন রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইতে থাকে।

আথেনীয়গণ ভয়বশত ডোরীয়দিগকে হিংসা করিতে আরম্ভ করে। যখন তাহারা আটিকা অতিক্রম করিয়া মেগারা রাজ্য আক্রমণ করে, সেই সময়ে আথেনীয়-রাজ কোড্রস তাহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন বটে কিন্তু তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারেন না। পরে এরূপ দৈববাণী হয় যে, আথেনীয় রাজের প্রাণ সংহার করিলে তাহারা কখনও বিজয়ী হইবে না, ইহাতে বিশ্বাস করিয়া মহাত্মা কোড্রস গুপ্তবেশে তাহাদের শিবিরে গমন করেন এবং তাহাদের দলপতির সঙ্গে বিবাদ করিয়া নিহত হন। ডোরীয়গণ আথেনীয় রাজের নিধনে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ না করিয়াই স্বদেশে ফিরিয়া যায়।

পিলপিডি জাতীয় অন্য দুই ব্যক্তি উত্তর গ্রীসে রাজ্য স্থাপনে অসমর্থ হইয়া ট্রয়ের যুদ্ধের ৮৮ বৎসর পরে প্রায়েমের রাজ্যের সন্নিধানে এক রাজ্য স্থাপন করে; এবং নিকটবর্ত্তী কয়েকটী দ্বীপ ও প্রদেশ তাহাতে সংযুক্ত করিয়া ইয়োলীয় রাজ্য নাম প্রদান করে।

কোড্রসের মৃত্যুর পর আথেন্সে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী স্থাপিত হয়। ইহাতে তদীয় পুত্রগণ অসন্তুষ্ট হইয়া সাগরের অপর পার্শ্বে এক রাজ্য স্থাপন করে। সেমস, কায়স প্রভৃতি দ্বীপও তৎসংযুক্ত হয়, ইহাকে পানআইয়োনীয় সমিতি বলিত। ডোরীয় এবং আথেনীয়দিগের সহিত পরস্পর বিবাদ হওয়াতে ডোরীয় জাতি মেগেরিয়া পরিত্যাগ করিয়া এসিয়ার অন্তর্গত ক্রীট এবং রোডস্ দ্বীপে এবং ইটালীর নিকটবর্ত্তী সিসিলি দ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করে।

পঞ্চম অধ্যায়।

পারসিক যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রীক প্রদেশ ও উপনিবেশের বিবরণ।

(স্পার্টার বিশেষ বিবরণ)

স্পার্টানগর ইউরোটস নদীর তীরবর্ত্তী পর্ব্বতমালার উপর সংস্থাপিত। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ছিল না বটে কিন্তু অত্যুচ্চ শিখর শ্রেণীই দুর্গের ন্যায় বিরাজমান ছিল। এই পর্ব্বতমালার চতুর্দ্দিকে পাঁচটী নগর। তাহাতে স্পার্টার পাঁচ জাতি লোক বসতি করিত। এই সকল নগর সুদৃশ্য সৌধমালায় সুশোভিত ছিল। সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশে মিনর্ব্বা দেবীর মন্দির। মন্দিরটী পিত্তল নির্ম্মিত এবং বহুবিধ কারু-কার্য্য খচিত। এই মন্দিরের দক্ষিণ দিকে জুপিটর দেবের প্রতিমূর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যোদ্ধার প্রতিমূর্ত্তিসহ কয়েকটী মন্দিরও তথায় বর্ত্তমান ছিল। এই সকল মন্দিরে কোন কারুকার্য্য ছিল না। নগরের দক্ষিণ দিকে ঘোড়-দৌড় ও মনুষ্য দৌড়ের স্থান ছিল। ইহার অনতিদূরে বালকদিগের মল্ল ক্রীড়ার ভূমি, প্রায় চতুর্দ্দিকে নদী পরি-

বেষ্টিত; প্রবেশের জন্য দুইটী মাত্র সেতু ছিল। তাহার এক-টীতে হরকুলিসের প্রতিমূর্ত্তি এবং অপরটীতে লাইকার্গসের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে স্পার্টার এমত দুরবস্থা হইয়াছে যে, অতি পূর্ব্বে যে এস্থান বিলক্ষণ সমৃদ্ধি-শালী ছিল এরূপ অনুমান করা যায় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লাইকার্গসের ব্যবস্থা এবং মেসিনীয় যুদ্ধ।

(৮৮০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত)।

ডোরীয় জাতি লাকোনিয়া জয় করিলে তথাকার পুরাতন অধিবাসীরা অনেকেই তাহাদের অধীনতা স্বীকার করে। অনেকগুলি দাসরূপে পরিণত হয়। প্রায় দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত স্পার্টীয়দিগের গৃহ বিবাদ চলিতে থাকে। রাজপ্রভাবের অভাব, পরস্পরের প্রতিহিংসা এবং ব্যক্তিগত দুরাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিই বিবাদের মূলীভূত কারণ। অবশেষে লাইকার্গস তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র করিলেয়সের অভিভাবক স্বরূপে বিলক্ষণ একাধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি প্রথমে সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন। লাইকার্গসের ব্যবস্থা কোন লিখিত বিধি নহে; ইহা সমাজিক কর্ত্ত সম্বন্ধীয় হেঁয়ালীর মত ছোট ছোট বাক্য। সকলগুলিই ডেলফীয় দৈববাণী বলিয়া প্রসিদ্ধ: তদ্ধেতু ডোরীয় জাতির অনেক আচার ব্যবহার, যাহা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং যাহা পরে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাও উপরোক্ত ব্যবস্থাসচীবের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। স্পার্টীয়

দিগকে যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশারদ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই তাঁহার নিয়মাবলীতে পারিবারিক জীবন ও ব্যায়াম শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচুর উপদেশ আছে। শাসন-প্রণালী ও রাজ-নীতি সম্বন্ধে তত অধিক নাই। বিজিত লাকোনীয় এবং বিজয়ী স্পার্টীয় জাতির পরস্পরের সম্বন্ধ লাইকার্গস বিশেষ-রূপ বিবৃত করেন; যোদ্ধৃবর্গ এবং বিচারক দলই রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অধিকারী, ইহা তিনিই স্থির করিয়া দেন। কথিত আছে তিনি ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করেন। ৬০ বৎসরের অনধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণ ইহার মেম্বর হইতে পারিত না। কিন্তু পাঁচজন পরিদর্শকের সভা তিনিই স্থাপন করেন কি না তদ্বিষয়ের নিশ্চয়তা নাই। ইহা নিশ্চয় যে পরে তাহারা যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করিত তাহা কখনই তিনি প্রদান করেন নাই। অন্যান্য অনেক সমিতি ছিল, কিন্তু তাহারা ব্যবস্থাদি প্রচলন করিতে পারিত না। লাই-কার্গস সর্ব্ব প্রকারের অপব্যয়, অন্যায় সুখ বিলাস এবং লম্পটতার মূলোৎপাটন করেন। প্রত্যেক লোকের পরি-বারে এরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন, যেন তদ্দ্বারা প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক লোক সাহসী এবং কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারে। দাসত্ব-প্রথা সম্পূর্ণরূপ স্থাপিত হয়। এই সকল ব্যবস্থা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের যুদ্ধ বিদ্যাতে এতদূর স্পৃহা জন্মে, যে গ্রীসে কোনও দিন শান্তি স্থাপিত হয় নাই। ভদ্র লোকেরা সর্ব্বদাই সমরাদিতে ব্যাপৃত থাকিত। পরিবার

প্রতিপালনোপযোগী কৃষি ও অন্যান্য ব্যবসা দাসদিগের হস্তেই থাকিত। স্পার্টার পদাতিক সৈন্যগণ বিশেষ খ্যাতাপন্ন ছিল।

লাইকার্গস প্রণীত ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান—

১। জন্মের পর প্রত্যেক শিশু সন্তান প্রকাশ্য দরবারে আনীত হইত, তাহারা বিকলাঙ্গ কি দুর্ব্বল বোধ হইলে তাহাদিগকে টেজিটস পর্ব্বতের গুহামধ্যে নিক্ষেপ করা হইত। ৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রত্যেক শিশুকে মাতার নিকট হইতে আনিয়া মল্লক্রীড়া ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। যন্ত্রণা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইল কি না জানিবার জন্য তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করা হইত। শরীর হইতে খরতর ধারে রক্ত বাহির হইলেও যে সহ্য করিয়া থাকিতে পারিত, সেই প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ বিবেচিত হইত। তাহাদিগকে কদাচ সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হইত না। ৩০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কেহই বিবাহ করিতে পারিত না।

২। নাগরিকেরা কেহই আপনাদের বাটীতে যথেচ্ছা পান ভোজন করিতে পারিত না। সকলেই সাধারণ ভোজনগৃহে পরিমিত আহার করিতে বাধ্য হইত।

৩। স্পার্টার স্ত্রীলোকদিগকেও নানাবিধ মল্লক্রীড়া শিক্ষা করিতে হইত। ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কেহই বিবা-

করিতে পারিত না। ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত একত্র আহার চলিত না। পুরুষের ৬০ ও স্ত্রীর ৫০ বৎসর বয়স হইলে তাহাদিগকে আর কোন সাধারণ নিয়মের বশীভূত থাকিতে হইত না।

৪। স্পার্টার অধিকৃত ভূমি সকল তিনি ৯০০০ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া তথাকার অধিবাসিগণকে প্রদান করেন এবং লাকোনিয়ার অবশিষ্টাংশ ৩০০০০ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে প্রদান করেন। তাহাতে কেহই বিশেষ ক্ষমতাপন্ন রহিল না।

৫। অর্থ-পিপাসা-নিবারণ-মানসে তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার পরিবর্ত্তে লৌহ-মুদ্রা প্রচলন করেন। তাহারা বাণিজ্য করিত না, সুখ বিলাসের জন্য মূল্যবান ধাতু তাহাদের প্রয়োজনে লাগিত না, কাজেই লৌহ-মুদ্রাই তাহাদের অভাব পরিপূরণে সমর্থ হইত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নিয়ম দ্বারা তাহাদের অর্থ-পিপাসা বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

লাইকার্গসের বিধান মতে স্পার্টীয়গণ সত্বরই প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং তাহারা প্রথমে মেসিনীয়দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। মেসিনীয়দিগের বহুশস্য-সমাকীর্ণ প্রদেশ সকল পর্ব্বতবাসী স্পার্টীয়গণের চক্ষের শূল হয়। স্পার্টীয়গণ যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া অকস্মাৎ মধ্যরাত্রে আম্ফিয়া নগর আক্রমণ করে। (৭৪৩ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে)। পরে কয়েক বার যুদ্ধের পর মেসিনীয়গণ একেবারে পরাস্ত হয়

এবং স্পার্টীয়দিগকে কর প্রদানে বাধ্য হয়। (৭২২ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে)।

স্পার্টীয়গণের অত্যাচারে মেসিনীয়গণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের দলপতি আরিষ্টমেনিস এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন, যে স্পার্টীয়গণকে বাধ্য হইয়া আথেন্সের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। আথেনীয়গণ কবি টিরটিয়সকে তাহাদের সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দেয়। উক্ত ব্যক্তির যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা ছিল না, কিন্তু উৎসাহ-পূর্ণ-গীত-কাব্য দ্বারা তিনি স্পার্টার সৈন্যগণকে বিশেষ প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। আরিষ্টমেনিস ১১ বৎসর কাল পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পরে বিপক্ষের চতুরতাতে মেসিনীয়গণ পরাজিত হইলে তিনি আর্কেডিয়ায় পলায়ন করেন। অতঃপর মেসিনীয়েরা অন্যান্য আইয়োনীয়গণের সহিত একত্র হইয়া ইটালীর দক্ষিণাংশে সিসিলি দ্বীপের উত্তর ভাগে জাংক্লে নগর অবরোধ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে থাকে এবং উক্ত নগরকে মেসিনা নাম প্রদান করে। আরিষ্টমেনিস পলাইয়া সার্ডিস নগরে যান, তথায়ই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহে স্পার্টার বিলক্ষণ বলহানি হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়।

আথেন্সের বিশেষ বিবরণ।

অথেন্স এক বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল। সমতলক্ষেত্রের একদিকে সাগর ও অপরদিকে পর্ব্বতমালা। সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতকে সিক্রপিয়া বলিত, কারণ তাহাতে সিক্রপ নামক কোন ব্যক্তি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগরের অট্টালিকা সকল সাগর-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সকল অট্টালিকার কারুকার্য্য বিশেষ বিখ্যাত। দুর্গে প্রবেশ করার একটী মাত্র পথ ছিল। তাহার বাম দিকে মিনর্ব্বা দেবীর মন্দির; দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড পারথেনন নামক অট্টালিকা বিরাজিত ছিল; ইহা এত উচ্চ যে অনেক দূর হইতে নয়ন পথে পতিত হইত। এই মন্দিরের মধ্যে কোষাগার, লোকেরা উদ্বৃত্ত টাকা এখানে জমা রাখিত। মিনর্ব্বা দেবীকে যে সকল অলঙ্কার উপহার দেওয়া হইত তাহাও এখানে গচ্ছিত থাকিত। দুর্গের নিম্নভাগে নাচ ঘর ও রঙ্গভূমি ছিল॥

দুর্গ হইতে কিয়দ্দূরে এরিয়পেগসের কাছারী এবং তাহার অল্প দূরেই নিক্স নামক পর্ব্বত, সেখানে সাধারণ

লোকের সভা আহূত হইত। নিকসের অনতিদূরে বিবিধ অট্টালিকা পরিশোভিত বাজার বিদ্যমান ছিল।

ব্যায়ামের জন্য তিনটী স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে স্থানে বৈজ্ঞানিকগণ এবং বক্তাগণ সর্ব্বদা বক্তৃতা করিতেন। নগরের চতুর্দ্দিকে ৪। ৫ মাইল পর্য্যন্ত কারুকার্য্য-খচিত বিবিধ কীর্ত্তিস্তম্ভ সারি সারি দণ্ডায়মান ছিল। প্রায় অনেক স্থলেই সুদৃশ্য সমাধি মন্দির দৃষ্ট হইত। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, কবি এবং রাজনীতিজ্ঞদিগের প্রায় সকলেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ সহ সমাধি মন্দির বিদ্যমান থাকিত। আথেন্স নগর এরূপ সুশোভা সম্পন্ন ছিল যে, কবি লেসিপস্ বলিয়াছেন "যে আথেন্স নগর দেখিতে ইচ্ছুক নহে সে মূর্খ, যে এই নগর দেখিয়া আনন্দানুভব করে না সে তাহা হইতেও মূর্খ। কিন্তু যে ব্যক্তি আথেন্স দেখিয়াছে এবং প্রশংসা করিয়াছে অথচ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার মত মূর্খ আর সংসারে নাই।"

অষ্টম অধ্যায়।

পারসিক যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের আথেন্সের বিবরণ। (১৩০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত)।

থিসিউসের রাজত্ব হইতেই আথেন্সের প্রকৃত রাজনৈতিক ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। ইজিউসের উত্তরাধিকারী থিসিউস ১৩০০ পূঃ খ্রীঃ অব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কথিত আছে কোন সময়ে আথেনীয়গণ ক্রীট-রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। সেই অবধি আথেনীয়-দিগকে বর্ষে বর্ষে সাত সাতটী অনূঢ়া কুমারী ও কুমারকে কর স্বরূপে ক্রীট দ্বীপে পাঠাইতে হইত। আথেনীয়রা বলিত যে, ক্রীট দ্বীপে গোনরাকার মিনোটার নামক যে একটী অসুর ছিল, তাহার আহারের নিমিত্তই উক্ত কুমার ও কুমারীগণকে প্রেরণ করা হইত। থিসিউস স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া ক্রীট দ্বীপে গমন করিলেন এবং মল্লযুদ্ধে মিনোটারকে বধ করিয়া রাজকুমারী আরিয়াডনীকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনেকে অনুমান করেন থিসিউস্ এরিয়পেগসের আদালত এবং লোকদিগের শ্রেণী বিভাগ

যথা,--কুলীন, কৃষক এবং শিল্পি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা মিসরের অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়। সিক্রপ সম্ভবত এই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। থিসিউসই প্রথমে রাজত্ব স্থাপন করিয়া আথেন্স নগরে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। ইহার উত্তরাধিকারী নেসথিউস এবং কোড্রস। কোড্রসের মৃত্যুর পর হইতেই রাজ-তন্ত্র বিলুপ্ত হয়। (১০৬৮ পূঃ খৃঃ অব্দে)। তৎপর সেই বংশের ১৩ জন আর্কণ অর্থাৎ বিচারকর্ত্তা ক্রমান্বয়ে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ৭৫২ পূঃ খৃঃ অব্দে শেষ বিচারকর্ত্তার মৃত্যু হয়। পরে কোড্র-সের বংশ হইতে দশ বৎসর অন্তর এক এক জন বিচার-কর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। এইরূপে ৭ জন শাসনকর্ত্তা হয়েন। ৬৮২ পূঃ খৃঃ অব্দে শেষ শাসনকর্ত্তার মৃত্যু হয়। পরে কুলীন সম্প্রদায় প্রতি বৎসর ৯ জন বিচারকর্ত্তা নিয়োগ করিতে থাকেন। তাহাদের সকলের ক্ষমতা একরূপ ছিল না। ইহার প্রথম তিন জন পূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশধরগণ হই-তেই নিযুক্ত হইতেন।

এইরূপ বন্দোবস্তে সাধারণ লোকের কিছুমাত্র হিত সাধন হইত না। যোদ্ধৃ সম্প্রদায় সমুদয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়া-ছিলেন। কোন প্রকারের বিধি ব্যবস্থা ছিল না। মাজিষ্ট্রেটেরা নিঃস্বার্থ ভাবে বিচারাদি করিতেন না। অবশেষে ৬২২ পূঃ খৃঃ অব্দে শাসন সম্বন্ধীয় বিধি প্রস্তুত করার জন্য ড্রেকোকে মনোনীত করা হয়। ড্রেকোর নিয়মাবলী ভয়ানক কঠিন

ছিল। কোন প্রকার দোষ করিলেই তাহার প্রাণদণ্ড হইত। কাজেই এই নিষ্ঠুর নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইতে লাগিল; অবশেষে ড্রেকো দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পলায়ন করিলেন।

এই সকল গণ্ডগোলে কুলীন সম্প্রদায়ের ক্ষমতা আরও বর্দ্ধিত হইল। অবশেষে সাইলন নামক এক ব্যক্তি রাজ ক্ষমতা অধিকার করার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুচরদিগকে নিতান্ত নির্দ্দয়তার সহিত দেব-মন্দিরে নিহত করা হয়।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে নাইসিয়া এবং সালামিস্ দ্বীপ মিগারা নিবাসী ডোরীয়গণ অধিকার করিয়াছে। আথেনীয়গণ দৈব-বাণীতে জানিতে পারিল যে, দেব-মন্দিরে রক্তপাত করাতেই এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে; কাজেই তাহারা ক্রীট দ্বীপ হইতে এপিমেনাইডিস্‌কে আনয়ন করিল। তিনি তাঁহার চতুরতাবলে বিলক্ষণ শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলে দৈবানুগৃহীত মনে করিত কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেই পুনরায় বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হইয়া প্রায় অরাজকতা উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে সোলন নামক এক ব্যক্তি প্রধান বিচারক এবং ব্যবস্থাপক হইলেন। (৫৯৪ পূঃ খৃঃ অব্দে)। ইনি ইতিপূর্ব্বে সালামিস দ্বীপ উদ্ধারের সময় বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আথেন্সের পুরাতন রাজবংশে সোলনের

জন্ম হয়। তিনি প্রথমতঃ বাণিজ্য ব্যবসায়ে মনোযোগ প্রদান করেন; পরে বিদ্যা-লাভার্থ নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন। গ্রীকদর্শন প্রণেতা সাত জন জ্ঞানীপুরুষ মধ্যে সোলন সর্ব্ব প্রধান। থেলিস, পিটাকস্, বাইয়স, ক্লিওবিউলস, মাইসন এবং কাইলো নামক অপর ছয় জন দার্শনিক ছিলেন। এনাকার্সিস নামক অপর দার্শনিককেও কেহ কেহ ইহাদের মধ্যে এক জন বলিয়া গণনা করেন।

সোলনের ব্যবস্থাতে রাজতন্ত্র-প্রণালীর অনেক ক্ষমতা হ্রাস হয় বটে, কিন্তু শাসন-প্রণালী সম্পূর্ণরূপ প্রজা-তন্ত্র হয় না। তাঁহার ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্মনীতি রাজনীতি হইতে উচ্চস্থান অধিকার করে, এই বিষয়ে লাইকার্গস বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। সমাজের পরিবর্ত্তনে রাজনীতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সোলনের বাঞ্ছনীয় ছিল। তিনি নরহত্যা বিষয়ক ব্যবস্থা ভিন্ন ড্রেকোর প্রণীত সকল ব্যবস্থাই উঠাইয়া দিলেন। উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণদিগের মধ্যে সুন্দর নিয়ম স্থাপন করিলেন; তদ্দ্বারা অধমর্ণদিগের বিশেষ লাভ হইল; অন্যপক্ষে মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া উত্তমর্ণদিগের সহায়তা করিলেন; তিনি দাসত্ব এবং দেনার জন্য আবদ্ধ করা প্রভৃতি নিয়ম উঠাইয়া দিলেন।

কৃষিলব্ধ সম্পত্তির তারতম্যানুসারে তিনি নাগরিক দিগকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করেন। যাহারা বৎসরে ৫ পাঁচ শত

বুসলের * অধিক শস্য পাইত তাহারা প্রথম শ্রেণী। চারি শত হইলে দ্বিতীয়, তিন শত হইলে তৃতীয়, তদপেক্ষা ন্যূন হইলে চতুর্থ শ্রেণী গণ্য হইত। প্রথম তিন শ্রেণীর লোক ভিন্ন কেহই বিচারকের পদে নিযুক্ত হইতে পারিত না। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা অশ্বারোহণে যুদ্ধে গমন করিত, তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা বর্ম্মধারী পদাতিক হইত এবং চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা লঘু অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধ করিত। এই শ্রেণী চতুষ্টয় মিলিত হইয়া যে সভা হইত তাহাতে সমুদয় শ্রেণীর অধিবাসীদিগেরই উপস্থিত হইয়া মতামত প্রদান করার ক্ষমতা ছিল। ইহাকে সাধারণ-জন-সমিতি বলিত। এতদ্ভিন্ন আর একটী সভা ছিল তাহাতে প্রথম তিন শ্রেণীর চারিশত ব্যক্তি সভ্য থাকিতেন। সাধারণ সমিতিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের বিচার হইবে তাহা উক্ত সভাতে পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইত। সর্ব্বোচ্চ বিচারককেও এই সভার মত নিয়া কার্য্য করিতে হইত।

সোলনের পূর্ব্বে এরিয়পেগস নামক বিচারালয় কেবল অত্যাচারের প্রতিমূর্ত্তি ছিল বলিতে হইবে, কিন্তু সোলন ইহার বহুবিধ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রচুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এইটীই একেবারে সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় হইয়া পড়ে। ইহা হইতে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি সমুদয় বিষয়েরই তত্ত্বাবধারণ চলিত।

* এক এক বুশেল ২৯ সেরের সমান।

এই সকল ব্যবস্থা প্রণয়নের পর সোলন ডেলফিতে গমন করেন। এবং তথাকার আম্ফিক্টিয়নিক সভার মেম্বর নিযুক্ত হন।

করিন্থ উপসাগরের প্রধান প্রধান বাণিজ্য বন্দর ক্রিসীয়-দিগের অধিকৃত ছিল। ডেলফীয় যাত্রীদিগের অনেকেরই সেই স্থান দিয়া যাইতে হইত। ক্রিসীয়গণ যাত্রীদিগের উপর গুরুতর শুল্ক স্থাপন করাতে, ডেলফীয়দিগের আয়ের অনেক লাঘব হয়; তদ্ধেতু উভয় পক্ষে মনোবাদ জন্মে। পরিশেষে সেই মনোবাদ পরস্পর নিন্দাবাদে পরিণত হইলে, ক্রিসীয়গণ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া এপলো দেবের মন্দির লুণ্ঠন করে। ডেলফীয়রা প্রথমে কিছুই বলে না, কিন্তু সোলনের পরামর্শমতে তাহারা প্রতি-হিংসা করিতে উত্তেজিত হয় এবং প্রায় দশ বৎসর কাল যুদ্ধাদি চলিতে থাকে; অবশেষে ক্রিসীয়গণকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের রাজ্য ধর্ম্ম ভূমির সহিত সংযুক্ত করা হয় (৫৯০ পূ খৃঃ অব্দে)।

এই সময়ে পিসিষ্ট্রেটস নামক এক ব্যক্তি বিলক্ষণ পরা-ক্রান্ত হইয়া উঠেন। ইনি আথেন্সের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের বংশধর, ইহার বিপুল সম্পত্তি ছিল; এবং স্বকীয় শান্ত ব্যব-হারে সকল লোকেরই বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলে, কুলীন সম্প্রদায় তাঁহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। পরি-শেষে তাঁহার আত্মরক্ষার্থ এক দল সৈন্য পর্য্যন্ত নিযুক্ত

করিতে হয়। সেই সৈন্যের সহায়তাতে রাজধানী আক্রমণ করিয়া তিনি আথেন্সের আধিপত্য লাভ করেন (৫৬১ পূঃ খৃঃ অব্দে)। পণ্ডিত প্রবর সোলন তাঁহার প্রভুত্বে অসন্তুষ্ট হইয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক পলায়ন করেন এবং সালামিস দ্বীপে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। মেগাক্লিস নামক স্পার্টীয় দলপতি লাই-কার্গসের সহায়তাতে এক বৎসরের মধ্যেই পিসিষ্ট্রেটসকে দূরীভূত করিয়া আথেন্সে একাধিপত্য স্থাপন করেন।

মেগাক্লিসের সঙ্গে শীঘ্রই লাইকার্গসের বিবাদ আরম্ভ হয়। পিসিষ্ট্রেটস মেগাক্লিসের কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলে, মেগাক্লিস পুনরায় তাঁহাকেই রাজ্যভার প্রদান করেন। পিসিষ্ট্রেটস অতঃপর একবার নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে পুনর্ব্বার রাজ্যাভিষিক্ত হন।

৫২৮ পূঃ খৃঃ অব্দে পিসিষ্ট্রেটসের মৃত্যু হইলে, তাঁহার দুই পুত্র হিপার্কস এবং হিপিয়াস রাজ্যাধিকারী হন। তাঁহারা চতুর্দ্দশ বৎসর একত্রে নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করিলেন বটে কিন্তু আথেনীয়গণ কদাচ দীর্ঘকাল পরাধীনতা স্বীকার করিতে পারিত না; তাহারা সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং হিপার্কসকে বধ করিয়া হিপিয়াসকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিল (৫১০ পূঃ খৃঃ অব্দে)।

হিপিয়াস দূরীভূত হওয়া মাত্রই বিভিন্ন পক্ষ স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। মেগাক্লিসের পুত্র ক্লিসথেনিস এক দলের অধিনেতা হইলেন। আইসাগরাস নামক অন্য

এক ব্যক্তি অপর দলের অধিপতি হইলেন। ইনি অন্যান্য অনেকের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাহাতে কিছুই লাভ হইল না। স্পার্টীয়গণ হিপিয়াসকে পুনরায় রাজ্যাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল বটে, কিন্তু কার্য্যত কিছুই করে নাই। হিপিয়াস পারস্য দেশে পলাইয়া যাইয়া পারস্য রাজ দরায়ুসকে গ্রীস আক্রমণ করিতে উত্তেজনা করেন। দরায়ুসও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন।

নবম অধ্যায়।

পারস্য যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের গ্রীসের অন্যান্য রাজ্যের বিবরণ (১১৮০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ৫০০ খৃঃ পূঃ।)

১। বিয়োসীয়গণ ১২২৬ পূঃ খৃঃ অব্দে কতকগুলি প্রদেশসহ এক রাজত্ব স্থাপন করে, তন্মধ্যে থিবস নগর সর্ব্বপ্রধান ছিল। তাহাদের ব্যবস্থা প্রণালী সুশৃঙ্খল ছিল না বিধায় গ্রীসে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, বিচারাদির জন্য সমিতি ছিল এবং ৭ জন মাজিষ্ট্রেট বিচারকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত।

২। পিলপনিসসের মধ্যে স্পার্টার পরেই করিন্থ বিলক্ষণ পরাক্রান্ত ছিল। ডোরীয়দিগের স্থানচ্যুতির সময় সেই রাজ্য আলিটিস নামক এক ব্যক্তি অধিকার করেন। তাঁহার বংশধরেরা পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পরে বাকিস নামক অন্য ব্যক্তি রাজা হয়েন (৭৭৭ পূঃ খৃঃ)। ইহাঁর বংশধরেরাও পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে শাসনভার কতিপয় ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হয়। ৬৫৭ পূঃ খঃ অব্দে সিপসেলস নামক কোন ব্যক্তি এ রাজ্য অধিকার

করিয়া ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপুত্র পেরিয়াণ্ডর ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; অতঃপর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করিলে ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় এবং রাজ্য মধ্যে প্রজাতন্ত্র-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। গ্রীসের অধিকৃত দ্বীপ সমূহে গ্রীসের মত প্রজাতন্ত্র-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল।

দশম অধ্যায়।

প্রথম পারসিক যুদ্ধ।

৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ৪৯০ পূঃ খৃঃ।

গ্রীস দেশ হইতে বহুবিধ লোক সময়ে সময়ে এসিয়া-মাইনরের উপকূল ভাগে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। উপনিবেশিকগণ সত্বরই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বাদ বিসম্বাদও স্বদেশের মতই চলিতে থাকে; তদ্ধেতু তাহারা লিডিয়া রাজ ক্রীসস কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। অতঃপর ক্রীসস পারস্য রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, গ্রীকদিগকেও পারস্য রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু স্বাধীন হওয়ার প্রবল ইচ্ছা তাহাদের মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল এবং তদ্ধেতু সুযোগ পাইলেই যে বিদ্রোহাচরণ করিবে তাহাও এক প্রকার স্থির ছিল। যখন পারস্য রাজ দরায়ুস সিথিয়া আক্রমণ করেন, তখন তিনি ডানিয়ুব নদীর উপরি নির্ম্মিত নৌসেতু রক্ষার ভার এসিয়া এবং থ্রেস নিবাসী গ্রীকদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। থ্রেস নিবাসী মিলটাইডিস এই সেতু ভগ্ন করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু মিলেটস

নিবাসী হিষ্টিয়স নামক অপর ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং তাঁহার মতই বলবৎ হয়। মিলটাইডিস আথেন্সে পলায়ন করিয়া ভবিষ্যতে তথায় বিলক্ষণ প্রাধান্য লাভ করেন। হিষ্টিয়স পারস্য রাজের সহিত তদীয় রাজধানীতে গমন করেন। কিন্তু কয়েক দিবস পরেই তিনি পারস্য রাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়েন; তৎপরে দেশে ফিরিয়া গিয়া স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আরিষ্টগরাসের সহযোগে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন এবং গ্রীকদিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তিনি প্রথমে স্পার্টা-রাজ ক্লিওমেনিসের নিকট গমন করেন, কিন্তু রাজা সহায়তা দানে অস্বীকৃত হইলে, ৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে তিনি আথেন্স নগরে গমন করেন এবং তথায় পরম সমাদরে গৃহীত হইয়া বিশখানা রণতরীর সাহায্য প্রাপ্ত হন, ইরেট্রিয়া হইতে অপর পাঁচখানা রণতরী তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। এতৎ সাহায্যে তিনি লিডিয়ার অন্তঃপাতী সার্ডিস নগর আক্রমণ করিয়া ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু আরিষ্টগরাসের সেনাপতির যোগ্য কোনও ক্ষমতা ছিল না। অল্পকাল পরেই তাঁহার সৈন্যগণ বিদ্রোহী হয় এবং তিনি থ্রেসে পলায়ন করিলে, তথাকার অসভ্য জাতিরা তাহাকে বিনাশ করে। কিন্তু বিদ্রোহাচরণের প্রতিফল এসিয়া নিবাসী গ্রীকদিগকে অবিলম্বেই ভোগ করিতে হইয়াছিল। পারস্য রাজ মিলে-টস নগর ভূমিসাৎ করিয়া অসংখ্য গ্রীকদিগকে নিহত

করেন; এবং হিষ্টিয়সকে পারস্য সেনাপতি, সার্ডিস নগরে বহুবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া বধ করেন। অতঃপর যে সকল গ্রীক রাজ্য বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, দরায়ুস সেই সকলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি কর প্রদান করার জন্য প্রত্যেক গ্রীক রাজ্যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্পার্টা এবং আথেন্স ভিন্ন সকলেই অধীনতার চিহ্ন স্বরূপ জল ও মৃত্তিকা প্রেরণ করিয়া তাঁহার বশীভূততা স্বীকার করিল। এই দুই রাজ্য আত্ম স্বাধীনতা রক্ষণে কৃতসংকল্প হইয়া দরায়ুসকে তীব্র ভাবে উত্তর প্রদান করিতে ত্রুটি করিল না।

দরায়ুস গ্রীস আক্রমণার্থ প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করত স্বীয় জামাতা মার্জেনিয়সকে সৈনাপত্যে বরণ করিলেন। মার্জেনিয়স ৪৯৩ পূঃ,খৃঃ অব্দে থ্রেসস দ্বীপ এবং মাসিডন অধিকার করিলেন। কিন্তু প্রবল বাত্যায় তাঁহার রণতরী সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে প্রায় ২০ সহস্র লোক অকালে কাল কবলে পতিত হইল। শীতাধিক্য এবং ইজিয়ান সাগরের বিপদজনক তরঙ্গই এই অনিষ্টপাতের কারণ এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া মার্জেনিয়স স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

৪৯০ পূঃ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয়বার বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করা হইল। ডেটিস এবং আর্টাফর্ণিস নামক দুই ব্যক্তি সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। রণতরী সকল সিক্লাডিস দ্বীপ উত্তীর্ণ

হইয়া ইউবিয়া দ্বীপে পৌছিল। ইরেট্রিয়া অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া অধিকৃত হইল। তাহার অধিবাসীদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরায়ুসের নিকট পাঠান হইল। হিপিয়াসের পরামর্শানুসারে পারসিকেরা আথেন্সের ত্রিশ মাইল অন্তরে মারাথন নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিল। অপর পক্ষে আথেণীয়গণ দশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিল; দাস শ্রেণী হইতেও প্রায় বিশ সহস্র লোক যুদ্ধার্থ সসজ্জিত হইল। প্লেটি নগর হইতে এক সহস্র যোদ্ধা আগমন করিল; কিন্তু স্পার্টীয়গণ তাহাদের কুসংস্কারবশতঃ পূর্ণিমার পূর্ব্বে সৈন্য পাঠাইতে অস্বীকৃত হইল। আথেন্সের পক্ষে দশ জন সম ক্ষমতাপন্ন সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন কিন্তু মিলটাইডিস স্বকীয় ক্ষমতা এবং চতুরতা বলে তন্মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিলেন। অনেক দিন অবরোধে থাকিলে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা বিবেচনায় মিলটাইডিস মারাথন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পারসিক সৈন্য সকল দৃষ্টিপথের গোচর হইলে কোনও কোনও সৈন্যাধ্যক্ষ ভীত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু অন্যান্যের পরামর্শে উৎসাহিত হইয়া মিলটাইডিস যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন (৪৯০পূঃ খৃঃ অব্দে)।

মিলটাইডিস এক পর্ব্বত পার্শ্বে স্বকীয় সৈন্য সকল সমাবেশ করিলেন। পারসিকেরা আক্রমণ করিয়া প্রথমে গ্রীকদিগকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল বটে কিন্তু অবশেষে সৈন্যাধ্যক্ষের অতুল সাহসে পারসিকগণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন

হইয়া পড়িল এবং রণতরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিল। গ্রীকেরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাদের সাত খানা রণতরী জলমগ্ন করিয়াদিল। পারসিকেরা অতঃপর দেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। মিলটাইডিস পেরস দ্বীপ আক্রমণ করিয়া তদীয় গৌরব কলঙ্কিত করিলেন; কারণ তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইলেন। অবশেষে গুরুতর অর্থদণ্ড প্রদানে অসমর্থ হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইলেন। তাথায় তাঁহার মৃত্যু হইল।

থেমিষ্টক্লিস এবং আরিষ্টাইডিস নামক দুই ব্যক্তি মিলটাইডিসের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। থেমিষ্টক্লিস পারসিকেরা যে সকল প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল তৎসমুদয় পুনরায় অধিকার করিয়া আথেন্সের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। আরিষ্টাইডিস ব্যবস্থা প্রণয়ন ইত্যাদি দ্বারা সাধারণ লোকের প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। পরস্পরের ক্ষমতা বিষয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে, আরিষ্টাইডিস একবার নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কঠিন বিষয়ের পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক হওয়াতে তাঁহাকে পুনরায় স্বরাজ্যে আনয়ন করা হইল। থেমিষ্টক্লিস আথেন্সবাসীদিগকে নৌযুদ্ধ-বিদ্যায় সম্যক পারদর্শী করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পারসিক যুদ্ধ।

৪৮০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ৪৪৯ পর্য্যন্ত।

মারাথনের যুদ্ধের ৯ বৎসর পরে দরায়ুসের পুত্র জরক্সিস গ্রীস জয় করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ইতিহাসবেত্তারা বলেন, তিনি এত অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, কোন কালে কোন স্থানে এত সৈন্যের সমাবেশ আর হয় নাই। তিনি নৌসেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দার্দনেলিস পার হইয়া থ্রেস ও মাসিডন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি-মধ্যে থিবীয় এবং থেসালীয়গণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। থার্ম্মপিলির গিরিসঙ্কটে স্পার্টার দলাধিপতি লিও-নিডাস এবং তৎসহ ৮০০০ সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহারাই প্রথমে তাহার গতিরোধ করে। জরক্সিস গ্রীক সৈন্যাবেশ ভগ্ন করিবার জন্য অনেক বিফল চেষ্টা করিলেন। অবশেষে তিনি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন এমত সময়ে ইফিয়াল্টিস নামক একব্যক্তি তাঁহাকে পর্ব্বতোপরিস্থ অন্য এক পথ দেখাইয়া দিল; এবং তিনি সেই গুপ্ত পথের সন্ধান পাইয়া অনায়াসে

গ্রীক্‌রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। অবরোধকারীরা অল্পায়াসেই পরাস্ত হইল। লিওনিডাস সমুদয় লোকদিগকে বিদায় দিয়া এক সহস্র মাত্র লোকসহ তথায় রহিলেন; এবং রাত্রি যোগে পারসিক শিবির আক্রমণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাত্রি মধ্যে পারস্য রাজ্যের শিবির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সমস্ত রাত্রির পরিশ্রমে এবং শীতে কাতর হইয়া প্রাতঃকালে গ্রীকবীরগণ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহারা পলায়ন করিলেন না। সম্মুখ সংগ্রামে শত্রুহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

এই সময়ে গ্রীকেরা এক নৌযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল বটে কিন্তু থার্ম্মপিলির পার্ব্বত্য পথ পারসিকদিগের অধিকৃত হওয়াতে, আর তাহাতে কিছুই ফল হইল না। থেমিষ্টক্লিস রণতরী সকল সারোনিক উপসাগরে লইয়া গেলেন এবং তথায় সালামিস দ্বীপের নিকট নঙ্গর করিয়া রহিলেন। থেমিষ্টক্লিসের চক্রান্তে জরক্সিস এসিয়াবাসী গ্রীকদিগের প্রতি নিতান্ত অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন, তাহাতে তদীয় রণতরীর সুযোগ্য চালক সকল অবসৃত হইল।

জরক্সিস্ ফোসিসে পৌছিয়া তাঁহার কতক সৈন্য ডেল-ফীয় দেবমন্দির আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন; পথিমধ্যে পার্ণেসস্ পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ পথে প্রবল বাত্যায় আক্রান্ত হইয়া সৈন্যগণ বিলক্ষণ ক্লিষ্ট হইয়াছিল; ফোসীয়গণ এই সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করে। যে অল্প-

সংখ্যক ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহারা প্লেটী এবং থেস্‌পিয়া অধিকার করিয়া আথেন্সের অভিমুখে ধাবিত হইল। থেমিষ্ট-ক্লিসের পরামর্শানুসারে আথেন্সবাসীরা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিল; তাহাদের মধ্যে যে যে লোক যুদ্ধ করিতে পারিত তাহারা সালামিস দ্বীপে পলায়ন করিল, অপরেরা অন্যত্র পলাইয়া গেল। জরক্সিস্ আথেন্স নগর ভস্মীভূত করিয়া গ্রীক-দিগকে নৌযুদ্ধে পরাভূত করার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

স্পার্টার সৈন্যাধ্যক্ষ ইউরিবাইডিস্ করিন্থ যোজক রক্ষা করিবার জন্য সমুদয় সৈন্য নিযুক্ত করিতে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু থেমিষ্টক্লিস্ বিবেচনা করিলেন যে, পারসিকদিগকে পূর্ব্বেই আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত। তিনি চতুরতা পূর্ব্বক জরক্সিস্‌কে দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "গ্রীকেরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং পলায়নের চেষ্টা করিতেছে"। জরক্সিস্ দূতের কথায় বিশ্বাস করিয়া সমুদয় রণতরী সালামিসের পোতাধিষ্ঠান আক্রমণ জন্য পাঠাইয়া দিলেন। আরিষ্টাইডিস্ এই চক্রান্তের সফলতা বিষয়ে থেমিষ্টক্লিসকে সংবাদ দেন এবং তাহাদের মধ্যে পুনরায় বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হয়; স্পার্টীয়গণও যুদ্ধ করিতে সম্মত হয়, কারণ তখন পলাইয়া পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় ছিল না।

জরক্সিস্ পর্ব্বতোপরি হইতে সালামিসের যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। তাঁহার রণতরী সকল সম্পূর্ণরূপ বিনষ্ট হইতে দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। তদীয় অনুচরদিগের

মধ্যে হালিকার্ণেসসের রাজ্ঞী আর্টিমিসিয়া ব্যতীত কেহই প্রকৃত বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিল না। সেই মুহূর্ত্তে জরক্সিস্ স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিলেন। তিন লক্ষ লোকসহ মার্ডোনিস্‌স্‌কে তথায় যুদ্ধার্থ রাখিয়া আসিলেন। তিনি অতি কষ্টে মৎস্যজীবীদিগের নৌকায় দার্দনেলিস্ পার হইলেন, কারণ ইতিপূর্ব্বেই তৎনির্ম্মিত নৌসেতু প্রবল বাত্যায় ভগ্ন হইয়াছিল।

মার্ডোনিয়স্ শীত ঋতু থেসালীতে অতিবাহিত করিলেন, পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে আথেনীয়দিগের নিকট মাসিডনের রাজাকে দূত প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, আথেনীয়গণ অন্যান্য গ্রীকদিগের সহিত সন্ধি বন্ধন পরিত্যাগ করিলে তাহাদের নগর পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে পারিবে এবং পারস্যরাজ তাহাদিগের বন্ধু মধ্যে পরিগণিত হইবেন। কিন্তু তাহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। কাজেই আটিকাতে পুনরায় সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। স্পার্টীয়গণ প্রথমতঃ সাহায্যদানে অস্বীকৃত হইল, অবশেষে লজ্জাবশত পুনরায় সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পসেনিয়স্‌কে সেনাপতিত্বে বরণ করিল এবং সকলকে যুদ্ধার্থ সিথিরণ পর্ব্বতের নিকট সমবেত হইল। কয়েক দিবস যুদ্ধ হইল, তাহাতে গ্রীকেরাই জয়ী হইল; পরে জলাভাবে অত্যন্ত কষ্ট হইলে তাহারা অন্যত্র শিবির সংস্থাপনের জন্য এস্থানের সৈন্যাবেশ ভগ্ন করিল।

মার্ডোনিয়স তাঁহার সৈন্যগণকে গ্রীকদিগের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। প্লেটীর অল্প দূরে এক যুদ্ধ হইল, তাহাতে পারসিকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। যে ৪০ সহস্র সৈন্য আর্টাবেজেসের অধীনে ছিল, তদ্ব্যতীত সমুদয় পারসিক সৈন্য বিনষ্ট হইল। সেই দিবসই মিকে-লিতে গ্রীকেরা নৌযুদ্ধে পারসিকদিগকে সম্পূর্ণরূপ পরাভূত করিল।

প্লেটীর যুদ্ধের পরবর্ত্তী অর্দ্ধ শতাব্দী কাল মধ্যে আথে-নীয়গণ বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং সভ্য জগতে প্রাধান্য লাভ করে। স্পার্টীয়গণ বিদ্বেষবশতঃ আথেন্সের সর্ব্বনাশের চক্রান্ত করিতে থাকে এবং যাহাতে তাহারা রাজধানীর প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে না পারে তাহার চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু থেমিষ্টক্লিসের বুদ্ধি এবং চতুরতা বলে স্পার্টীয়গণ কিছুই অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। তিনি সুন্দর দুর্গসহ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে গ্রীক সমিতির নৌ-সেনাপতি স্পার্টীয় পসে-নিয়স্ পারস্যাধিকৃত বাইজান্সিয়ম্ নগর আত্মসাৎ করিয়া বহুবিধ ধনের অধিকারী হন। তাঁহার মানসিক ইচ্ছা এরূপ ছিল যে, পারসিকদিগের সাহায্যে তিনি সমুদয় গ্রীসের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবেন; তদ্ধেতু তিনি তাঁহার সহায়তাকারীদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল কারণে অধিকাংশ গ্রীকরাজ্য স্পার্টার দল পরি-

ত্যাগ করিয়া আথেন্সের সহায়তা প্রার্থনা করে। পরিশেষে পসেনিয়সের চতুরতা প্রকাশিত হইলে স্পার্টীয়গণ তাহার প্রাণদণ্ড করিল। কিন্তু এই সকল ব্যপারে স্পার্টীয়গণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আথেনীয়গণ নৌ-সমিতির প্রাধান্য লাভ করিল। আরিষ্টাইডিস্ দলপতি হইলেন।

থেমিষ্টক্লিস্ পসেনিয়সের চক্রান্ত সুন্দর রূপ অবগত ছিলেন, কিন্তু তিনি এতদ্‌সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও অবগত নহেন প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত করা হইল। তাঁহার অনেক শত্রু ছিল, তাহারা তাঁহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলে, তিনি পারস্য রাজধানীতে পলায়ন করেন। তথাকার রাজা আর্টাজরক্সিস্ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া ভরণপোষণের জন্যে তিনটী নগরের উপস্বত্ব প্রদান করেন। কিন্তু তিনি তথায় বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে আরিষ্টাইডিসও বৃদ্ধ বয়সে লোকান্তর গমন করেন।

মিলটাইডিসের পুত্র সাইমন্ আথেনীয় প্রজাতন্ত্রের দলপতি হইয়া পূর্ব্ববৎ যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত হন, এবং পারসিকদিগকে একান্ত ব্যতিব্যস্ত করিতে সমর্থ হন। ৪৭০ পূঃ খৃঃ অব্দে সাইপ্রাসের নিকট সমুদয় পারসিক সৈন্য-পোত এবং যোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট করিয়া প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করেন। এবং সেই দিবসই ইউরিমিডন নামক নদীর মুখে বহুতর স্থলগামী সৈন্যের বিনাশ সাধন করেন। প্রায়

২১ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সময়ে আথেন্সের নৌ-শক্তি এবং ঐশ্বর্য্য প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। এবং উভয় পক্ষই সন্ধি করিতে ও শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ইতিমধ্যে সাইমনের মৃত্যু হওয়াতে গ্রীকেরা অত্যন্ত হতাশ্বাস হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু আর্টাজরক্সিস্ তখনও সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মত না হওয়াতে ৪৪৯ পূঃ খৃঃ অব্দে নিম্নলিখিত নিয়মে সন্ধি স্থাপিত হয়।

১। নিম্ন এসিয়াতে যে সকল গ্রীকনগর আছে তাহাদের স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে।

২। কায়েনিয়ান পাহাড় এবং কালিডনিয়ান দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে কোন পারসিক জাহাজ আসিতে পারিবে না।

৩। সাগর সীমা হইতে তিন দিবসের পথ পর্য্যন্ত কোনও পারসিক সৈন্য আসিতে পারিবে না।

৪। আথেনীয়গণ সাইপ্রাস হইতে তাহাদের যুদ্ধ-জাহাজ এবং সৈন্য সামন্ত ফিরাইয়া আনিবে।

এইরূপে প্রায় একাধিক চত্বারিংশৎ বৎসরে পারসিক যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম পিলপনিসীয় যুদ্ধ।

৪৩১ পূঃ খৃঃ হইতে ৪২২ পর্য্যন্ত।

আথেনীয়গণের ক্ষমতা ও সম্মান বৃদ্ধি হওয়াতে স্পার্টীয়-গণ একান্ত অসন্তুষ্ট হইল, এবং বিদ্বেষ বুদ্ধিবশতঃ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের অসদভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই লিকোনিয়াতে ভয়ানক ভূমিকম্প হয় (৪৬৯ পূঃ খৃঃ) ; তাহাতে স্পার্টা নগর একেবারে নিমজ্জিত হইয়া যায় এবং ১২০০০০ হাজার লোক বিনষ্ট হয়। উপদ্রুত হিলটেরা অর্থাৎ দাস শ্রেণী এই সময়ে স্বাধীন হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। আথেনীয়গণের সাহায্যে তাহারা স্পার্টীয়গণকে এতদূর ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল যে, স্পার্টীয়গণ দাসদিগকে তাহাদের পরিবার ও সম্পত্তিসহ পিলপনিসস হইতে বিদায় দিতে সম্মত হয়। স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা নপেক্টস্ নামক আথেনীয় উপনিবেশে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, এবং চির-দিন আথেনীয়দিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকে।

এই সময়ে পেরিক্লিসের শাসনে আথেন্সের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছিল। পেরিক্লিস্ সাধারণ লোকের

পক্ষ সমর্থন করিয়া বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাহার প্রতিযোগী সাইমন্‌কেও স্পার্টার পক্ষপাতী বলিয়া নির্ব্বাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পারসিক যুদ্ধের ব্যয় ব্যপদেশে তিনি করদ রাজগণের বার্ষিক কর বৃদ্ধি করেন। এবং অথেন্স নগরী বহুবিধ সুদৃশ্য অট্টালিকা দ্বারা পরিশোভিত করেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, থিবীয়গণ বিয়োসিয়াতে একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে এবং স্পার্টীয়গণেরও তাহাতে সহানুভূতি আছে, তখন তিনি বিয়োসিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার্থ একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত সৈন্যেরা টানাগ্রার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল (৪৫৭ পূঃ খৃঃ)। এই সময়ে আথেনীয় একখানা যুদ্ধ জাহাজ পিলপনিসসের উপকূলে বিলক্ষণ উৎপাত করাতে স্পার্টীয়গণ আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইল। আথেনীয়গণও ইতিমধ্যে থিবসের সহিত কোন এক যুদ্ধে পরাভূত হওয়াতে প্রায় ৫ বৎসর কাল কোনও যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হইল না। সাইমনকে নির্ব্বাসন হইতে পুনরাহ্বান করা হইল। উক্ত ৫ বৎসর পরে যুদ্ধাদি আরম্ভ হইলে সাইমনের যত্নে পুনরায় পঞ্চাশ বৎসরের জন্য শান্তি স্থাপিত হইল। সইমনের হঠাৎ মৃত্যু না হইলে এই শান্তি চিরস্থায়ী হইত।

এই শান্তিকালের মধ্যে পেরিক্লিস্ আথেন্সের ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিলেন। কতকগুলি দ্বীপ বিদ্রোহাচরণ

করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা সহজেই পরাস্ত হইল। ইহাতে পেরিক্লিসের যুদ্ধ বিদ্যার পারদর্শিতাও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। আথেন্সের এইরূপ আধিপত্যে অনেকেই মনে মনে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল। বিশেষতঃ পিলপনিসীয়গণ আথেন্সের সর্ব্বনাশের সুবিধা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। নানাদিকে রাজ্য বিস্তার করিয়া আথেন্স তখন প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে উপনিবেশ ও মাতৃভূমি এই উভয়ের সম্বন্ধ পরিষ্কার রূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে পিলপনিসীয় যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কর্সাইরা পূর্ব্বে করিন্থের উপনিবেশ ছিল। কিন্তু ক্ষমতার ও ঐশ্বর্য্যের সত্বর বৃদ্ধি হওয়াতে ইহা করিন্থের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। এবং স্বকীয় অনেক উপনিবেশ স্থাপন করিল; তন্মধ্যে মাসিডোনিয়ার পশ্চিম উপকূলে এপিডেমনস নামক উপনিবেশ বিলক্ষণ বিখ্যাত ছিল। এই উপনিবেশবাসীরা নিকটবর্ত্তী অসভ্য জাতির উৎপাতে উপদ্রুত হইয়া প্রথমতঃ কার্সিরীয়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল না হওয়াতে তাহারা করিন্থীয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, করিন্থীয়গণ ৪৩৬ পূঃ খৃঃ অব্দে একদল সৈন্য ইহাদের সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দেয়। কর্সিরীয়গণ এই সংবাদ শ্রবণে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েক খানি যুদ্ধ জাহাজ তথায় পাঠাইয়া দিল। এবং উপনিবেশবাসীদিগকে করিন্থীয়গণের সাহায্য পরি-

ত্যাগ করিতে আদেশ করিল; কিন্তু তাহাদের আদেশে কিছুই ফল না হওয়াতে তাহারা এপিডেমনস অবরোধ করিল। করিন্থীয়গণ তাহার উদ্ধারার্থ আরও সৈন্য পাঠাইল কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। এপিডেমনস কর্সিরীয়দিগের অধিকৃত হইল বটে কিন্তু শান্তি স্থাপিত হইল না। অবশেষে উভয়পক্ষ মীমাংসার জন্য আথেন্সের নিকট আবেদন করিল। আথেনীয়গণ পেরিক্লিসের পরামর্শানুসারে কর্সিরীয়গণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের সাহায্যার্থ একখানা যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করে। এই সময়ে করিন্থবাসীরা নৌ-যুদ্ধে কার্সিরীয়গণকে প্রায় সম্পূর্ণরূপ পরাজয় করিয়াছিল, কিন্তু আথেন্সের আগমনে তাহারা পলায়ন করিল এবং প্রায় ১২৫০ জন কর্সিরীয় বন্দী করিয়া সঙ্গে নিয়া আসিল।

পটিডিয়া নামক করিন্থের অন্যতর উপনিবেশ অনেক দিবস যাবৎ আথেন্সের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। কর্সিরীয় যুদ্ধকালে পটিডিয়া বিদ্রোহাচরণ করাতে, আথেনীয়গণ পটিডিয়া অবরোধ করে। পটিডীয়গণ পূর্ব্ব প্রভু করিন্থীয়গণের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু করিন্থীয়গণ নিজের দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারিয়া, স্পার্টীয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করে। এই সময়ে মিগারা হইতে দূত আসিয়া স্পার্টীয়গণের নিকট বলিল যে, মিগারীয়গণ আটিকার নিকটবর্ত্তী পোতাশ্রয় এবং বন্দরাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এবং

ইজাইনা দ্বীপ আথেন্সের প্রবল প্রতাপে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশই স্পার্টীয়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। কয়েক দিবস তর্ক বিতর্কের পর স্পার্টীয়গণ স্থির করিল যে, আথেনীয়গণ প্রকৃত পক্ষে ন্যায় পথের বিরুদ্ধে চলিতেছে, তাহারা ইহার প্রতিফল অবশ্য ভোগ করিবে। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহারা আথেন্সে জনৈক দূত পাঠাইল এবং কতকগুলি বিষয় দাবী করিল। তাহারা নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই দাবী অগ্রাহ্য হইবে; স্পার্টীয়গণ বলিল, পটিডিয়ার অবরোধ ত্যাগ করিতে হইবে; মিগারার বিরুদ্ধে যে সকল অন্যায় বিচার হইয়াছে তাহা সংশোধন করিতে হইবে; ইজাইনা ছাড়িয়া দিতে হইবে; সামুদ্রিক রাজ্য সমূহের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে; এবং সাইলনের হত্যাকারীর বংশধরদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। শেষের দাবীটী বড় ভয়ানক, ইহা প্রকারান্তরে পেরিক্লিসের উপরে বর্ত্তে; কারণ তাঁহার মাতামহ বংশীয় জনৈক ব্যক্তি সাইলন বধের ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। দূত দাবীগুলির ত্বরিত উত্তর প্রার্থনা করাতে, আথেনীয়গণ বিশেষ রাগান্বিত হইয়া দূতকে দূর করিয়া দিল এবং যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

এদিকে স্পার্টারাজ আর্কিডেমস পিলপনিসীয় সমিতির অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। জলযুদ্ধে আথেন্সের বিলক্ষণ

প্রতিপত্তি ছিল কিন্তু স্থলযুদ্ধে পিলপনিসীয়দিগের সমকক্ষ হওয়া তাহাদের পক্ষে দুষ্কর ছিল। স্পার্টার একদল সৈন্য আটিকা লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল, অন্য পক্ষে আথেন্সের যুদ্ধ জাহাজ পিলপনিসসের উপকূলে উপদ্রব আরম্ভ করিল। স্পার্টীয়গণ নিজ রাজ্য রক্ষার্থ ফিরিয়া আসিল। ইত্যবসরে পেরিক্লিস মেগারিস উৎসন্ন প্রায় করিয়া উঠিলেন। পর বৎসর গ্রীষ্মের সময়ে স্পার্টীয়গণ পুনরায় আটিকা আক্রমণ করে। এই সময়ে আথেন্স বিলক্ষণ বিপদাপন্ন হইয়াছিল, দেশে মারীভয়ের প্রাদুর্ভাব হইয়া তাহাদের অধিকাংশ সৈন্য সামন্ত বিনষ্ট হয়, এমন কি তাহাদের অধিনায়ক পেরিক্লিস ঐ রোগে অকালে কাল কবলে পতিত হন। দুই পক্ষেই পরস্পর যুদ্ধ চলিতে থাকে। পটিডিয়া আথেন্সের নিকট আত্ম সমর্পণ করে এবং প্লেটীয়গণও ৫ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া ৪২৭ পূঃ খৃঃ অব্দে স্পার্টীয়গণের অধীনতা স্বীকার করে। ইতিমধ্যে আথেন্সাধিকৃত মিটিলিনি রাজ্য বিদ্রোহিতাচরণ করিয়া স্পার্টীয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল বটে কিন্তু যথাসময়ে সাহায্য না পাওয়াতে তাহারা পুনরায় আথেনীয়গণের বশ্যতা স্বীকার করে। অতঃপর আথেনীয়গণ তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিল।

এদিকে স্পার্টার জাহাজাধ্যক্ষ কর্সাইরা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। সেই সময়ে কর্সাইরা নানাপ্রকারে

ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। অপর পক্ষে আথেন্সের নৌ-সেনাপতি ডিমস্থিনিস্ ইটোলিয়া এবং ইপাইরসের অন্তর্গত পিলপনিসীয়দিগের সমুদয় বন্ধু রাজ্য অধিকার করাতে সেই স্থানেই সমরাগ্নি বিশেষরূপে প্রজ্বলিত হইল। ডিমস্থিনিসের অধ্যক্ষতার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন (৪২৫ পূঃ খৃঃ অব্দে)। পথিমধ্যে তাহার জাহাজস্থিত মেস্নিনীয়গণ পাইলসের (নবরিনোর) নিকট অবতীর্ণ হইয়া তথায় এরূপ সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিল যে স্পার্টীয়গণ তাহাদের রাজধানীর পঞ্চাশ মাইল দূরে এরূপ দুর্গ প্রস্তুত করিতে দেখিয়া বিলক্ষণ ভীত হইল। এবং দুর্গ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইতে না হইতেই পাইলসের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিল, এবং স্ফাক্টিরিয়া দ্বীপ দুর্গ বদ্ধ করিল; কিন্তু তাহাদের যুদ্ধ জাহাজ আথেনীয়গণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে, তাহারা শান্তি স্থাপন মানসে আথেন্সে দূত প্রেরণ করিল। আথেনীয়গণ ক্লিয়নের ষড়যন্ত্রে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইল না। ক্লিয়ন সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন যে, "যদি সেনাপতির কার্য্যভার আমার হস্তে ন্যস্ত হয় তবে ২০ দিনের মধ্যে আমি স্ফাক্টিরিয়া স্থিত স্পার্টীয়দিগকে অবরুদ্ধ করিতে পারি।" ক্লিয়ন তাদৃশ উপযুক্ত লোক ছিলেন না, কিন্তু আথেনীয়গণ তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করার মানসে তাঁহাকেই সৈনাপত্যে বরণ করিল, এবং যুদ্ধ জাহাজ সহ যুদ্ধ স্থলে প্রেরণ করিল। ঈশ্বর ইচ্ছায়

হঠাৎ আগুন লাগিয়া স্পার্টীয়দিগের দুর্গশ্রেণী ভস্মীভূত হইয়া যায়, এবং ক্লিয়নেরও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়। অতঃপর সিথিরা দ্বীপ আথেন্সের অধিকৃত হয় এবং অথেনীয়গণ নিসিয়া নামক পোতাধিষ্ঠান এবং অন্যান্য অনেকগুলি বানিজ্য বন্দর বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু ডিলিয়মের যুদ্ধ, উত্তর প্রদেশীয় উপনিবেশ সকলের বিদ্রোহাচরণ, এবং মাসিডন রাজ পার্ডিকানের সহিত শত্রুতাতে আথেনীয়গণকে ইহা হইতেও অধিকতর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। স্পার্টীয়গণ বিদ্রোহী উপনিবেশ সকলের সাহায্যার্থ তাহাদের সুদক্ষ অধ্যক্ষ ব্রাসিডাস্‌কে পাঠাইয়া দেয়, তাঁহার চক্রান্তে আথেনীয়গণ থ্রেস ও মাসিডনের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রধান প্রধান নগরের আধিপত্য হইতে বঞ্চিত হয়। ক্লিয়ন্ এই সকল উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত ও বিনষ্ট হন। সেই সময়ে ব্রাসিডাসেরও মৃত্যু হয় (৪২২ পূঃ খৃঃ)।

ব্রাসিডাসের অভাবে তৎসদৃশ এমত লোক কেহ ছিল না যে, স্পার্টার অধ্যক্ষতা করিতে পারে। কিন্তু স্পার্টীয়গণের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, স্ফাক্টিরিয়ার কয়েদীদিগকে মুক্ত করে। এবং আথেনীয়দিগের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, উত্তর প্রদেশীয় উপনিবেশ সকল উদ্ধার করে। এবং ক্লিয়নের স্থলাভিষিক্ত নিসিয়াসও শান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন। এই সকল কারণে পঞ্চাশ বৎসর-ব্যাপী শান্তি স্থাপিত হইল। উভয় পক্ষই এই সন্ধি দ্বারা পরস্পরকে

বিজিত প্রদেশ সমস্ত প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু স্পার্টীয়গণ তাহাদের বন্ধু রাজ্যের স্বার্থের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করিল না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পিলপনিসীয় যুদ্ধ।

উপরোক্ত সন্ধিতে করিন্থীয়গণের স্বার্থ সম্বন্ধে কোনও কথার উল্লেখ না থাকাতে তাহারা আর্গিবসদিগকে স্পার্টার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকে। প্রধান প্রধান প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলি একত্রে এক সমিতি সংস্থাপন করে এবং আথেনীয়গণ গোপনে তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে থাকে। পেরিক্লিসের ভ্রাতুষ্পুত্র আল্‌সিবাইডিসের স্বাভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যই প্রথম শান্তি ভঙ্গ হয়। আর্গিবস্‌ এবং স্পার্টীয়গণ কতক দিন সামান্য যুদ্ধের পর একেবারে প্রকাশ্য যুদ্ধ-ঘোষণা প্রচার করে। কিন্তু উভয়েই ডোরীয় বংশসম্ভূত জানিতে পারিয়া তাহারা ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিল। আলসিবাইডিস তখন আর্গসে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার উত্তেজনায় লোক সাধারণ সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মত হইল এবং স্পার্টীয়দিগকে আক্রমণ করিল বটে কিন্তু কোন ফল হইল না; দুই বৎসরের মধ্যে আর্গসে নানা প্রকার বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইলে শাসন-প্রণালী নিয়মতন্ত্র হইতে প্রজাতন্ত্রে পরিণত

হইল। ইতিমধ্যে আথেনীয়গণ সামুদ্রিক আধিপত্য পুনরুদ্ধারের জন্য মিলস নামক ডোরীয় দ্বীপ আক্রমণ করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করাতে সমুদয় গ্রীসবাসীরা তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল; এবং ৪১৫ পূঃ খৃঃ অব্দে আথেনীয়গণ সিসিলি দ্বীপে আধিপত্য স্থাপনোদ্দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিলে সকলেই অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হইল।

নিসিয়াস এবং সক্রেটিসের প্রচুর আপত্তি সত্ত্বেও আথেনীয়গণ আল্‌সিবাইডিস, নিসিয়াস এবং লামাকস্ এই তিন জনকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া প্রচুর সৈন্য যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত করিল। কর্ম্মাইরার নিকটে দেখা গেল যে, ১৩৪ খানা যুদ্ধ জাহাজ যাত্রা করিয়াছে, তাহাতে ৫০০০ পদাতিক সৈন্য এবং বহুসংখ্যক ধনুকধারী ও ফিঙ্গাওয়ালা সৈন্য আছে। যুদ্ধ জাহাজ সিরাকিয়ুস অভিমুখে যাত্রা না করিয়া কাটানার দিকে প্রধাবিত হইল এবং তথাকার অধিবাসীগণ আল্‌সিবাইডিসের বক্তৃতাগুণে আথেন্সের স্বপক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে ধর্ম্ম লঙ্ঘনাপরাধের বিচার জন্য তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

হারমিস নামক দেবতার প্রতিমূর্ত্তি সকল বিকৃতাঙ্গ করা অপরাধে আলসিবাইডস অভিযুক্ত হন। নিজের দোষ জানিতে পারিয়া, তিনি বিচারের অপেক্ষা করিলেন না, গুপ্তভাবে নানা স্থানে ভ্রমন করিয়া অবশেষে স্পার্টায় উপস্থিত হইলেন। লামাকসের মৃত্যু হওয়াতে নিসিয়াস এককই

আথেনীয় সৈন্যের অধ্যক্ষতা করিতে থাকেন। নিসিয়াস সিরাকিয়ুসীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া, নিজ শিবির দুর্গবদ্ধ করিলেন এবং সন্ধির চেষ্টায় অনেক সময় বৃথা ব্যয় করিলেন। এই সুযোগে করিন্থীয় এবং স্পার্টীয়গণ সিরাকিয়ুসের সাহায্যার্থে সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ গিলিপসকে পাঠাইয়া দেয়। তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে আথেনীয়গণ সম্পূর্ণরূপ পরাভূত হয়। পরে নিসিয়াসের প্রার্থনানুসারে, ডিমস্থিনিস্ এবং ইউরিমেডনের কর্ত্তৃত্বাধীনে আরও অসংখ্য সৈন্য আথেন্স হইতে সিসিলিতে প্রেরিত হইল বটে কিন্তু তাহারাও পরাস্ত হইল। ইতিমধ্যে সিরাকিয়ুসীয়গণ তাহাদের নিজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আথেন্সের যুদ্ধ জাহাজ পরাস্ত করে এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে নির্দ্দয় রূপে হত্যা করে। (৪১৩ পূঃ খৃঃ)। আথেন্সের কেবল যে এই বিপদপাত হইল এমত নহে, আলসিবাইডিসের পরামর্শানুসারে স্পার্টীয়গণ আথেন্সের ১৫ মাইল অন্তরে ডেসেলিয়া নামক নগর ভালরূপ দুর্গবদ্ধ করিয়া, সৈন্য সমাবেশ করিল এবং সেই স্থান হইতে সতত আক্রমণ করিতে লাগিল।

আথেনীয়গণ সাহসে নির্ভর করিয়া দৈব দুর্ব্বিপাক সহ্য করিতে লাগিল। ইত্যবসরে তাহাদের আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। স্পার্টীয়গণের ষড়যন্ত্রে, সামুদ্রিক রাজ্য সমূহ স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অল্‌সিবাইডিস

নানা প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিয়া স্পার্টা হইতে দূরীভূত হইলেন, এবং পুনরায় আথেন্সে আসিবার মানসে পারস্য-রাজ টিসাফর্নিসের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। আল্‌সিবাইডিসের চক্রান্তে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তে আথেন্সে কুলীন সাম্প্রদায়িক শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল বটে কিন্তু প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ আল্‌সিবাইডিসকে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। রাজ্য মধ্যে নানা প্রকার অশান্তি উপস্থিত হইল। ইউবিয়া বিদ্রোহী হইল। ইরেট্রিয়ার নিকট আথেনীয় যুদ্ধ জাহাজ বিনষ্ট হইল। চারি মাস পরেই পুনরায় প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। এবং আল্‌সিবাইডিসকে পুনরাহ্বান করা হইল। তিনি স্বকীয় পরাক্রম প্রদর্শনার্থ, প্রথমে দেশে না যাইয়া সিজিকস বন্দরের নিকট স্পার্টীয় যুদ্ধ জাহাজ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন এবং থ্রেসে আধিপত্য স্থাপন করিয়া বাটীতে গেলে পর, সকলে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিল।

লাইসাণ্ডর নামক কোন ব্যক্তি এই সময়ে স্পার্টার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন, তিনি কোন অংশে আল্‌সিবাইডিস হইতে ন্যূন ছিলেন না। এই সময়ে স্পার্টীয়গণ পারস্য-রাজ সাইরাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং অধিক বেতন প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া, আথেনীয় যুদ্ধ জাহাজের অনেক নাবিককে নিজ জাহাজে নিযুক্ত করে। আল্‌সিবাইডিসের

অনুপস্থিতিতে তাহার লেপ্টেনাণ্ট আণ্টাইয়কস, লাইসাণ্ডরের সঙ্গে কোনও সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াতে আথেন্সের ১৫ খানা যুদ্ধ জাহাজ বিনষ্ট হয়। তদ্ধেতু আল্‌সিবাইডিসের উপর অনেকের সন্দেহ জন্মে, এবং তিনি পুনরায় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। অতঃপর তিনি থ্রেসে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে দশজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন।

লাইসাণ্ডরের সময় উত্তীর্ণ হইলে কালিক্রেটিডাস তৎপদে নিযুক্ত হন, তিনি লাইসাণ্ডর অপেক্ষা সৎলোক ছিলেন। এই সময়ে স্পার্টীয়গণ নৌযুদ্ধে পরাভূত হয়, কিন্তু প্রবল বাত্যার গতিকে আথেনীয়গণ তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে লাইসাণ্ডর পুনরায় রাজ্য ভার প্রাপ্ত হইয়া ইগসপটামস বা ছাগ নদীর মোহনায় আথেনীয় যুদ্ধ জাহাজ সকল সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিলে, প্রকৃত পক্ষে পিলপনিসীয় যুদ্ধ এক প্রকার সমাপ্ত হয়। লাইসাণ্ডর আথেন্স অক্রমণ করিবার পূর্ব্বে সামুদ্রিক রাজ্য সমুদয় আত্মসাৎ করেন এবং তথা হইতে খাদ্য দ্রব্য এবং শস্যাদি রীতিমত প্রেরিত না হওয়াতে আথেন্সে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। এই সুযোগে লাইসাণ্ডর ১৫০ খানা যুদ্ধ জাহাজ সহ আথেন্সের উপকূলে উপস্থিত হন এবং স্পার্টারাজ এগিস স্থলপথে আথেন্স আক্রমণ করেন। আথেনীয়গণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলে নিম্নলিখিত রূপে সন্ধি নির্দ্ধারিত হয়।

১। প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তে স্পার্টার নিযুক্তীয় ৩০ জন লোকের হস্তে আথেন্সের শাসন ভার অর্পণ করিতে হইবে।

২। ১২ খানের অধিক আথেন্সে যুদ্ধ জাহাজ থাকিতে পারিবে না।

৩। আথেন্সের ঔপনিবেশিক ও বিদেশীয় রাজ্য সমস্ত ছাড়িয়া দিতে হইবে।

৪। যুদ্ধের সময় স্পার্টার আনুগত্য স্বীকার করিয়া স্পার্টীয়গণের অনুসরণ করিতে হইবে।

৪০৪ পূঃ খৃঃ অব্দে আথেনীয় পোতাধিষ্ঠান এবং দুর্গ শ্রেণী স্পার্টীয়গণ অধিকার করে এবং আথেন্সের প্রাচীর ভগ্ন করিতে থাকে। আল্সিবাইডিস বর্ত্তমান থাকিতে কখনই স্পার্টার প্রভুত্ব বলবৎ হইবে না ইহা লাইসণ্ডরের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আলসিবাইডিসও পারস্য রাজাকে আথেন্সের সহায়তা করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে লাইসাণ্ডর নানা চক্রান্ত এবং কৌশল অবলম্বন করিয়া আল্সিবাইডিসকে গোপনে হত্যা করিলেন। স্পার্টীয় প্রভুত্ব নিষ্কণ্টক হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

স্পার্টীয়গণের অত্যাচার, তৃতীয় পিলপনি-সীয় যুদ্ধ (৪০৪ পূঃ খৃঃ হইতে ৩৬১ পর্য্যন্ত)।

আথেন্সের প্রভুত্ব লোপ হইলে স্পার্টীয়গণ ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল। লাইসাণ্ডরের ক্ষমতাতে প্রত্যেক রাজ্যে এক এক দল লোক প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহারা নানা উপায়ে বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে লাগিল। যে ৩০ জন আথেন্সের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সম্পত্তিবান্ ও রাজনীতিজ্ঞ লোকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইলেন।

নগরে কেবল দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হইত, এক শ্রেণী সঙ্গী বিশিষ্ট অত্যাচারী; অপর অত্যাচার প্রপীড়িত। অত্যাচারীদিগের নৃশংস ব্যবহারে পুরাতন রীতি নীতির পক্ষপাতী লোকেরা নির্ব্বাসিত ও নিহত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব স্মৃতির চিহ্ন মাত্র রহিল না।

থিবীয়গণ যদিচ আথেনীয়গণের চির শত্রু তথাপি তাহারা আথেন্সের এই বিপদ কালে সহানুভূতি প্রদর্শন

করিতে ত্রুটি করে নাই। যে সকল আথেনীয় স্পার্টার অত্যাচারে পলাইয়া থিবসে যাইত, থিবীয়েরা তাহাদিগকে অতি সাদরে গ্রহণ করিত। এই রূপে অনেকগুলি পলাতক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া থ্রাসিবিউলস্ তাহাদের নেতা মনোনীত করিল। ইহারা প্রথমে ভাইলির সুদৃঢ় দুর্গ আক্রমণ করিয়া অত্যাচারীদিগের শত্রুগণের সহিত যোগদান করিল। ইহাতে উল্লিখিত ৩০ জন শাসনকর্ত্তা শস্ত্র ধারণ করিলেন বটে কিন্তু বিশেষ অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হইলেন। কুলীন সম্প্রদায় অবশেষে ঐ ৩০ জনকে পদচ্যুত করিয়া ১০ জন মাজিষ্ট্রেটের হস্তে শাসন ভার অর্পণ করিল। মাজিষ্ট্রেটেরা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন কর্ত্তাদিগের ন্যায় স্বকীয় দুরভিসন্ধি সাধন উদ্দেশ্যে স্পার্টার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে স্পার্টারাজ লাইসাণ্ডর তাহাদের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইলেন। এবং পাইরিয়সের পোতাধিষ্ঠান অবরোধ করিলেন। লাইসাণ্ডরের অহঙ্কার এবং উচ্চ আশায় স্পার্টীয়গণও তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত ছিল। স্পার্টারাজ সুবিখ্যাত পসেনিয়স্ একদল সৈন্য সহ লাইসাণ্ডরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইলেন। পসেনিয়সের সাহায্যে উক্ত অত্যাচারী মাজিষ্ট্রেটগণ তাহাদের ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইলেন। আথেন্সে পূর্ব্বতন রাজনীতি প্রচলিত হইল। এবং অবরোধকারী স্পার্টীয় সৈন্য চলিয়া গেল (৪০৩ পূঃ খৃঃ)।

আথেন্সে সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত হইলেই ৪০০ পূঃ খৃঃ অব্দে ধর্ম্ম বিরোধিতা ব্যপদেশে মহানুভব সক্রেটিসের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয়। তিনি এই অবিচার বিনা আপত্তিতে সহ্য করেন; এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্তও তিনি ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তদীয় শিষ্য প্লেটো তাহা লোক সমাজে প্রচারিত করেন।

অতঃপর স্পার্টীয়গণ লাইসাণ্ডর এবং পসেনিয়সকে থিবস রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠায়। থিবীয়দিগের সঙ্গে মনোবাদের বিশেষ কোন কারণ ছিল না বটে, কিন্তু বিবাদ করার মনন থাকিলে সূত্র লাভের অসুবিধা হয় না। অতি সামান্য কারণেই যুদ্ধ বাঁধিল। হেলিয়ার্টসের নিকট যে যুদ্ধ হয় তাহাতে লাইসাণ্ডর নিহত হন (৩৯৪ পূঃ খৃঃ)। এবং পসেনিয়স অপমানে ভগ্ন হৃদয় হইয়া বাটী পৌঁছিবার অল্পকাল পরেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এই সংবাদে স্পার্টার শত্রুপক্ষ বিশেষ আহ্লাদিত হয়। আর্গস, থিবস্, আথেন্স এবং কা:িন্থ একত্র দলবদ্ধ হইয়া স্পার্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। এজেসিলেয়স্ নামক স্পার্টীয় সেনাপতি এসিয়ায় পারস্য রাজের সহিত অনেক যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া, স্পার্টীয়গণ তাঁহাকেই সৈন্যাধ্যক্ষ পদে মনোনীত করে, এবং তিনি এসিয়া হইতে চলিয়া আসেন। এসিয়ার যুদ্ধ কার্য্যের নেতৃত্ব ভার তাঁহার জ্ঞাতি পিসাণ্ডারের হস্তে ন্যস্ত হয়। এদিকে কনন্ পারস্য রাজের

সাহায্যে রণতরী সংগ্রহ করিয়া স্পার্টার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। নাইডসের পোতাধিষ্ঠানে জয়লাভ করিয়া তিনি ভীতি প্রদর্শন বা তোষামোদ দ্বারা প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উপনিবেশ এবং দ্বীপ সকল পুনরায় আথেন্সের শাসনাধীনে আনয়ন করেন। ইতিমধ্যে এজেসিলেয়স করণিয়া নামক স্থানে পরাস্ত হইলে আথেন্সের ক্ষমতা সম্যক বিস্তৃত হয়।

কনন্ পারস্যের অর্থ দ্বারা আথেন্সের প্রাচীর পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং পারসিক যুদ্ধ জাহাজের সাহায্যে সামুদ্রিক রাজ্য সমূহ আত্মবশে আনিতে চেষ্টা করিলে পারস্যরাজ আর্টাজরক্সিস্ তাঁহার প্রতি সন্দিহান হইয়া স্পার্টীয় দূতের পরামর্শে তাহাকে নিহত করেন। এদিকে আণ্টালসিডাস স্পার্টার পক্ষে পারস্য রাজের সহিত সাধারণ সন্ধিবন্ধন করিলেন, তাহাতে এসিয়াস্থিত গ্রীক উপনিবেশ ও নগরী সকল পারস্যের অধীন হইল। গ্রীসের অন্তর্গত কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ নগর মাত্রেরই পরস্পর স্বাধীন থাকার প্রস্তাব হইল।

এই সময়ে ৩০৩ পূঃ খৃঃ অব্দে স্পার্টীয়গণ অকারণে থিবস আক্রমণ করিয়া ভয়ানক অত্যাচার করে। কিন্তু। পিলপিডাস নামক থিবসের নির্ব্বাসিত কোন ব্যক্তি নানা কৌশলে প্রবঞ্চকদিগকে নিহত করিয়া থিবসের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন (৩৭৭ পূঃ খৃঃ অব্দে)। থিবীয়দিগকে পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্লিয়ম্ব্রটসকে পুনরায় পাঠান হয়।

এপামিনণ্ডাস্ নামক থিবীয় জেনেরল্ লিউক্ট্রা নামক স্থানে তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন। তদ্ধেতু স্পার্টার অধিকৃত বহুসংখ্যক রাজ্য স্বাধীন হইয়া পড়ে।

অতঃপর স্পার্টার অন্তর্গত নানা প্রদেশ স্বাধীন হইয়া উঠে। এবং থিবীয় সমিতি বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হয়। তাহাদের দলপতি এপামিনণ্ডাস নানা প্রকারে পিলপনিসীয়দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন ; কিন্তু অবশেষে মণ্টিনিয়ার যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াও নিহত হইলেন ; এপামিনণ্ডাস্ এবং পিলপিডাসের সঙ্গে সঙ্গেই থিবসের গৌরব অস্তমিত হইল ; এবং পারস্য রাজ আর্টাজরক্সিসের মধ্যস্থতাতে ৩৬২ পূঃ খৃঃ অব্দে, গ্রীসের রাজ্যগুলির মধ্যে এই মর্ম্মে সন্ধি স্থাপিত হইল যে, কেহ কাহারও অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

ইতিমধ্যে এজেসিলেয়সের পরামর্শে স্পার্টীয়গণ মিসরে সৈন্য প্রেরণ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। এজেসিলেয়স স্পার্টা রাজ্যের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা, ধৃষ্টতা, বিশ্বাসঘাতকতায়ই, আবার স্পার্টা রাজ্য নিতান্ত হীন দশায় পতিত হয়। ৮৪ বৎসর বয়সে এজেসিলেয়সের মৃত্যু হয়। (৩৬১ পূঃ খৃঃ)।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় ধর্ম্ম যুদ্ধ। গ্রীসের স্বাধীনতা বিলোপ। (৩৬১ পূঃ খৃঃ হইতে ৩৩৬ পর্য্যন্ত)।

সামুদ্রিক রাজ্য সকলের প্রতি অত্যাচার এবং অবিচার হওয়াতে, আথেন্সের অনেক সুবিধার হানি হইতে লাগিল। তৃতীয় পিলপনিসীয় যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই কেরিস নামক আথেনীয় জেনেরল, নিকটবর্ত্তী রাজ্য সকল অধিকার করিয়া ধনাগমের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে কায়স, কস্, রোডস প্রভৃতি দ্বীপ বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল এবং ৩৫৬ পূঃ খৃঃ অব্দে কেরিসকে পরাভূত করিয়া দ্বীপ সকল সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠিল। এই সকল দ্বীপবাসীরা প্রায় ২০ বৎসর কাল স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মাসিডোনিয়ার কর্ত্তৃত্ব ও অধীনতা স্বীকার করে।

স্পার্টা, থিবস এবং আথেন্সের গৌরব ও প্রভুত্ব ধ্বংসের পর হইতে আম্ফিক্টিয়নিক সমিতি গ্রীসে আধিপত্য বিস্তারের বিলক্ষণ চেষ্টা পায়। এপলো দেবের দেবোত্তর ভূমি চাষ আবাদ করা অপরাধে ফোসীয়দিগের উপর দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করা হয় এবং বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক থিবসের দুর্গ অধি-

কার করার অপরাধে, উক্ত সমিতি স্পার্টীয়গণের উপরও দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করে। তাহাতে ফোসীয় জেনেরল ফিলমিলস গোপনে স্পার্টীয়দিগের সহায়তা পাইয়া অকস্মাৎ ডেলফি নগর আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করেন এবং উক্ত পুণ্য ক্ষেত্রের সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। তীর্থ স্থানের অপমানে থিবস এবং লোক্রিসের অধিবাসীগণ, অত্যাচারীর দমনে কৃতসংকল্প হয়। প্রথমতঃ সাধারণ রকম কয়েকটী যুদ্ধ হয়। অবশেষে ৩৫৩ পূঃ খৃঃ অব্দে ফিলমিলস পরাভূত হইয়া আত্মহত্যা করেন। তদীয় ভ্রাতা অনমার্কস অবশিষ্ট ভগ্ন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, আবার ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করেন। অবশেষে থিবীয়গণ মাসিডনের অধিপতি ফিলিপের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, ফিলিপ সসৈন্যে গ্রীসে আগমন করিয়া ফোসীয়দিগকে দূরীভূত করিয়া দেন এবং অনমার্কসকে হত্যা করেন। ফিলমিলসের অপর ভ্রাতা ফেলস পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ফিলিপের চক্রান্তে সে বারে ফোসীয়গণ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, মাসিডনের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। (৩৪৭ পূঃ খৃঃ)

আম্ফিক্টিয়নিক সমিতির আথেনীয় ডিপুটী ইস্কিনিস্ কর্ত্তৃক পুনরায় ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ হয়। উক্ত ডিপুটী আম্ফাইসা নিবাসী লোক্রীয়দিগের বিরুদ্ধে দেবোত্তর জমি আবাদ করার অপরাধ উত্থাপন করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন।

লোক্রীয়গণ সেই আদেশ অমান্য করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিলে, মাসিডনের অধিপতি ফিলিপের হস্তে তাহাদের দমনের ভার ন্যস্ত করা হয়। ফিলিপ আম্ফাইসা আক্রমণ ও অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ইলেরিয়া নগর আক্রমণ ও অধিকার করাতে গ্রীসের স্বাধীনতা বিলোপ করিবার তাঁহার যে দুষ্টাভিসন্ধি ছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাজেই আথেনীয় এবং থিবীয়গণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয় বটে কিন্তু তাহারা মাসিডনীয়গণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। এইরূপে গ্রীসের স্বাধীনতা বিধ্বংস হইলে, ফিলিপ গ্রীসীয় রাজ্য সমূহের প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োজিত হয়েন। (৩৩৭ পূঃ খৃঃ অব্দে)

ষোড়শ অধ্যায়।

মাসিডনের ভৌগোলিক বিবরণ।

হিমস পর্ব্বতমালা থ্রেস ও মাসিডনকে উত্তর ইয়ুরোপ হইতে পৃথক করিতেছে; এবং কাম্বুনিয়ান পর্ব্বতমালা দক্ষিণে মাসিডনকে থেসালী হইতে পৃথক করিতেছে। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান নানা সময়ে নানা নামে বিখ্যাত ছিল। পূর্ব্বে এই স্থানকে ইমেথিয়া বলিত। পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনশীল রাজ্যের প্রকৃত সীমা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, যাহাহউক সাধারণ ভাবে ধরিতে গেলে, মাসিডনের উত্তর সীমা ষ্ট্রীমন নদী এবং হিমস পর্ব্বত, পূর্ব্ব সীমা ইজিয়ান সাগর, দক্ষিণ সীমা কাম্বুনিয়ান পর্ব্বত, পশ্চিম সীমা আড্রি-য়াটিক সাগর। কথিত আছে এখানে প্রায় এক শত পঞ্চা-শৎ বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস ছিল; কিন্তু এই সংখ্যা অতি রঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না, যে হেতুক মাসিডনের প্রত্যেক নগরই একটী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

মাসিডনের ভূমি উর্ব্বরা, ধান্য মদিরা এবং তৈল উপ-কূলস্থ প্রদেশ সমূহে যথেষ্ট উৎপন্ন হইত এবং পর্ব্বতে নানা-বিধ ধাতুর আকর ছিল। মাসিডন নানা প্রকারের ঘোট-কের জন্য বিখ্যাত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মাসিডন রাজত্বের বিবরণ।

(৮১৩ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ৩২৩ পর্য্যন্ত)

কথিত আছে আর্গসবাসী কারানস উপনিবেশ স্থাপন মানসে ইমেথিয়া আক্রমণ করিয়া এক সামান্য রাজত্ব স্থাপন করেন (৮১৩ পূঃ খৃঃ অব্দে) এবং নিকটবর্ত্তী অসভ্য জাতিদিগকে পরাস্ত করাতে সত্বরই রাজ্য কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইয়া পড়ে: এমিণ্টাসের রাজত্বকালে এই রাজ্য পারস্যের অধীন একটী করদ রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হয় (৫১৩ পূঃ খৃঃ)। প্লেটির যুদ্ধে পারস্যের অধঃপতনের পর মাসিডন স্বাধীন হইয়া উঠে, কিন্তু পারস্য রাজ এই স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন না।

দ্বিতীয় পার্ডিকাসের সময় থ্রেসীয় এবং ইলিরীয়গণ মাসিডন আক্রমণ করিতে থাকে, পার্ডিকাসের ভ্রাতা আথেনীয়গণের সহায়তায় মাসিডন রাজ্য হস্তগত করার চেষ্টা করেন। এদিকে পার্ডিকাস প্রথম পিলপনিসীয় যুদ্ধে স্পার্টার সেনাপতি ব্রাসিডাসের সহায়তা করেন এবং তদ্ধেতু স্পার্টার সাহায্যে তিনি অনেক বিষয়ে সফলকাম হইয়াছিলেন।

পার্ডিকাসের উত্তরাধিকারী আর্কিলেয়সের সময়েই প্রকৃত

সভ্যতা এবং সামাজিক রীতি নীতি সমুদয় মাসিডনে প্রবর্ত্তিত হয় (৪১৩ পূঃ খৃঃ অব্দে)। আর্কিলেয়স বিদ্যানুরাগী ছিলেন, বিদ্বান লোকদিগকে প্রচুর সম্মান করিতেন। তিনি সক্রেটিসকে আহ্বান করিয়া আনেন। এবং ইউরিপাইডিস্ আথেন্স পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে, তিনি তাঁহাকে বহুযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। ৪০০ পূঃ খৃঃ অব্দে আর্কিলেয়সের কোন প্রিয়পাত্র তাঁহাকে হত্যা করিলে, রাজ্য মধ্যে নানা প্রকার অশান্তির উদয় হয়। বহুবিধ রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয়, কিন্তু ৩৬০ পূঃ খৃঃ অব্দে তৃতীয় পার্ডিকাসের মৃত্যুর পর, তদীয় ভ্রাতা ফিলিপ সিংহাসনে আরোহণ করিলে সমুদয় অশান্তি দূরীভূত হয়। তৃতীয় পার্ডিকাসের পুত্র অপূর্ণ বয়স্ক বিধায় কেহই তাঁহাকে এরূপ সময়ে রাজত্বে বরণ করিতে স্বীকার করে না। ফিলিপ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই দেখিলেন যে, তাঁহার রাজ্য নানাপ্রকারে বিপদ গ্রস্ত। কিন্তু স্বকীয় বুদ্ধি এবং চতুরতা বলে ফিলিপ অল্প সময় মধ্যেই রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি থ্রেসীয় প্রভৃতি বিপক্ষ দলকে ধন লোভে এবং আথেনীয়গণকে সংগ্রামে বশীভূত করিয়া বন্ধুতা সংস্থাপন করিলেন।

এইরূপে রাজ্য নিরাপদ করিয়া তিনি ইহার রক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। প্রজাবৃন্দ যাহাতে সৈনিক কার্য্যে ব্রতী হয়, তাহার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। সুপ্র-

সিদ্ধ মাসিডনীয় সৈন্যব্যূহ তাঁহারই সৃষ্টি। তিনি ঐ সকল সৈন্যের সাহায্যে পিয়োনীয়দিগকে অচিরে পরাস্ত করিয়া তাহাদের রাজ্য স্বরাজ্যের সহিত যোগ করিলেন। এবং ইলিরীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের সহিত স্বেচ্ছানুযায়ী সন্ধি স্থাপন করিলেন।

আথেন্স যখন উপনিবেশের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় তখন ফিলিপ সেই সুযোগে আম্ফিপলিস্, পিড্না এবং পটিডিয়া আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন, প্রবং থ্রেস রাজ কোটীসের প্রায় অর্দ্ধ রাজ্য নিজ অধিকার ভুক্ত করেন। অতঃপর তিনি থেসালী এবং ইপাইরস রাজ্যের সহায়তা করিয়া তাহাদের অত্যাচারী শত্রুদিগকে দমন করেন। ইহাতে থেসালীয়গণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাহাদের মেলা এবং বাজারে ফিলিপের প্রজাদিগকে যে কর দিতে হইত ও পোতাধিষ্ঠানে পোত রাখিলে তাহাদিগকে যে শুল্ক দিতে হইত তাহা মাপ দেয়। (৩৫৭ পূঃ খৃঃ) এই সকল যুদ্ধাদি শেষ হইলে তিনিই পাইরসের রাজকন্যা অলিম্পিয়াসের পাণি-গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় ধর্ম্ম যুদ্ধে যখন গ্রীস উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠে, তখন ফিলিপ থ্রেসের সামুদ্রিক রাজ্য সকল আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করেন। আথেনীয় সৈন্যগণ বিরুদ্ধ চেষ্টায় ব্রতী থাকা সত্বেও তিনি মিথোনিনামক প্রসিদ্ধ নগর অধি-কার করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার একটী চক্ষু

নষ্ট হয়। অতঃপর থিবীয়গণের অনুরোধে তিনি ধর্ম্ম যুদ্ধে লিপ্ত হন; ফোসীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া তিনি থার্ম্মপিলী আক্রমণের উদ্যোগ করেন (৩৫২ পূঃ খৃঃ অব্দে)। কিন্তু আথেনায় জেনেরল ডিমস্থিনিসের চক্রান্তে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। পরে উৎকোচাদিদ্বারা অনেক আথেনীয়-গণকে বশীভূত করিয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ অলিন্থাস নগরী বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডিমস্থিনিসের বক্তৃতায় তখন আর কোন ফল হয় না। অতঃপর তিনি ফোসীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া পিলপনিসসের উপরও প্রভূত আধিপত্য বিস্তার করেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ফিলিপ সমুদ্রোপকূলস্থিত বাণিজ্য নগর সকল অধিকার করিতে ব্যাপৃত থাকেন। আথেনীয়গণ তাহাতে বিরুদ্ধাচরণ করি-য়াও কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। অবশেষে তৃতীয় ধর্ম্ম যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তিনি গ্রীসের জাতীয় ধর্ম্মের নায়ক স্বরূপ ফোসিসে প্রবেশ করিয়া আম্ফাইসা নগর ধ্বংশ করেন (৩৩৮ পূঃ খৃঃ অব্দে)। অতঃপর তিনি বিজিত রাজ্যে প্রভূত্ব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে থিবীয় এবং আথে-নীয়গণ গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়াস পায়। ইহাতে কিরনিয়া নগরে ভয়ানক সংগ্রাম হয়; ফিলিপ তদীয় সুযোগ্য পুত্র আলেকজাণ্ডরের সাহায্যে বিপক্ষদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন; এবং পরাজিত পক্ষ বিজয়ীর অভিপ্রায়ানুযায়ী সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিতে

বাধ্য হয়। পর বৎসর করিন্থে সমুদয় গ্রীক রাজ্যের এক সভা হইয়া এরূপ ধার্য্য হয় যে, ফিলিপকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া সমুদয় গ্রীকরাজ্য পারস্য রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু উদ্যোগ পর্ব্বেই মাসিডন নিবাসী পসেনিয়স নামক এক ব্যক্তি ফিলিপকে হত্যা করে। (৩৩৬ পূঃ খৃঃ)। কেন যে হত্যা করে তাহার কারণ জানা যায় না। মহানুভব আলেকজাণ্ডর পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে, থ্রেসীয়, ইলিরীয়, ও নিকটবর্ত্তী অসভ্য জাতিরা তাহাকে অল্প বয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ জ্ঞানে তাহার রাজ্যে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আলেকজাণ্ডর তাহাদিগকে দমন করিয়া এরূপ শাস্তি বিধান করিলেন যে, তাহারা কোন কালেও আর বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইল না। ইতিমধ্যে গ্রীসে এরূপ জনরব হইল যে ইলিরিয়াতে আলেকজাণ্ডরের পতন হইয়াছে। গ্রীসের প্রায় সমুদয় রাজ্যই এই সুযোগে মাসিডনের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। থিবীয়গণ অগ্রসর হইয়া ফিলিপের নিযুক্ত গবর্ণরদিগকে হত্যা করিল (৩৩৫ পূঃ খৃঃ)। চতুর্দ্দশ দিবস পরে আলেকজাণ্ডর থিবসের প্রাচীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। অল্পকাল যুদ্ধের পরই থিবস অনায়াসে অধিকৃত হইল। যে সকল লোক মাসিডনের পক্ষ সমর্থন করিল তাহাদের জীবনরক্ষা পাইল এবং পিণ্ডার নামক ধর্ম্মগুরুর বংশোদ্ভব

সকলেই সে যাত্রায় নিস্তার পাইয়াছিল। অবশিষ্ট অধিবাসীদিগের কতকক্কে বিনাশ এবং কতককে দাস রূপে পরিণত করা হইল। থিবসের দুরদৃষ্ট দেখিয়া সমুদয় গ্রীক রাজ্যই বশ্যতা স্বীকার করিল। আলেকজাণ্ডরও তাহাদের সহিত প্রণয় স্থাপন করিয়া এসিয়া জয়ের সুবিধা দেখিতে লাগিলেন। তিনি আণ্টিপিটরের হস্তে গ্রীস ও মাসিডনের শাসনভার সমর্পণ করিয়া পারস্য আক্রমণের জন্য পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী এবং ত্রিশ সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। (৩৩৪ পূঃ খৃঃ)। আলেকজাণ্ডর হেলেসপন্ত পার হইয়া অনায়াসে এসিয়ায় প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাহাতে পারস্যরাজ কোন বাধা দিলেন না। এসিয়ামাইনরের শাসনকর্ত্তৃগণ বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গ্রানাইকস নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। আলেকজাণ্ডর পারসিকদিগকে তথায় সম্পূর্ণরূপ পরাভূত করিয়া পুরাতন লিডিয়া রাজ্যের অধিপতি হইলেন এবং এসিয়ামাইনরের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইলেন। আলেকজাণ্ডর গর্ডিয়ম নামক নগরে প্রবেশ করিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ গ্রন্থি ছিন্ন করতঃ একটী দৈববাণী সিদ্ধ করিয়া, আপনি যে এসিয়াখণ্ডের প্রধান সম্রাট হইবেন এরূপ প্রতীতি জন্মাইলেন। *

* "গর্ডিয়ম ফ্রিজীয় রাজগণের রাজধানী। কথিত আছে একদা ফ্রিজীয়ায় অতিশয় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; ফ্রিজীয়া বাসীরা কোন রূপে বিদ্রোহ নিবারণে সমর্থ না হইয়া দেবরাজ জুপিটরের শরণাপন্ন হইল।

আলেকজাণ্ডর গ্রন্থি মোচন করিতে পারিলেন না, কিন্তু নিজ খড়্গাদ্বারা গ্রন্থি ছিন্ন করতঃ কহিলেন "এইরূপেই সাম্রাজ্য লাভ করিতে হয়।" অতঃপর আলেকজাণ্ডর সিরিয়ার নিকট উপস্থিত হইলে পারস্যরাজ দরায়ুস্ চাটুকারগণের পরামর্শে আলেকজাণ্ডরকে আক্রমণ করিতে তথায় উপস্থিত হন; আলেকজাণ্ডরের সহিত যুদ্ধে পারস্য সৈন্য অচিরেই ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পড়িল। দরায়ুস্ স্ত্রী পুত্র ও বৃদ্ধা মাতাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। যুদ্ধাবসানে আলেকজাণ্ডর ইহাদের প্রতি বিলক্ষণ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পারস্যরাজের প্রভূত সম্পত্তি আলেকজাণ্ডরের হস্তগত হইল। অতঃপর টায়ার অধিকৃত হয়।

তাহাদের প্রতি জুপিটরের এই আদেশ হইল, "তোমরা যে ব্যক্তিকে প্রথমে দেখিতে পাইবে যে, শকটে আরোহণ করিয়া জুপিটরের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে, তাহাকে যদি রাজপদে অভিষিক্ত কর তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমাদের সমুদয় আপদের শান্তি হইবে," এইরূপ দৈববাণী হইলে, ফ্রিজীয়বাসীরা প্রথমে গর্ডিয়স নামক এক সামান্য ব্যক্তিকে শকটারোহণ পূর্ব্বক জুপিটরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইল, এবং তাহাকেই রাজপদে মনোনীত করিল, এবং সেই রথ বল্কল গ্রন্থি দ্বারা অদ্ভুত কৌশলে আবদ্ধ করিয়া নগরে রাখা হইল। কুসংস্কার বশতঃ তদ্দেশবাসীজনগণ ঐ শকট প্রতি প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করিত এবং প্রকাশ করিত যে, যে ব্যক্তি এই গ্রন্থি মোচন করিতে পারিবে তাহার এসিয়াখণ্ডের একাধিপত্য লাভ হইবে।

পেলেষ্টাইন এবং গাজা অধিকারের পর মিসরদেশে আলেক-জাণ্ডরের জয় পতাকা উড্ডীয়মান হয়।

শীতকালে মাসিডন ও গ্রীস হইতে বহুতর সৈন্য আগমন করিলে, আলেকজাণ্ডর ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রীস নদী পার হইয়া পারস্যে উপনীত হইলেন। দরায়ুস পারসিক এবং অন্যান্য অসভ্য জাতীয় বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করতঃ গগামিলাতে শিবির সংস্থাপন করিলেন। (৩৩১ পূঃ খৃঃ)। আর্ব্বেলার নিকটে ভয়ানক যুদ্ধ হইল, পারস্যরাজ আলেক-জাণ্ডরকে পরাস্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এই যুদ্ধে প্রায় ৪০ সহস্র পারসিক অসভ্য সৈন্য বিনষ্ট হয়। আলেকজাণ্ডর সম্পূর্ণরূপে জয়ী হন, এবং পারসিপলিস নগর জ্বালাইয়া দেন। দরায়ুস অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ হিরকেনিয়াতে পলায়ন করেন, কিন্তু তথায় বেসস নামক কোন দলপতি তাঁহাকে কয়েদ করে। আলেকজাণ্ডর এতচ্ছ্রবণে দরায়ুসের সাহায্যার্থ উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তিনি পৌছিবার পূর্ব্বেই বেসস দরায়ুসের প্রাণ সংহার করে। পরে আলেকজাণ্ডর বেসসকে নিহত করেন। পারসিক দলপতিগণ অসভ্য-জাতিদিগের সহযোগে প্রায় ৪ বৎসর পর্য্যন্ত, আলেকজাণ্ডরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। তাহারা সম্পূর্ণরূপ পরাস্ত হইয়াছিল। এই সময় মধ্যে আলেকজাণ্ডর, ব্যাকৃট্রিয়া, সগডিয়েনা, তাতার,

খোরাসান, কাবুল প্রভৃতি অধিকার করিয়া ভারতবর্ষ আক্র-
মণ করিতে কৃতসংকল্প হয়েন। (৩২৭ পূঃ খৃঃ)

আলেকজাণ্ডর যখন এসিয়াতে ছিলেন তখন স্পার্টীয়গণ
বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু আণ্টিপিটর
তাহাদিগকে সম্যকরূপে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন
(৩৩৯ পূঃ খৃঃ)।

আলেকজাণ্ডর যুদ্ধোপযোগী সমুদয় আয়োজন করিয়া
কান্দাহার পথে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। সিন্ধু-
নদীর পার পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার গতি রোধ করিল না।
নদীর পূর্ব্ব পারে টেক্‌সাইলিস নামক রাজাকে বশীভূত
করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সাত হাজার ভারতবর্ষীয় অশ্বা-
রোহী সৈন্য প্রাপ্ত হইলেন। পরে পঞ্জাব অভিমুখে প্রধাবিত
হইয়া ঝিলম নদীর, পার পর্য্যন্ত পৌঁছিলে, ভারতবর্ষীয় পুরু
নামক জনৈক নরপতি, তিনশত যুদ্ধরথ, দুই শত হস্তী, এবং
বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্যসহ, তাঁহার গতি রোধ করিলেন।
মাসিডনের সৈন্য সংখ্যা ভারতীয় সৈন্য অপেক্ষা অনেক অল্প
ছিল বটে কিন্তু আলেকজাণ্ডর স্বকীয় চতুরতা ও ধূর্ত্ততা
বলে নদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং পুরুকে আক্র-
মণ করিলেন। ভারতীয় সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং
পুরু বন্দীকৃত হইলেন।

আলেকজাণ্ডর ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া শতদ্রু নদীর
তীরে উপনীত হইলেন, তাঁহার সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে

স্বীকার করিল না। কাজেই আলেকজাণ্ডর পঞ্জাব প্রদেশই দিগ্বিজয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর আলেকজাণ্ডর অন্য পথে মধ্য এসিয়ায় ফিরিয়া আসার জন্য অনেকগুলি যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন এবং নিয়ার্কসকে ঐ সকল জাহাজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। নিয়ার্কস জলপথে এবং তিনি স্বয়ং স্থলপথে যাত্রা করিলেন। পারস্য উপসাগরে যুদ্ধজাহাজগুলি বিপদগ্রস্থ হওয়াতে নিয়ার্কসকে পারস্যে পৌঁছিতে বহু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

আলেকজাণ্ডর এসিয়া ও ইয়ুরোপে পরস্পর বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি যে যে নগর জয় করিয়াছিলেন এবং তৎ কর্ত্তৃক যে যে নগর স্থাপিত হয়, তাহা অদ্যাপিও বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ বিখ্যাত। ৩২৪ পূঃ খৃঃ অব্দের ২৮শে মে, ৩২ বৎসর বয়সে, জ্বররোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু সময়ে তিনি পার্ডিকাসের হস্তে তদীয় অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া যান। বিজিত রাজ্য সম্বন্ধে কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মাসিডন রাজত্বের অধঃপতন।

(৩২৪ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ৩০১ পর্য্যন্ত)

আলেকজাণ্ডরের অনুচরদিগের মধ্যে পার্ডিকাস বিলক্ষণ উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু মাসিডনের প্রধান প্রধান লোক সমূহ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিতে কোন প্রকারেই সম্মত হইল না। মাসিডনের পদাতিক সৈন্যগণ আলেকজাণ্ডরের উন্মত্ত ভ্রাতা আর্হিডিয়সকে রাজত্বে বরণ করে; তদ্ধেতু যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠে, কিন্তু কিছুকাল পরে স্থিরীকৃত হয় যে, আর্হিডিয়সই রাজা থাকিবে, পার্ডিকাস রাজ-প্রতিনিধি স্বরূপে রাজ্য শাসন করিবেন; আলেকজাণ্ডরের বিধবা পত্নী রকসেনার অন্তরাপত্য ছিল, সেই সন্তানের ভরণপোষণ জন্যও ব্যবস্থা করা হইল। প্রধান প্রধান প্রদেশ সমূহ মাসিডনের দলপতিগণ ভাগ করিয়া লইলেন। এই সকল বিবাদ বিসম্বাদ বশত প্রায় দুই বৎসর কাল আলেকজাণ্ডরের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় না। আলেক-জাণ্ডরের অনুচরগণ দুই বৎসর পর তাঁহার মৃতদেহ যথা রীতি কবর দেয়। দুর্ব্বল আর্হিডিয়সকে সিংহাসনে বসাইয়া পূর্ব্ব

প্রভুর বংশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, এবং ফিলিপের কন্যা ক্লিয়পেট্রার সহিত পার্ডিকাসের বিবাহের প্রতিবন্ধকতা জন্মায়; কারণ এই বিবাহ হইলে সিংহাসন পার্ডিকাস কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

আলেকজাণ্ডরের মৃত্যুর পরই এসিয়ামাইনরের অসভ্য অধিবাসীগণ স্বাধীন হওয়ার অভিপ্রায়ে বিদ্রোহী হয়; পার্ডিকাস্ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রথমতঃ ইউমেনিসকে পাঠাইয়া দেন, এবং পশ্চিমএসিয়ার গভর্ণরদিগকে তাঁহার সাহায্য করিতে আদেশ করেন। তাহারা প্রকৃত পক্ষে কোন রূপ সাহায্য না করাতে পার্ডিকাস্ স্বয়ং যাইয়া বিদ্রোহীদিগকে সহজেই দমন করেন। পশ্চিম আসিয়ার গভর্ণরদিগকে রাজাজ্ঞা অমান্যের কারণ প্রদর্শন করিতে আদেশ করেন। গভর্ণরগণ আসন্ন বিপদ মনে করিয়া মিসরের শাসন কর্ত্তা টলেমী এবং মাসিডনের শাসন কর্ত্তা আন্টিপিটরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পার্ডিকাসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। পার্ডিকাস নিম্ন এসিয়া রক্ষার ভার ইউমেনিসের হস্তে অর্পণ করত টলেমীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ইউমেনিস্ ট্রয় নগরে ফ্রিজিয়া রাজ্য ও আন্টিপিটরের অনুচরদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পার্ডিকাস প্রথমতঃ পেলুসিয়ম অবরোধ করেন। দীর্ঘকাল অবরোধ, খাদ্য বস্তুর অভাব, এবং টলেমীর চক্রান্তে পার্ডিকাসের সৈন্যেরা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া

উঠে। ট্রয়ের বিজয় সংবাদ পৌঁছিবার দুই দিবস পূর্ব্বে, পাইথন নামক জনৈক অনুচরের ষড়যন্ত্রে পার্ডিকাস স্বকীয় শিবির মধ্যে নিহত হন। (৩২১ পূঃ খৃঃ অব্দে)। এদিকে ডিমস্থিনিসের চক্রান্তে আথেনীয়গণ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করে। (৩২৩ পূঃ খৃঃ)। তাহারা দুই এক যুদ্ধে প্রথমতঃ আণ্টিপিটরকে পরাস্ত করে বটে, কিন্তু পরিশেষে নিজেরাই পরাস্ত হয়, এবং তাহাদের দলপতি হিপেরাইডিস নিহত হন। ডিমস্থিনিস্ আত্মহত্যা করিয়া শত্রুর নির্দ্দয় হস্ত হইতে রক্ষা পান।

পার্ডিকাসের মৃত্যুর পর সৈন্যগণ টলেমীর এইরূপ বশীভূত হইয়া পড়ে যে, তাঁহাকেই রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করে, কিন্তু টলেমী তাহাতে অস্বীকৃত হন। পরে অনেক চেষ্টায় গভর্ণর আণ্টিপিটরই প্রতিনিধি হন। তিনি প্রতিনিধি হইয়া তৎপুত্র কাসাণ্ডরকে ইউমেনিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দেন। ইউমেনিস পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। ইতিমধ্যে ৩১৪ পূঃ খৃঃ অব্দে আণ্টিপিটরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি নিজ পুত্রকে ত্যাগ করিয়া পলিস্পার্কনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। পলিসপার্কন উপযুক্ত হইলেও তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি ছিল না। তিনি গ্রীসে সাধারণ তন্ত্র প্রচার করিতে ইচ্ছা করিলেন। এদিকে কাসাণ্ডর দক্ষিণ গ্রীসে স্বকীয় অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং আণ্টিগোনস নিম্ন

এসিয়াতে স্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করিলেন। পলিস্পার্কন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। তিনি আলেকজাণ্ডরের মাতা অলিম্পিয়াসের হস্তে মাসিডনের শাসনভার অর্পণ করিয়া পিলপনিসিয়াতে যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। এদিকে অলিম্পিয়াস, আর্হিডিয়স এবং কাসাণ্ডর পত্নী ইউরিডিসকে বধ করিলে, কাসাণ্ডর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু অলিম্পিয়াস যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিলেন, নাগরিকেরা আত্মসমর্পণ করিল। কয়েক দিবস পরে অলিম্পিয়াসকে ধৃত করিয়া নিহত করা হইল, এবং কাসাণ্ডরের সহিত আলেকজাণ্ডরের কন্যা রক্সেনার গর্ভজাত থেসালনাইকার বিবাহ হইল। এই বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় কাসাণ্ডরের এরূপ আধিপত্য জন্মে যে, পলিসপার্কন আর নিজ বাটীতে আসিতে সাহস পান না, তিনি পিলপনিসসে থাকিয়াই মাসিডনের কিয়দংশের উপর নামমাত্র আধিপত্য করিতে থাকেন।

এদিকে এসিয়াতে আণ্টিগোনস ইউমেনিসকে পরাভূত ও নিহত করিয়া তথাকার একাধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন, এবং মাসিডন সাম্রাজ্যের অধিপতি হইতে চেষ্টা করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে এসিয়ার সমস্ত গভর্ণরদিগকে বশীভূত করিয়া, গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। তাঁহার পুত্র ডেমিট্রিয়স মিসরে টলেমীর বিরুদ্ধে প্রধাবিত হন। যদিও

গাজা নগরে টলেমী ডেমিট্রিয়সকে পরাস্ত করেন কিন্তু, অবশেষে তাঁহাকেই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইতে হয়।

আণ্টিগোনসের অত্যাচারে সেলুকস নিজ রাজ্য বাবিলন হইতে পলায়ন করেন, কিন্তু গাজার যুদ্ধের পর কতকগুলি সৈন্যসহ বাবিলনে পুনরায় উপস্থিত হইলে, সকলেই পূর্ব্ব প্রভুর বিলক্ষণ সমাদর করিতে থাকে। তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য আণ্টিগোনস সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু উক্ত সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। উপরোক্ত কারণে আণ্টিগোনস শত্রুদিগের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হন। কাসাণ্ডর গ্রীকদিগের স্বাধীনতা প্রদানে সম্মত হন। টলেমী ও আণ্টিগোনসের অধিকার মধ্যে কোনরূপ উপদ্রব করিবেন না স্বীকৃত হইলেন। এবং সমুদয়েই আলেকজাণ্ডরের পুত্রকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিবেন ইহা স্থিরীকৃত হইল; তাহাতে কাসাণ্ডর; রকসেনা, ইগাশ এবং হরকুলিস্ নামক আলেকজাণ্ডরের শেষ উত্তরাধিকারীগণকে বধ করিলেন, এবং পরক্ষণেই ক্লিয়পেটাকেও বিনষ্ট করিলেন। কিছুকাল পরেই আণ্টিগোনস্ বুঝিতে পারিলেন যে, কাসাণ্ডর ও টলেমী তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন, স্নতরাং তিনি নিজপুত্র ডেমেট্রিয়সকে আথেন্সে পাঠাইয়া দিলেন। ডেমিট্রিয়স স্বাধীনতা প্রদান ব্যপদেশে আথেন্স প্রবেশ করিয়া সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হইলেন। (৩০৮ পূঃ খৃঃ)। তিনি অতঃপর সাইপ্রাসে মিসরীয় যুদ্ধ জাহাজ সমূহ পরাস্ত করিলেন;

এবং মিসর আক্রমণে বিফল মনোরথ হইয়া রোডস দ্বীপ অবরোধ করিলেন। কিন্তু কাসাণ্ডরের উপদ্রব নিবারণের জন্য তাঁহাকে সত্বরই আথেন্সে উপস্থিত হইতে হইল।

ডেমিট্রিয়স নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রীসের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে সকলেই আণ্টিগোনসের প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। কাসাণ্ডর দক্ষিণ গ্রীস আক্রমণ করিলেন। টলেমী সিরিয়াতে প্রবেশ করিলেন। লিসিমাকস্ এবং সেলুকস ফ্রিজিয়াতে প্রবেশ করিলেন। অবশেষে ফ্রিজিয়ার অন্তঃপাতী ইপসাস ক্ষেত্রে (৩০১ পূঃ খৃঃ) যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে আণ্টিগোনস নিহত এবং তাঁহার সমুদায় ক্ষমতা তিরোহিত হইল। এই যুদ্ধের পর সাম্রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত হইয়া গেল। সেলুকস উচ্চ এসিয়ার রাজা হইলেন। টলেমী সিরিয়া ও পেলেষ্টা-ইন মিসরের সঙ্গে যোগ করিলেন। লিসিমাকস এসিয়া মাইনরের উত্তরাংশ তদীয় রাজ্য থ্রেসের সহিত যোগ করি-লেন। কাসাণ্ডর গ্রীস ও মাসিডনের আধিপত্য প্রাপ্ত হই-লেন। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে একটী রাজ্য প্রাদুর্ভূত হইয়া পুনরায় কাল স্রোতে বিলীন হইল।

ইপসাসের যুদ্ধের পর ডেমিট্রিয়স আথেনীয়গণের সাহায্যে পিলপনিসসের অধিপতি হয়েন। কাসাণ্ডর শীঘ্রই মানবলীলা সংবরণ করিলেন; তাঁহার তিন পুত্র আপনাদি-গের মধ্যে রাজ্য ভাগ করিয়া লইয়াও অধিক দিন ভোগ

করিতে পারিলেন না। ইপাইরসের রাজা পিরহস মাসিডনের অধিপতি হইলেন। থ্রেসের অধিপতি লিসিমাকস তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গ্রীস ও মাসিডনে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। তিনিও সেলুকস কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন। অত্যল্প কাল পরেই মিসর রাজ টলেমীর পুত্র টলেমী সেরানস, সেলুকসকে পরাস্ত করিয়া মাসিডনের রাজা হইলেন। সেরানসের মৃত্যুর পর ডেমিট্রিয়সের পুত্র আণ্টিগোনস গনাটাস মাসিডনের রাজা হইলেন। গনাটাসের বংশীয় ফিলিপ নামক এক ব্যক্তি যখন মাসিডনের রাজা হন, তখন রোমীয়দিগের সহিত সাইনোসিফেলী নামক স্থানে ১৯৭ পূঃ খৃঃ অব্দে এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে ফিলিপ পরাস্ত হইলে রোমীয়েরা মাসিডনের অদ্বিতীয় আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। ফিলিপের পুত্র পর্শিয়স্‌ও রোমীয়গণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। এই রূপে মাসিডনীয় সাম্রাজ্য ধ্বংশ হইলে গ্রীসে নানা রাজ্য প্রাদুর্ভূত হয়, অবশেষে সমুদায় রাজ্যই রোমীয়দিগের অধিকৃত হয়।

গ্রীস ও রোমের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

ইটালীর ভৌগোলিক বিবরণ।

সিলেটিক এবং নেপেটিক উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডকেই পুরাকালে ইটালী বলিত। ক্রমে ক্রমে উত্তর দিকের প্রদেশ সমূহ ইহার অন্তর্গত হয়। অগষ্টস সম্রাটের রাজত্ব সময় হইতে আল্পস পর্ব্বত, আড্রিয়াটিক, টিরেনিয়ান এবং ভূমধ্য সাগরের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত প্রায়োদ্বীপই ইটালী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

ইটালী তিন ভাগে বিভক্ত। উত্তর ভাগকে সিসাল-পিনগল, মধ্য ভাগকে ইটালী এবং দক্ষিণ ভাগকে মেগনা-গ্রিসিয়া বলিত। গলজাতির অবস্থান এবং আল্পস পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এই জন্য উত্তরভাগকে সিসালপিনগল বলে। সিসালপিনগল, লিগুরিয়া, গেলিয়া, ট্রান্সপেডানা এই তিন উপবিভাগে বিভক্ত ছিল; ইহাতে বেদিয়স্তি, বিজিনী এবং তরিণী জাতি বাস করিত।

মধ্য ইটালী আড্রিয়াটিক সাগরের তীরদেশে আঙ্কনা নগর হইতে ফ্রেণ্ট নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত' ছিল। ভূমধ্য সাগরের দিকে মার্কা এবং সিলারাস ইহার সীমাস্থলে অবস্থিত।

এই প্রদেশটী ইট্রুরিয়া, আম্ব্রিয়া, সাবিনিয়াম, লাটিয়াম, পাইসিনাম এবং কেম্পানিয়া এই ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহাতে ভেস্‌টিনি, মেরুসিনি, পেলিগ্ণি, মার্সী প্রভৃতি জাতি অবস্থান করিত।

অনেকগুলি গ্রীসীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত ছিল বলিয়াই দক্ষিণ ভাগকে মেগনা-গ্রিসিয়া বলিত। ইহা এপুলিয়া, লুকেনিয়া, ব্রুটী এই তিন বিভাগে বিভক্ত ছিল।

আল্পস পর্ব্বতমালা ইটালীর উত্তর দিকে অবস্থিত। মধ্যভাগে আপিনাইন পর্ব্বতমালা। এতদ্ভিন্ন ইটালীতে নাসিক, গরিয়ান, গর্গেনিয়ান নামক ৩টী ক্ষুদ্র পাহাড় ছিল। নেপল্‌সের নিকটবর্ত্তী বিসুবিয়স নামক আগ্নেয়গিরি বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ।

আল্পস পর্ব্বত হইতে পো এবং তাহার উপনদী ডরা, আডা, অগ্লিও প্রভৃতি বাহির হইয়া ইটালী দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আডিজও আল্পস পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া আড্রিয়াটিক সাগরে পড়িতেছে। আপিনাইন পর্ব্বত হইতে আর্ণো এবং টাইবর নদী বহির্গত হইয়া ভূমধ্য সাগরে পড়িতেছে। নেরা এবং অনিও নামে টাইবরের দুইটী উপনদী আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইটালির আদিম অধিবাসীদিগের ঐতিহাসিক বিবরণ।

ইটালির আদিম অধিবাসীগণ পিলাস্‌জি জাতি সম্ভূত। ইহাদের মধ্যে ইনট্রীয়গণ ইটালির দক্ষিণাংশে, সিকুলীয়গণ টাইবর নদীর অববাহিকায় এবং টিরেণীয়গণ ইট্রুরিয়াতে বাস করিত। কালক্রমে ইনট্রীয়গণ হেলেনিক ঔপনিবেশিকগণ কর্ত্তৃক এবং সিকুলীয়গণ লাটিন নামক কতকগুলি পার্ব্বত্য জাতি কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়। ইনট্রীয় এবং টিরেণীয় রাজ্যের মধ্যে ওসকান বা ওসেনীয় জাতি বাস করিত।

পৌরাণিক গাথায় অবগত হওয়া যায় যে, এই লাটিন জাতি সাবাইণীয় নামক জাতি কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়। সাবাইণীয়গণ সিকুলীয় জাতিদিগকে দূর করিয়া দেওয়াতে, তাহারা পলাইয়া সিসিলি দ্বীপে প্রস্থান করে এবং তাহাদের নামানুসারেই সিসিলি নাম হয়। এই জাতি প্রিস্কান এবং কাস্কান নামে খ্যাত। ইহাদের ভাষার সমতা দেখিলে বোধ হয় যে, ইহারাও ওস্‌কান জাতির এক শাখা মাত্র। গ্রীক ও লাটিন ভাষা তুলনা করিলে দেখা যায় যে, কৃষি ও

সমাজ সম্বন্ধীয় শব্দ সকল উভয় ভাষাতে একই রূপ কিন্তু সমর ও মৃগয়া বিষয়ক শব্দ সকল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাতে অনুমান হয় যে, কৃষকশ্রেণী পিলাস্‌জি জাতি সম্ভূত। এবং যোদ্ধৃবর্গ ওস্‌কান জাতি সম্ভূত।

সাবাইণীয় এবং তাহাদের জ্ঞাতিদিগকে সাধারণতঃ সাবেলীয় জাতি বলিত। রোমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে তাহারা বহু বিস্তৃত ছিল। ইহারা বিলক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ ছিল এবং নানাস্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল।

এট্রুস্কান জাতির অপরিসীম ধন সম্পত্তি ছিল। তাহারা প্রথমে ভূমধ্য সাগরে দস্যুবৃত্তি করিত, পরে ক্রমে ক্ষমতা-বান হইয়া উঠে। এই জাতি শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ে যে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাহাদের নির্ম্মিত অট্টালিকা সমূহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টেই স্পষ্ট অনুমিত হয়। তাহাদের নির্ম্মিত তলবর্ত্ম এবং পো নদীর সেতু সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ধাতু নির্ম্মিতপাত্রে এবং মৃৎপাত্রেও তাহারা বিলক্ষণ কারুকার্য্য প্রকাশ করিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইটালির অন্তঃপাতী গ্রীক উপনিবেশ।

১। ১০৩০ পূঃ খৃঃ অব্দে কলসিস দ্বীপ হইতে কিউমিতে উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ইহা সত্বরই বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। ইহাতে প্রথমে সাধারণতন্ত্র তৎপর রাজতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু এরিষ্টডিমস নামক অত্যাচারীর চক্রান্তে কোনও শাসন প্রণালী স্থিরতর থাকে না। তাহার হত্যার পর পুনরায় সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী সুন্দররূপ প্রচলিত হইয়াছিল। ৩৪৫ পূঃ খৃঃ অব্দে ইহা রোমান সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়।

২। স্পার্টা হইতে ৭০৭ পূঃ খৃঃ অব্দে টরেণ্টাম নামক উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। ইটালীর অসভ্য জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়া ইহা শীঘ্রই খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠে। পরিশেষে ২৭৭ পূঃ খৃঃ অব্দে ইহা রোম রাজ্য ভুক্ত হয়।

৩। একীয়গণ ৭১০ পূঃ খৃঃ অব্দে ক্রটন নামক উপনিবেশ সংস্থাপন করে। পিথাগরাসের কর্ত্তৃত্ব এবং ক্ষমতায় ইহা শীঘ্রই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে, কিন্তু গৃহ বিচ্ছেদে তাহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী অচিরেই পলায়ন করেন, এবং ইহা রোমান সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়।

৪। একীয়গণ ৭২০ পূঃ খৃঃ অব্দে সিবরিস নামক উপনিবেশ স্থাপন করে। ভূমির উর্ব্বরতা এবং স্বচ্ছন্দ নগর বাসের অনুমতি থাকাতে, ইহা শীঘ্রই লোক পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মদ্য এবং তৈলের বাণিজ্যে ইহারা এরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, এক সময়ে ইহা ইয়ুরোপের প্রধান সমৃদ্ধিশালী নগররূপে গণ্য হইত। নানারূপ গৃহ বিচ্ছেদের পর ক্রটনের সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়; সেই বিবাদে ইহারা সম্পূর্ণরূপ পরাস্ত হয়। পরে আথেনীয়গণের সাহায্যে ইহারা পুনরায় একত্রিত হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯০ পূঃ খৃঃ অব্দে ইহা রোমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

৫। ৬৮৩ পূঃ খৃঃ অব্দে লোক্রি নামক উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। প্রায় দুই শত বৎসর কাল ঔপনিবেশিকগণ নিরাপদে অবস্থান করিলে, দ্বিতীয় ডাইওনিসিয়স সিরাকিয়ুসের রাজত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদীয় অভিমান এবং দুশ্চরিত্রতাই ইহার পতনের মূল কারণ। ২২৭ পূঃ খৃঃ অব্দে ইহা রোমানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং অধিকৃত হয়।

৬। রিজিয়াম ৬৬৮ পূঃ খৃঃ অব্দে মেসিনীয়গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। পিরহসের ইটালী আক্রমণ সময়ে ইহারা সহায়তা করে বলিয়া রোমানগণ ইহাদের রাজ্য অধিকার করে।

চতুর্থ অধ্যায়।

সিসিলির ভৌগোলিক বিবরণ।

সিসিলি দ্বীপকে ট্রিনাক্রা বলিত কারণ ইহার আকৃতি ত্রিকোণাকার। ইটালির অন্তর্গত সিকানী এবং সিকুলীয় জাতির অধিবাস বিধায় ইহাকে সিকানীয়া এবং সিসিলিয়াও বলিত।

সিসিলির পূর্ব্বোপকূলে জেংক্লি নামক প্রসিদ্ধ নগর ছিল। রাজধানী সিরাকিয়ুস প্রায় ১৮ মাইল পরিধি বিশিষ্ট; তন্মধ্যে চারিটী নগর একত্র সমাবেশিত ছিল। আরেথিউসা নামক জলপ্রপাৎ ইহার অতি সন্নিকটে অবস্থিত। কেমারিনা নগর আফ্রিকার দিকে অবস্থিত; ইহা এক সময়ে সিরাকিয়ুসের সমকক্ষ ছিল। ঐ দিকে গাইনোয়া এবং সেলিনাস নামে আরও দুইটী প্রসিদ্ধ নগর ছিল। এটনা নামক প্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি সিসিলির অন্তর্গত।

পঞ্চম অধ্যায়।

সিসিলির আদিম অধিবাসীদিগের বিবরণ।

সিক্লোপীয় এবং লিষ্ট্রিগনস সিসিলির আদিম অধিবাসী। তাহাদের সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী আছে। তাহারা রাক্ষস বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহাদের কপালে একটী মাত্র চক্ষু ছিল এরূপ প্রবাদ আছে। অতঃপর সিকানীয় জাতি ইটালী ইহাতে বিতাড়িত হইয়া তথায় অবস্থান করে। তাহারা বহুকাল তথায় আধিপত্য করিলে, সিকুলীয় জাতি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সিসিলি নাম প্রদান করে। ইহার কিছুকাল পরে গ্রীস ঔপনিবেশিক সম্প্রদায় তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করে। সিরাকিয়ুসের সঙ্গে সিকুলীয় জাতির নানা প্রকারে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে, কিন্তু পরিশেষে তাহারা সিরাকিয়ুসের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সিরাকিয়ুসের বিবরণ।

৭৩৫ পূঃ খৃঃ অব্দে করিন্থীয়গণ কর্ত্তৃক এই উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। প্রায় ২৫০ বৎসর কাল ইহাতে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকে। কিন্তু এই সময় মধ্যে ইহারা বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। ৪৮৫ পূঃ খৃঃ অব্দে গিলার শাসনকর্ত্তা গিলন এ প্রদেশ অধিকার করেন। গিলনের সময়ে রাজ্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছিল। কার্থেজের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত হইলে, বহুতর সৈন্যসহ হামিলকার সিসিলি আক্রমণ করেন, কিন্তু গিলনের বুদ্ধিবলে অল্প সৈন্য দ্বারাও তিনি শত্রুকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হন; এবং অবশেষে হামিলকারের মৃত্যু হয়; অতঃপর কার্থেজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হইলে, গিলন তাঁহার রাজ্যের বিস্তর উন্নতি সাধন করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রজারা তাহাকে দেবতা জ্ঞানে মান্য করিত।

গিলনের ভ্রাতা প্রথম হাইরো ৪৭৭ পূঃ খৃঃ অব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়েও রাজ্যের বিলক্ষণ গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি কতিপয় উপনিবেশের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

হাইরোর মৃত্যুর পর গিলনের অপর ভ্রাতা থ্রাসিবুলাস রাজা হন (৪৫৯ পূঃ খৃঃ)। তাঁহার রাজত্ব সময়ে অধিবাসীগণ প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন মানসে, তাঁহাকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করে এবং রাজ্য মধ্যে নানা প্রকার অশান্তি উপস্থিত হয়। এই সুযোগে প্রথম ডাইওনিসিয়স এই প্রদেশ অধিকার করিয়া লন (৪০৫ পূঃ খৃঃ)। তাঁহার রাজত্বের অধিকাংশ সময় কার্থেজ এবং গ্রীসের সহিত যুদ্ধে ব্যয়িত হয়। ৩৬৮ পূঃ খৃঃ অব্দে বিষ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করা হয়। এবং দ্বিতীয় ডাইওনিসিয়স রাজ্য ভার প্রাপ্ত হন। ডাইও নামক কোন ধর্ম্মাত্মা তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াই এতদূর কুক্রিয়াসক্ত হইয়া উঠেন যে, কাহারও উপদেশে কোনও ফল হয় না। ডাইও দেশ হইতে বিতাড়িত হন। কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। ডাইওনিসিয়স তাঁহাকে বিনাশ করিয়া রাজত্ব সংস্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু অধিবাসীগণের প্রার্থনা মতে করিন্থ হইতে টাইমোলিয়ন তাহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হন; এবং ডাইওনিসিয়সকে রাজ্যচ্যুত করেন। টাইমোলিয়নের মৃত্যুর পর এগাথক্লিস রাজ্য আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন (৩১৭ পূঃ খৃঃ)। ইহাঁর মৃত্যুর পরে সিরাকিয়ুসের অধিবাসীগণ নানা প্রকারে উপদ্রুত হইয়া ইপাইরসরাজ পিরহসের সাহায্য প্রার্থনা

করে। পিরহস সমুদয় দ্বীপ অধিকার করিলেও স্বকীয় সাহায্যকারীগণ তাঁহার মদগর্ব্বে তাঁহার প্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিল যে, তিনি অবশেষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। রাজ্যমধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়। এবং অধিবাসীগণ পূর্ব্ব রাজবংশ সম্ভূত দ্বিতীয় হাইরোকে রাজ্য প্রদান করে। এই রাজা রোম ও কার্থেজ সমরে রোমের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কতক দিন নিরাপদে রাজত্ব করেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে রাজ্য মধ্যে কার্থেজপক্ষীয়গণের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এবং রোমানগণ বিদ্বেষবশতঃ সিসিলি আক্রমণ করিতে থাকে। সিসিলির সুপ্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা আর্কিমিডিসের বুদ্ধি ও চক্রান্ত বলে রোমানেরা দীর্ঘকাল যাবৎ বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু অবশেষে নগরটী ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে। সিসিলির অন্যান্য নগরীও অচিরাৎ সিরাকিয়ুসের সমাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

রোমানদিগের আদিম বিবরণ সম্বন্ধীয় প্রবাদ।

রোমের প্রধান প্রধান ইতিহাসবেত্তৃগণ বলেন যে, ট্রয় বিধ্বংসের পর ট্রয়ের রাজবংশীয় ইনিয়স, তাঁহার স্বদেশীয় লোক সহিত ইটালীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, লাভিনিয়াম নামক নগর সংস্থাপন করেন। ইহারা পিলাসজি জাতি সম্ভূত ছিল। রুটুলীয় এবং এট্রুস্কান জাতি তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে না। প্রায় ৩০ বৎসর পরে ইহারা লাভিনিয়াম পরিত্যাগ করিয়া আলবা নামক পার্ব্বত্য নগরে গমন করে; তথায় ইটালীর ত্রিশটী নগর ইহাদের সহিত একত্র মিলিত হয়, এবং পিলাসজি জাতির দেবতাগণকে স্বীয় দেবতা জ্ঞানে সম্মান ও তাঁহাদের নিকট বলি প্রদান করিতে আরম্ভ করে।

প্রবাদ আছে নূতন নগর নির্ম্মাণের পর আলবারাজ প্রকাশের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র নিউমিটর এবং এমিউলিয়স। নিউমিটর পৈত্রিক সিংহাসন প্রাপ্ত হন

এবং এমিউলিয়স পিতৃদত্ত অন্যান্য ধনের অধিকারী হন। ধনের সাহায্যে এমিউলিয়স বহুতর সাহায্যকারী প্রাপ্ত হইয়া, নিউমিটরকে সিংহাসনচ্যুত করত তাঁহার পুত্রকে বিনষ্ট করিলেন ও তদীয় কন্যা রিয়াসিলভিয়াকে চির-কৌমার্য্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে এই কুমারীর গর্ভে মার্সদেবের ঔরসে দুইটী যমজ পুত্র জন্মিলে, এমিউলিয়স সিলভিয়াকে বধ করিলেন এবং তাহার যমজ পুত্র রমুলস ও রিমসকে নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। দৈব-ক্রমে একটী ভাসমান বটবৃক্ষ আশ্রয় পাইয়া পুত্রগণ উপকূলে নীত হইল। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তথায় কাঠুরিয়া পক্ষী তাহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিল এবং একটী নেকড়া ব্যাঘ্রী দুগ্ধ দানে লালন পালন করিতে লাগিল। অবশেষে ফষ্টুলস নামক রাজকীয় মেষ রক্ষক তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহার বাটীতে নিয়া আসিল। অত্যল্প কাল পরেই যমজ-দ্বয় মেষ রক্ষকের দ্বাদশ পুত্র এবং অন্যান্য প্রতিবেশীর বালকগণের মধ্যে সাহসের জন্য খ্যাতি লাভ করিল এবং তাহাদের দলপতি নিযুক্ত হইল। রিমস রাজ্যচ্যুত নিউ-মিটরের কোনও মেষ রক্ষকের সহিত বিবাদ করাতে তাহাকে বন্ধন করিয়া আলবাতে নিয়া যায়, তথায় তাহার মাতামহ নিউমিটরের সঙ্গে এরূপ স্বতেজে কথোপকথন হয় যে, তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রদানে সঙ্কুচিত হন। ইত্যবসরে মেষ রক্ষকের নিকট রমুলস তাঁহার আত্ম বৃত্তান্ত অবগত

হইয়া নিউমিটরের পূর্ব্ব বন্ধুগণের সাহায্যে, এমিউলিয়সকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় মাতামহ নিউমিটরকে পুনরায় সিংহাসন প্রদান করেন।

যেস্থানে তাহাদের জীবন রক্ষা হইয়াছিল সেই স্থানের প্রতি ভালবাসাবশত ভ্রাতাদ্বয় তথায় একটী নগর নির্ম্মাণের জন্য মাতামহের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মাতামহ সম্মতি প্রদান করিলেন, ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল; রমুলস বলিলেন নগরের নাম রোম হইবে এবং ইহা পেলেটাইন পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত হইবে। রিমস বলিলেন ইহার নাম রেমিউরিয়া হইবে এবং আভাণ্টাইন পর্ব্বতোপরি নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পরে পক্ষী দর্শন দ্বারা এই বিষয় মীমাংসিত হইবে এরূপ স্থিরীকৃত হইল। রমুলস পেলেটাইন এবং রিমস আভাণ্টাইন পর্ব্বতোপরি পক্ষী দর্শনাভিপ্রায়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রিমস প্রথমে ছয়টী শকুনি দেখিতে পাইলেন কিন্তু তৎপরক্ষণেই রমুলস বারটী শকুনি দেখাতে তাঁহারই জয় হইল এবং পেলেটাইন পর্ব্বতোপরি নগর নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রাচীর পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ হইলে রিমস তাহা উল্লঙ্ঘন করেন এবং তজ্জন্য তথায় তিনি নিহত হয়েন।

৭৫৩ পূঃ খৃঃ অব্দের ২১শে এপ্রিল তারিখে রোম নগর প্রতিষ্ঠিত হয়।
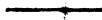
অষ্টম অধ্যায়।

রোমের সংস্থাপন হইতে রাজতন্ত্র বিলোপ পর্য্যন্ত (৭৫৩ পূঃ খৃঃ হইতে ৫০৯ পর্য্যন্ত)।

নূতন নগরে লোক সংগ্রহের মানসে রমুলস অপরাধ বা দুর্ভাগ্যবশত স্বদেশ পরিত্যাগী লোকদিগের জন্য একটী আশ্রম স্থাপন করিলেন। এইরূপে নূতন নগরটী জনসমাকীর্ণ হইলে, রমুলস লোক সাধারণের একটী সভা আহ্বান করিলেন এবং এই সভা কর্ত্তৃক রাজা মনোনীত হইলেন। তখন রোম নগরে দুই সম্প্রদায় লোক বাস করিত। একদল ধনী ও সম্ভ্রান্ত, তাহাদিগকে পেট্রিসীয় বলিত। অন্যান্য নাগরিকদিগকে প্লেবীয় বলিত। রমুলস পেট্রিসীয়দিগকে রামসিস, টাইটিস এবং লুসিরিস নামক তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম দুই শ্রেণীর সম্মান ও গৌরব অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। প্রত্যেক শ্রেণী দশ দশটী বিভাগে বিভক্ত করেন। ঐ সকল বিভাগের নাম কিউরী। প্রত্যেক কিউরী জেন্স নামক দশ দশ ভাগে বিভক্ত ছিল। রাজকার্য্যের সহায়তা জন্য এক শত জন সভ্য বিশিষ্ট একটী সভা স্থাপিত হইল ; ইহার নাম সেনেট বা মন্ত্রী

সভা। রমুলস স্বয়ং প্রথম সভ্যকে মনোনীত করিতেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতি কালে উক্ত সভ্য রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অবশিষ্ট ৯৯ জন সভ্যের মধ্যে তিনটী প্রধান শ্রেণীর প্রত্যেক তিন জন করিয়া ৯ জন সভ্য মনোনীত করিত; এবং ত্রিশটী কিউরী প্রত্যেকে তিন জন করিয়া ৯০ জন সভ্য মনোনীত করিত। সেনেট সভা ভিন্ন কমিটা কিউরিএটা নামক আর এক সভা ছিল। ত্রিশটী কিউরীর বয়ঃপ্রাপ্ত সমস্ত লোক দ্বারা এই সভা গঠিত হইত। এই কমিটা কিউরীএটা সভা কর্ত্তৃক রাজা মনোনীত হই-তেন, ব্যবস্থা প্রণীত হইত, ও যে যে মোকদ্দমায় কোন নগরবাসীর জীবনের সহিত সংশ্রব থাকিত, সে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার হইত। প্রত্যেক শ্রেণী ১০০০ পদাতি এবং ১০০ অশ্বারোহী যোগাইতে বাধ্য ছিল। প্রথমাবস্থায় রোমে ৩০০০ পদাতিক এবং ৩০০ অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ হইত। এই সংখ্যক সৈন্যকে "লিজন" বলিত।

রমুলস অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে পরিবর্ত্ত বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিতে উৎসুক হইলেন। রোমানেরা নীচ জাতি বলিয়া কেহই তাহাতে সম্মত হইল না। কিন্তু কনসুলিয়া নামক মেলায় যে সকল স্ত্রীলোক আগমন করিত, তাহা-দিগকে রোমানেরা বলপূর্ব্বক বিবাহ করিতে লাগিল। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবার জন্য অনেকেই সচেষ্ট হন। অবশেষে সাবাইন জাতির অধিপতি টেসিয়স ইহার

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, দুই পক্ষে ঘোরতর সংগ্রামের পরে, সন্ধি স্থাপিত হয় ; তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, রমুলস এবং টেসিয়স একত্রে রাজত্ব করিবেন। এই হইতে উভয় জাতি একত্রীভূত হয়। এবং টেসিয়সের হত্যার পর রমুলসই উভয় জাতির নেতা হন।

রমুলসের মৃত্যুর পর এক বৎসর কাল সেনেটের সভ্যগণ, প্রত্যেকে এক দিবস করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহারা, সাধারণ লোকদিগের তাড়নায়, রাজা মনোনীত করিতে বাধ্য হইলেন এবং টেসিয়সের জামাতা নিউমাকে রাজা মনোনীত করিলেন। নিউমা প্রজাবর্গের ভূ-সম্পত্তি, ধর্ম্ম ও উপাসনা বিষয়ে কতিপয় উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলন করেন। তিনি চল্লিশ বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করত ৬৭৯ পূঃ খৃঃ অব্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

কয়েক দিবস পরে কোনও বিখ্যাত রোমান সেনাপতির পুত্র টলাস রাজা হইলেন। তাঁহার সময়ে আলবান্দিগের সহিত সংগ্রাম হয়। তাহাতে আলবান্গণ পরাস্ত হইয়া রোমের বশ্যতা স্বীকার করিলে, আলবা নগর ভস্মীভূত করিয়া, তথাকার অধিবাসীদিগকে রোমে স্থাপন করা হয়। আলবা জয়ের পর টলাস, লাটিন ও সাবাইনদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়। (৬৪০ পূঃ খৃঃ)।

অতঃপর নিউমার পৌত্র আঙ্কস মার্সিয়স রাজা হইলেন

তিনিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের ন্যায়, ধর্ম্ম ও উপাসনা পদ্ধতির সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সময়ে লাটিনগণ পরাস্ত হইয়া রোমে বাস করিতে বাধ্য হয়। তিনি টাইবর নদীর উভয় তটস্থিত স্থানগুলি জয় করেন। অষ্টিয়া নামক বন্দর তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, এবং তিনি রোম নগরটীকে সুন্দর প্রাচীর ও দুর্গে পরিবেষ্টিত করেন। টাইবর নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করেন। ৬১৮ পূঃ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অতঃপর টার্কুইনিয়স প্রিস্কাস রাজা হইলেন। ইনি প্রথমতঃ আঙ্কসের পুত্রদিগের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বকীয় ক্ষমতা ও দক্ষতাবলে রাজা মনোনীত হইলেন। ইনি ইট্রুরীয় রীতিনীতি রোমে প্রচলিত করেন। রাজা ও বিচারকের সম্মানার্থ নানা প্রকারের বিধি প্রচলন করেন। ইহাঁর সময়ে ইট্রুস্কান, লাটিন এবং সাবাইন জাতি রোমের অধীনতা স্বীকার করে। নগরের এবং দেশের পূর্ত্তকার্য্যসম্বন্ধে বহুবিধ উন্নতি টার্কুইনিয়স কর্ত্তৃক সংসাধিত হয়। ইহাঁর সময়েই সুপ্রসিদ্ধ রোমান মেলার সৃষ্টি হয়। টার্কুইনিয়স পাছে তাঁহার জামাতা সর্ভিয়স টলিয়সকে রাজত্বে বরণ করেন, এই ভয়ে আঙ্কস মার্সিয়সের পুত্র স্বকীয় অনুচর দ্বারা, গোপনে তাঁহাকে হত্যা করেন (৫৭৮পূঃ খৃঃ)। সর্ভিয়সকে সকলেই ভাল বাসিত। তিনি টার্কুইনিয়সের মৃত্যু গোপন করিয়া লোকের মত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন;

পরে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে রাজা মনোনীত হইলেন। সর্ভিয়সের রাজত্বকালে যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিশেষ হয় নাই। তিনি সাধারণ-তন্ত্র সম্বন্ধীয় কতিপয় নিয়ম প্রচলন করেন। সেইগুলিই ভবিষ্যৎ সাধারণ-তন্ত্রের মূল ভিত্তি। তিনি ভূসম্পত্তি রেজেষ্টরি সম্বন্ধে নিয়ম প্রচার করিলে, পেট্রিসীয়গণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পূর্ব্ব রাজার পুত্র লিউসিয়স টার্কুইনিয়সের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে বিনষ্ট করে এবং টার্কুইনিয়স রাজা হন (৫৩৫ পূঃ খৃঃ)। পেট্রিসীয়গণ সাধারণ লোক-দিগের অনুমতি না লইয়া টার্কুইনিয়সকে রাজত্বে বরণ করে। টার্কুইনিয়সও তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্লেবীয়-দিগের ক্ষমতা ন্যূন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তদীয় পুত্র সেক্‌স্টস কোন সম্ভ্রান্ত রোমান মহিলার ধর্ম্ম নষ্ট করাতে উক্ত মহিলা তাঁহার আত্মীয়বর্গকে এই বিষয় জ্ঞাত করাইয়া আত্মহত্যা করেন। ব্রুটস নামক তাঁহার আত্মীয় সমুদয় লোকদিগের মত গ্রহণ করিয়া টার্কুইনিয়সকে দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। এই সময় হইতেই রাজতন্ত্র প্রথা লোপ হইয়া সাধারণ-তন্ত্র স্থাপিত হয় (৫০৯ পূঃ খৃঃ)।

নবম অধ্যায়।

সাধারণ-তন্ত্র স্থাপন হইতে গলদিগের কর্ত্তৃক নগর ভস্মীভূত হওয়া পর্য্যন্ত (৫০৯ পূঃ খৃঃ হইতে ৩৮৬ পর্য্যন্ত)।

সাধারণ-তন্ত্রের প্রারম্ভেই পেট্রিসীয় দল হইতে দুই জন মাজিষ্ট্রেট শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইহাদিগকেই প্রথমে প্রিটর ও পরে কন্সাল বলিত। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আধিপত্য ব্যতীত রাজকীয় সমুদয় ক্ষমতাই ইহাদের হস্তে ছিল। ব্রুটস এবং কোলাটিনস প্রথম মাজিষ্ট্রেট হন। ইতিমধ্যে ব্রুটসের পুত্রগণ এবং টার্কুইনিয়সের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ষড়যন্ত্র করিয়া সাধারণ-তন্ত্র নষ্ট করিবার প্রয়াস পায়, কিন্তু তাহাদের চক্রান্ত প্রকাশ হওয়াতে তাহারা নিহত হয়। সেই সঙ্গে কোলাটিনসও নিহত হন। এবং ভালেরিয়স মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ব্রুটসেরও মৃত্যু হয়। ভালেরিয়স কন্সাল নিয়োগে বিলম্ব করাতে সকলেই সন্দেহ করিতে লাগিল যে, তিনি রাজা হইবার প্রয়াস পাইতেছেন। ভালেরিয়স তাহা অবগত হইয়া কন্সালদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কতকগুলি নিয়ম প্রচলন এবং যাহাতে সকলের সন্দেহ দূর হয় তাহার চেষ্টা করেন ও লুক্রেসিয়সকে দ্বিতীয় কন্সাল

নিয়োগ করেন। এই সকল কারণে লোকে তাঁহাকে পপ্লিকোলা (সাধারণ বন্ধু) উপাধি প্রদান করে। পর বৎসরও ভালেরিয়স এবং হোরেসিয়স কন্সাল মনোনীত হন।

ইতিমধ্যে টার্কুইনিয়সের বংশধরগণ ক্লুসিয়াম রাজ পর্সেনার সাহায্যে রোমানদিগকে আক্রমণ করে বটে কিন্তু পর্সেনাই পরাস্ত হন। সাবাইনগণ সাধারণ-তন্ত্রের দুরবস্থা অবলোকনে এপিয়াস ক্লডিয়স নামক দলপতির উত্তেজনায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেই যুদ্ধে পপ্লিকোলার লোকান্তর প্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু রোমানগণই অবশেষে জয়লাভ করে।

পেট্রিসীয়গণই প্রকৃত পক্ষে ভূ-সম্পত্তি ও ধনের অধিকারী ছিল। ইহারা অত্যধিক সুদে প্লেবীয়দিগকে কর্জ্জ দিত। এবং সেই টাকা আদায়েরও অত্যন্ত কঠোর নিয়ম প্রচলিত ছিল, কাজেই প্লেবীয় এবং পেট্রিসীয়দিগের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সুযোগে টার্কুইনিয়সের জামাতা মামিলিয়স রোমানদিগের বিরুদ্ধে লাটিন জাতিকে উত্তেজিত করে। এদিকে পপ্লিকোলার ভ্রাতা প্লেবীয়পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন। এবং ক্লডিয়স পেট্রিসীয় পক্ষ অবলম্বন করেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ইহা স্থির হয় যে, একজন প্রধান শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন তাঁহাকে ডিক্টেটর বলা যাইবে। তদনুসারে টাইটাস লসিয়স প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হন (৪৯৭ পূঃ খৃঃ)। তাঁহার সুশাসনে

লাটিনগণ সন্তুষ্ট হইয়া উপদ্রব করিতে ক্ষান্ত হয়; কিছু কাল বিশ্রামের পর লাটিনগণ পুনরায় বিবাদ আরম্ভ করিলে রোমান মন্ত্রি-সভা অলাস পোষ্টহিউমিয়সকে ডিরেক্টর নিযুক্ত করে। নূতন ডিরেক্টর লাটিনগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন এবং তাহাদের উত্তেজক টার্কুইনিয়সের মৃত্যু হয়।

অন্যান্য উপদ্রবের শান্তি হইলে পেট্রিসীয়গণ পুনরায় প্লেবীয়গণকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে আরম্ভ করে। অধমর্ণ প্লেবীয়গণ ঋণ শোধে অসমর্থ হইলে তাহাদিগকে দাসত্ব করিতে হইত নচেৎ কারাগারে রাখা যাইত। বাস্তবিক পেট্রিসীয়গণের অত্যাচারে প্লেবীয়গণ বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ অধিকাংশই প্লেবীয় ছিল, তাহারা হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল (৪৯৩ পূঃ খৃঃ)। পেট্রিসীয়গণ যুদ্ধ করিতে জানিত না, কাজেই তাহারা বিষম অনুপায়ে পতিত হইল। মন্ত্রিসভা হইতে দশ জন মেম্বর প্লেবীয়গণের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে নিযুক্ত হইল। সন্ধিতে এরূপ ধার্য্য হইল যে, অধমর্ণ সম্বন্ধীয় সমুদয় কঠোর নিয়ম উঠাইয়া দিতে হইবে। যাহারা দাসত্বে আবদ্ধ হইয়াছে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে। ভালেরিয়স প্রণীত নিয়মাবলী পুনরায় প্রচলিত করিতে হইবে। এবং প্রত্যেক বৎসর প্রজাগণের স্বত্ব পরীক্ষার্থ পাঁচজন মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে হইবে। এই মাজিষ্ট্রেটগণ ট্রিবিউন নামে অভিহিত হইত। অতঃপর লাটিন প্রভৃতি জাতির সঙ্গেও এই প্রকার সন্ধি

স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল আত্ম বিদ্রোহে রোমান-দিগের ক্ষমতার বিশেষ ন্যূনতা ঘটে।

ইকুইয় এবং ভলসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে রোমানগণ উপ-রোক্ত ক্ষতি এক প্রকার পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভলসীয়দিগের পক্ষে করিওলেনস নামক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বহু-দিবস পর্য্যন্ত স্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা রোমানদিগের বশীভূত হয়।

এই সময়ে স্পুরিয়স কাসিয়সের প্রস্তাবিত জিতভূমির বন্দোবস্ত সংক্রান্ত নিয়মাবলি নিয়া মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। কাসিয়স জিতভূমি প্লেবীয়গণকে প্রদান করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন; ইহাতে তাঁহাকে সাধারণ-তন্ত্র বিদ্বেষ্টা জ্ঞানে, তাঁহার বিচার হয় এবং বিচারে তাঁহার প্রাণ-দণ্ড হয় (৪৮৪ পূঃ খৃঃ)। ৪৮৩ পূঃ খৃঃ হইতে ৪৭৭পূ খৃঃ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ আত্ম বিদ্রোহ চলিতে থাকে। ফেবিয়াইগণ বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এক উপনিবেশ স্থাপন করে কিন্তু তাহারা ইট্রস্কান দল কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপ পরাস্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। এদিকে ইটস্কানগণ বহুতর সৈন্যসহ রোম আক্রমণ করে কিন্তু ভার্জিনিয়স এবং সর্ভিনিয়স নামক কন্সালদ্বয় অতি কষ্টে তাহাদিগকে পরাভূত করেন এবং পরে ৪০ বৎ-সরের জন্য রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিতে থাকে।

অতঃপর পেট্রিসীয়দিগের সহিত পুনরায় প্লেবীয়দিগের পূর্ব্ববৎ বিবাদ চলিতে থাকে। প্লেবীয় দলে ভলেরো নামক

এক ব্যক্তি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং তাঁহার যত্নে সাধারণ লোকের স্বত্ব সম্বন্ধে নূতন নিয়মাবলী প্রচলিত হয়। এই নিয়মাবলী দ্বারা প্রজারা সাধারণ সভায় রাজ্য সম্পর্কীয় সকল বিষয়েরই আলোচনা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা তাহারই অনুরূপ। সাধারণ সভা লিখিতব্যবস্থা প্রচারের জন্য বিশেষ যত্নবান হইলে মন্ত্রিসভা তাহাতে সম্মতি প্রদান করে; প্রত্যেক উপনিবেশেও গ্রীক রাজ্যে দূত প্রেরণ করত তত্তৎস্থানের বিধি বিধান সকল আনীত হয় এবং দশ জন লোক নূতন আইন প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হন। এই আইনকে দ্বাদশ ফলকের*ব্যবস্থা বলে।

অগষ্টস কর্ত্তৃক সাম্রাজ্য স্থাপন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইহাতে সমুদয় লোকের ব্যবস্থাগত সাম্য-সংস্থাপিত হয়, অর্থাৎ আইনের চক্ষে পেট্রিসীয় ও প্লেবীয় এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু কন্সাল মনোনীত হইবার অধিকার পেট্রিসীয়গণেরই থাকে এবং উভয় দলের মধ্যে পরিবর্ত্ত বিবাহ প্রথা রহিত হইয়া যায়। (৪৫০ পূঃ খৃঃ)। অতঃপর প্লেবীয়গণের ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে থাকে। ৪৪৪ পূঃ খৃঃ অব্দে তাহারা বিবাহ

---

* দ্বাদশ খানা প্রস্তর ফলকে এই ব্যবস্থা লিখিত হয় বলিয়া ইহার উক্ত নাম হয়।

সম্বন্ধীয় বিধি উঠাইয়া দিতে সমর্থ হয় এবং তাহাদের সম্প্রদায় হইতেও কন্সাল নিযুক্ত হইবে এরূপ ধার্য্য হয়।

এই সময়ে ভিয়াই জাতির সহিত রোমানদিগের যে যুদ্ধ ঘটে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ রোমানদিগকে সম্পত্তির হারে টেক্স দিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রোমান মন্ত্রিসভা কামিলস্‌কে ডিক্টেটর নিযুক্ত করেন; কামিলস বহু যত্নে ভিয়াইদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের সম্পত্তি সৈন্যগণ মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন; কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্য আত্মসাৎ করার অপরাধে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে রোমানেরা গলদিগের কর্ত্তৃক ভয়ানক উপদ্রুত হইতে থাকে। তাহাদের দলাধিপতি বহু সৈন্যসহ ইট্রূরীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া রোম আক্রমণ করেন এবং রোমানদিগকেও সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন (৩৮৯ পূঃ খৃঃ)। তৎপরে রাজধানী আক্রমণ করিলে অধিকাংশ লোক নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং গলেরা নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। অবশেষে রোমানগণ ১২৷৷৹ সাড়ে বার মন স্বর্ণ প্রদান করিলে, গলেরা নগর পরিত্যাগ করিয়া যায়। মানলিয়সের সাহসেই রাজধানী রক্ষা পাইয়াছিল!

দশম অধ্যায়।

নগর পুনর্নির্ম্মাণ হইতে প্রথম পুনিক যুদ্ধ পর্য্যন্ত।

(৩৬৩ পূঃ খৃঃ হইতে ২৬৪ পর্যান্ত)।

গলদিগের আক্রমণের পর রোমানদিগের অবস্থা নিকট-বর্ত্তী অধীন নগর সকলের অবস্থা হইতে মন্দ হইয়া দাঁড়ায় ; কিন্তু ইহাতে তাহারা সাহস হীন না হইয়া নগর পুনর্নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হয়। কামিলসের কর্ত্তৃত্বাধীনে সৈন্য মণ্ডলীর বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হয়। মানলিয়স প্লেবীয়গণের পক্ষ সমর্থন করাতে তাঁহাকে বিনাশ করা হয়, এবং প্রকৃত পক্ষে সম্ভ্রান্ত বংশজাত লোকদিগের হস্তে রোমান রাজ্য শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয়। সাধারণ লোকেরা নানা প্রকারে উপদ্রুত ও বাধ্য হইয়া তাহাতেই এক প্রকার সন্তুষ্ট থাকে। অতঃপর লাইসিনিয়স নামক কোন ব্যক্তি তিন খানা ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। প্রথম খানাতে প্লেবীয়দিগকে কন্সাল হওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় ; দ্বিতীয় খানাতে এরূপ ধার্য্য হয় যে, কেহই ৫০০ একরের অধিক সরকারী জমি পত্তন হইতে পারিবে না ; গোচারণ ভূমিতে কেহই, এক শতের ঊর্দ্ধ বড় পশু এবং পাঁচ শতের ঊর্দ্ধ

ছোট পশু চরাইতে পারিবে না; উৎপন্নের দশাংশের একাংশ রাজস্ব দিতে হইবে; আঙ্গুর প্রভৃতি যে স্থানে জন্মিয়া থাকে সে স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ খাজানা দিতে হইবে। তৃতীয় ব্যবস্থাতে কর্জ দেনা সম্বন্ধে এরূপ ধার্য্য হয় যে, প্রদত্ত সুদ আসল হইতে বাদ দিয়া যে টাকা থাকিবে তাহা তিন কিস্তিতে দিতে হইবে। অনেক বাদানুবাদের পর মন্ত্রিসভা এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত করেন। (৩৬৬ পূঃ খৃঃ)। এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্লেবীয়গণ সমুদয় ক্ষমতাই প্রাপ্ত হয়। প্লেবীয়গণ ৩৫৩ পূঃ খৃঃ ডিক্টেটর, ৩৪৮ পূঃ খৃঃ সেন্সর, ৩৩১ পূঃ খৃঃ প্রিটর এবং ৩০০ পূঃ খৃঃ ধর্ম্মযাজক হওয়ায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

এই সামাজিক বিদ্রোহের সময়ও রোমানগণ গল ও ইট্রুরীয়দিগকে পরাস্ত করে। সাম্‌নাইট এবং লাটিনগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে কেম্পানিয়া এবং লাটিয়াম প্রদেশ রোমান সাধারণ-তন্ত্র ভুক্ত হয়। সাম্‌নাইটগণ পণ্টিয়স নামক দলপতির উত্তেজনায় পুনরায় সমরে প্রবৃত্ত হয়। পণ্টিয়স কোনও পার্ব্বত্য উপত্যকায় রোমান-দিগকে তাড়াইয়া নিয়া, কন্সালদিগকে এতদূর ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে যে, কন্সালগণ অগত্যা তাঁহার মনোমত সন্ধি করিতে সম্মত হন। এই সন্ধি মন্ত্রিসভা অনুমোদন না করাতে পুনরায় সমরানল প্রদীপ্ত হয়, এবং সাম্‌নাইট-গণ ২৯০ পূঃ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এদিকে

সাবাইনগণও পরাস্ত হয়। এতদ্দর্শনে দক্ষিণ ইটালীর অন্যান্য অসভ্য জাতি অনায়াসেই বশ্যতা স্বীকার করে। কোন কোন জাতি ইপাইরস রাজ পিরহসের সাহায্যে পুনরুত্থান করে বটে, এবং পিরহসও রোমানদিগের পরাস্ত করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কার্য্যকালে পরাস্ত করিয়া গ্রীসে প্রস্থান করিলেন। তৎপর সমুদয় ইটালী রোমানদিগের অধিকৃত হইল। উত্তরে ইটুরিয়া হইতে দক্ষিণে সিসিলীয় প্রণালী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে টস্কান সাগর হইতে পূর্ব্বে আড্রিয়াটিক সাগর পর্য্যন্ত রোমের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইল।

একাদশ অধ্যায়।

পুনিক যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে গ্রাকস্‌দিগের সময়ের সামাজিক বিসম্বাদ পর্য্যন্ত।

(২৬৪ পূঃ খৃঃ হইতে ১৩৪ পর্য্যন্ত)।

মামারটাইন নামক এক দল অর্থ লোলুপ দস্যু মেসিনা আক্রমণ করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে বিনষ্ট প্রায় করিয়া ফেলে। অতঃপর সিরাকিয়ুসীয়দিগের ভয়ে দস্যুগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক দল রোমের এবং অপর দল কার্থেজের সহায়তা প্রার্থনা করে। ইহা হইতেই প্রবল প্রতাপান্বিত দুই সাধারণ-তন্ত্রের বিবাদের সূত্রপাত হয়। রোমানগণ অনেক দিন অপেক্ষা করিল, কিন্তু যখন দেখিল যে, কার্থেজের লোকেরা মেসিনার দুর্গ অধিকার করিয়াছে এবং শীঘ্রই সমুদয় সিসিলির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবে, তখন আর বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। এক দল সৈন্য এপিয়স ক্লডিয়স নামক কন্সা-লের কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রেরিত হইল। ইহারা চতুরতা পূর্ব্বক কার্থেজের যুদ্ধ জাহাজ অতিক্রম করিয়া মেসিনা অধিকার করিল। রোমানগণ সিরাকিয়ুসীয় এবং কার্থেজীয়গণের সহিত কয়েক যুদ্ধ জয় লাভ করিলে, সিসিলির অন্যান্য

রাজ্য তাহাদের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিল। সিরাকিয়ুস-রাজ হাইরোও পূর্ব্ব বন্ধু কার্থেজীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া রোমের পক্ষভুক্ত হইলেন। কার্থেজবাসীগণ আগ্রি-জেণ্টম নগরে বহু সৈন্য ও যুদ্ধ সামগ্রী সংগ্রহ করিল; রোমানগণ সেই নগর আক্রমণ করিয়া যুদ্ধসামগ্রী সকল আত্মসাৎ করিল, কার্থেজীয়গণ অগত্যা তথা হইতে চলিয়া গেল।

এই জয় লাভে মন্ত্রিসভা উত্তেজিত হইয়া সামুদ্রিক যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল; কারণ সমুদ্রে কার্থেজের আধিপত্য থাকিলে সিসিলির অধিকার কখনও নিরাপদ নহে। সামুদ্রিক যুদ্ধে যদিচ রোমানদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল না, তথাপিও তাহারা সত্বরই যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া ২৬০ পূঃ খৃঃ অব্দে কার্থেজের যুদ্ধ জাহাজ পরাস্ত করিতে সমর্থ হইল। পুনরায় ২৫৬ পূঃ খৃঃ অব্দে লিপারা দ্বীপে কার্থেজীয়দিগকে জলযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের ১৮ খানা জাহাজ মধ্যে ১০ খানা হস্তগত ও ৮ খানা জলমগ্ন করিয়া দিল। এই সময় হইতেই সামুদ্রিক সংগ্রামে রোমানগণ বিশেষ মনোযোগ বিধান করিতে লাগিল।

অতঃপর রোমানগণ আফ্রিকা আক্রমণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইল; যেহেতু আফ্রিকা দেশীয় রাজগণ কার্থেজের অত্যাচারে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইতেছিলেন। ৩৩০ খানা

যুদ্ধ জাহাজ সহিত ২৫৫ পূঃ খৃঃ অব্দে কন্সাল রেগুলস যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রেগুলস তৃতীয় সামুদ্রিক যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া অনায়াসে ক্লিপিয়া নগর অধিকার করিলেন; অতঃপর টিউনিস আক্রমণ করিয়া কার্থেজীয়গণকে এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, তাহারা সন্ধির প্রস্তাব করিল; কিন্তু রেগুলস অতি কঠোর নিয়মের প্রস্তাবনা করিলে, তাহারা পুনরায় যুদ্ধ করিতেই বাধ্য হইল। ইতিমধ্যে স্পার্টার সৈন্যাধ্যক্ষ জেন্থিপস কার্থেজীয়গণের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইলে, কার্থেজীয়গণ তাঁহাকেই প্রধান সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। জেন্থিপস রোমানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের অধিকাংশকে নিহত বা কারারুদ্ধ করিল। রেগুলসও বন্দী হইলেন। কেবল মাত্র দুই সহস্র লোক ক্লিপিয়াতে পলাইয়া জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। জেন্থিপস স্বদেশে চলিয়া গেলে রোমানগণ ক্লিপিয়ার কয়েদীদিগকে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিল। পথিমধ্যে কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধে তাহাদের জয়লাভ হইল, কিন্তু ফিরিয়া আসার সময় প্রবল ব্যাত্যায় ৩২০ খানা জাহাজ নষ্ট হইল। অপর এক শ্রেণী যুদ্ধ জাহাজও এই প্রকারে বিনষ্ট হইলে, নানা প্রকারে হতাশ্বাস হইয়া রোমানগণ সামুদ্রিক আধিপত্য কিয়ৎকালের জন্য বিপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করিতে বাধ্য হইল।

এদিকে পেনরমাসের নিকট আসড্রুবলের সহিত যুদ্ধে

জয় লাভ করিয়া রোমানগণ সিসিলির সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রাপ্ত হয় (২৪৯ পূঃ খৃঃ)। কার্থেজবাসীগণ রেগুলসকে মুক্ত করিয়া সন্ধি স্থাপনের জন্য রোমে পাঠাইয়া দিল। রেগুলস তাঁহার দেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিয়া সন্ধি দূরে থাকুক বরং ভয়ানক যুদ্ধের আয়োজন করিয়া দিলেন। রেগুলস আফ্রিকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাকে বহুবিধ যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক বধ করা হইল। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রোমানগণও পুনরায় যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া হানো নামক কার্থেজের জাহাজাধ্যক্ষের অধীনস্থ পঞ্চাশ খানা জাহাজ জলমগ্ন ও ৭০ খানা জাহাজ অধিকার করিয়া জয় লাভ করিল এবং পুনরায় সামুদ্রিক আধিপত্য রোমানদিগের হস্তগত হইল (২৪১ পূঃ খৃঃ)।

এদিকে হামিলকার বার্কা নামক কার্থেজের জনৈক সেনাপতি সিসিলির প্রান্ত ভাগের নগরী সকল আক্রমণ করিয়া অধিকার করিতেছিলেন। রোমানগণ তাঁহার আফ্রিকায় যাতায়াত ও পত্রাদি প্রেরণের পথ অবরুদ্ধ করিল। হামিলকার আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলে কার্থেজ হীনবল হইবে এবং নিকটবর্ত্তী অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক নিশ্চয় পরাভূত হইবে, এই আশঙ্কায় কার্থেজীয়গণ সন্ধির প্রস্তাব করিল এবং ২৪০ পূঃ খৃঃ অব্দে এরূপ সন্ধি হইল যে, কার্থেজ ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ সকলের অধিকার ত্যাগ করিবে; রোমান কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিবে; এবং

যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ রোমকে ৬০০০০০০৲ টাকা প্রদান করিবে। এই রূপে প্রথম পুনিক যুদ্ধ শেষ হইল।

এই যুদ্ধাবসানে কিছুকাল রোম রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। উত্তর ইটালীর কোন কোন জাতির মধ্যে সামান্য যুদ্ধ হয় এবং ইলিরীয়গণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলে পূর্ব্বইয়ুরোপে রোমের প্রতিপত্তি বিলক্ষণ বৃদ্ধি পায়। কার্থেজীয়গণ স্পেন জয় করিয়া তাহাদের পূর্ব্ব ক্ষতি পূরণের প্রয়াস পাইতে থাকে। ২১৮ পূঃ খৃঃ অব্দে পুনরায় যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। হামিলকারের সুযোগ্য পুত্র হানিবল ষড়বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কার্থেজীয়দিগের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ইনি নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃ শিবিরে আনিত হইয়া যাবজ্জীবন কেবল যুদ্ধের রীতিনীতি শিক্ষা এবং সংগ্রাম ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। ইহাঁকে ইহাঁর পিতা শৈশব কালেই দেবতার নিকট শপথ করাইয়া রোমের পরম শত্রু করিয়া রাখিয়া যান। ইনি অদ্বিতীয় যোদ্ধা ছিলেন। ইনি রোমাশ্রিত গ্রীক উপনিবেশ সাগণ্টম আক্রমণ করিলেন এবং রোমান দূতের প্রতিবাদে কর্ণপাতও করিলেন না। কার্থেজীয়গণও তাঁহার আচরণের সহায়তা করিতে লাগিলেন, কাজেই রোমানগণ যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত হইল এবং দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রোমানদিগের যুদ্ধের আয়োজন শেষ হইতে না হইতেই হানিবল স্পেন অধিকার করিয়া ইটালী অভিমুখে প্রধাবিত

হইলেন এবং পিরানিস পর্ব্বত পার হইলেন। কন্সাল সিপিও রোন নদীর তীরে তাঁহার আগমনের ব্যাঘাত চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, একদল সৈন্য স্পেনে পাঠাইয়া দিলেন; অপর দলসহ ইটালী রক্ষার্থে জলপথে যাত্রা করিলেন। হানিবল আল্পাস পর্ব্বত পার হইয়া টরিণীদিগের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সিপিও টিসিনাস্ নদীর তীরে আক্রমণ-কারীর সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাস্ত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হন। এদিকে গলের বেতন ভুক্ সৈন্যগণ রোমান পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া হানিবলের সঙ্গে যোগ দান করে। সেম্প্রোনিয়স নামক অপর কন্সাল সিপিওর সঙ্গে যোগ দান করিলে পুনরায় হানিবলের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, তাহাতেও রোমানগণ পরাস্ত হয়। হানিবল প্লাসেনসিয়া পর্য্যন্ত আগমন করেন। পর বৎসর ফ্লামিনিয়স নামক অপর কন্সাল হানিবলের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। রোমানগণ বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া ফেবিয়স মাক্সিমসকে ডিক্টেটর নিযুক্ত করে। তিনি সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া কেবল বিপক্ষের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। এদিকে সিপিও তদীয় ভ্রাতার সহিত স্পেনস্থ রোমান সৈন্যের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হয়েন এবং স্পেনে বহুতর যুদ্ধে জয় লাভ করেন; সুতরাং কার্থেজীয়গণ তথা হইতে হানিবলের সাহায্য করিতে অসমর্থ হয়।

একবৎসর পরে মাক্সিমস পদত্যাগ করিলে ইমিলিয়স

এবং ভারো কন্সাল নিযুক্ত হন (২১৫ পূঃ খৃঃ)। এই সময়ে কানি নামক গ্রামে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে রোমানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হানিবল দক্ষিণ ইটালীর সমুদয় অংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। যুদ্ধের পরক্ষণেই তিনি রোমের অভিমুখে প্রধাবিত হইলে রোম নগরও অধিকার করিতে পারিতেন; কিন্তু হানিবল রোম আক্রমণে ক্ষান্ত থাকেন। এদিকে সিপিওর পুত্রের উৎসাহ বাক্যে রোমানগণের মনোমধ্যে পুনরায় আশার উদ্রেক হয়। এবং তাহারা ফেবিয়সকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া দ্বিগুণ সাহসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। হানিবল এদিকে মাসিডন রাজ ফিলিপের সঙ্গে সন্ধি বন্ধন করেন, কিন্তু রোমানদিগের চক্রান্তে ফিলিপ স্বদেশে এরূপ ব্যাপৃত হইয়া পড়েন, যে হানিবলের সহায়তা করিতে পারেন নাই।

সিসিলিতেই বিজয় লক্ষ্মী প্রথমে রোমানগণের পক্ষাবলম্বন করেন। (২১১ পূঃ খৃঃ)। প্রাচীন সিরাকিয়ুস নগর অধিকৃত হয়। সুপ্রসিদ্ধ গনিতবেত্তা আর্কিমিডিস সেই যুদ্ধে নিহত হন। দুই বৎসর পরে আগ্রিজেণ্টম নগর রোমানদিগের অধিকৃত হইলে, তাহারা সিসিলি দ্বীপে একাধিপত্য প্রাপ্ত হয়।

ইত্যবসারে ইটালীতে যুদ্ধ চলিতে থাকে। হানিবল বাহিরের সহায়তায় বঞ্চিত হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকেন।

তদীয় ভ্রাতা আসড্রুবল স্পেন দেশে সিপিওর বিরুদ্ধে ভয়ানক সংগ্রাম করিয়াছিলেন। হানিবল তাঁহাকে ইটালীতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে আদেশ করিলেন। আসড্রুবল পিরানিস ও আলপস পর্ব্বত পার হইয়া ইটালিতে প্রবেশ করিলে, লিভিয়স এবং নিরো নামক কন্সাল অকস্মাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া সমুদয় সৈন্যসহ তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। এদিকে রোমানগণ আফ্রিকা আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করাতে কার্থেজীয়গণ অত্যন্ত ভীত হইল।

হানিবল আলপস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইটালীতে প্রবেশ করিলে, সিপিও এবং সেম্প্রোনিয়স তাঁহার সহিত সম্মুখ সংগ্রামে পরাস্ত হন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই পরাজয়ের পর সিপিও স্পেনের শাসনকর্ত্তা হইয়া তথায় গমন করেন, এবং পাঁচ বৎসর কাল তথায় থাকিয়া অনেক যুদ্ধে জয় লাভ করেন। অবশেষে স্পেনীয়দিগের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা উভয়েই যুদ্ধে নিহত হন। অতঃপর সিপিওর পুত্র পাব্লিয়স সিপিও স্পেন দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন এবং স্পেন দেশ সম্পূর্ণরূপে রোমের শাসনাধীনে আনিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করেন; পরে কন্সাল পদে মনোনীত হইয়া আফ্রিকাতে যুদ্ধ করিবার জন্য মন্ত্রি সভার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি ২০৩ পূঃ খৃঃ অব্দে আফ্রিকাতে উপস্থিত হইয়া, প্রথমে নুমিডিয়া অধিকার করত তথাকার ৪০ সহস্র লোকের

বিনাশ সাধন করিলেন, পরে ইউটিকা অবরোধ করিলেন। কার্থেজীয়গণও বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সমর্থ হইল না। কার্থেজের মন্ত্রিসভা হতাশ্বাস হইয়া, স্বদেশ রক্ষার্থ হানিবলকে ডাকিয়া পাঠাইল। হানিবল ফিরিয়া আসার পর তিনি উপযুক্ত নিয়মে সন্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্থেজবাসীগণ তাঁহার আগমনে উল্লাসিত হইয়া সন্ধির ব্যাঘাত করিল। পরিশেষে জামা নামক স্থানে শেষ যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। সিপিওর শিক্ষিত সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে হানিবলের সৈন্যগণ শীঘ্রই পরাস্ত হইল। হানিবল অল্প মাত্র সৈন্য সহ আড্রুমেটমে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ২০১ পূঃ খৃঃ অব্দে কার্থেজের মন্ত্রিসভা সুপরামর্শের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলে, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, সন্ধি ভিন্ন কার্থেজের উপায় নাই। এরূপ যোদ্ধার মুখ হইতে এমত বাক্য নিঃসৃত হওয়াতে সন্ধির আয়োজন হইতে লাগিল। সিপিওর নিকট দূত প্রেরিত হইল। এবং নিম্নলিখিত নিয়মে সন্ধি স্থাপিত হইল।

রোমান কয়েদী ও দাসদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। দশখানা ব্যতীত সমুদয় যুদ্ধ জাহাজ এবং হস্তী রোমানদিগকে দিতে হইবে। রোমানগণের অনুমতি ব্যতীত কার্থেজীয়গণ কোনও যুদ্ধ করিতে পারিবে না। ২০ কোটী

টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এক শত লোক প্রতিভূ-স্বরূপ রাখিতে হইবে। কার্থেজ অগত্যা এই কঠোর নিয়মেই সম্মত হইল। সন্ধি বন্ধন হইলে সিপিও রোমে প্রত্যাগত হইয়া বিশেষ সম্মানিত ও সমাদৃত হইলেন।

আথেনীয়গণ মাসিডনাধিপতি ফিলিপের আক্রমণ নিবারণে অসমর্থ হইয়া, রোমের সহায়তা প্রার্থনা করে; পরে ফিলিপের সহিত সাইনোস্কিকেলী নগরে তুমুল সংগ্রাম হয় এবং ফিলিপ পরাস্ত হন। রোমানগণ মনোমত সন্ধি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। (২০৬ পূঃ খৃঃ)।

সিরিয়ার অধিপতি আণ্টাইয়কসের সহিত রোমানদিগের বিবাদ আরম্ভ হইলে, গ্রীসের অন্তঃপাতী মেগনিসিয়াতে যুদ্ধ হয়। (১৮৯ পূঃ খৃঃ)। আণ্টায়ইয়কস পরাস্ত হইয়া তদধিকৃত ইয়ুরোপান্তর্গত প্রদেশ সমূহ রোমানদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। কার্থেজের বিখ্যাত যোদ্ধা হানিবল স্বদেশীয় লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরিয়া রাজ্যে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে রোমানদিগের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য আণ্টাইয়কস প্রতিশ্রুত হইলেন, হানিবল তাহা শুনিতে পাইয়া বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

রোমানগণ গ্রীসে আধিপত্য বিস্তার করিলে গ্রীসের স্বাধীন রাজ্য সকল বিশেষ বিরক্ত হইল; বিশেষতঃ মাসিডনাধিপতি ডেমেট্রিয়সের ভ্রাতা পর্শিয়স বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। প্রথমে তিনি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। অবশেষে রোমান সেনাপতি পলসের সহিত পিড্‌নাতে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয় (১৬৭ পূঃ খৃঃ)। তাহাতে পর্শিয়স সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া বশীভূততা স্বীকার করেন। এই উপলক্ষে মাসিডন, ইপাইরস এবং ইলিরিকম রোমের বশ্যতা স্বীকার করে।

কোনও প্রসিদ্ধ রোমান জেনেরলের উত্তেজনায়, রোমানগণ কার্থেজের অবশিষ্ট গৌরব ধ্বংশ করিতে উদ্যোগী হয়। বিবাদ করিবার মনন থাকিলে সূত্রলাভের অসুবিধা থাকে না; নুমিডিয়ার সহিত কার্থেজের বিবাদ হইলে, রোমানগণ নুমিডিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে। কার্থেজবাসীগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করে, কিন্তু রোমানগণ কার্থেজ ভূমিসাৎ করিতে আদেশ করে; ইহাতে কার্থেজীয়েরা রাগান্বিত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকে। আসড্রুবল নামক সেনাপতির অধীনে প্রায় দুই বৎসর কাল তাহারা সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরে ১৪৭ পূঃ খৃঃ অব্দে সিপিওর পোষ্য পুত্র ইমিলিয়েনস সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আফ্রিকায় গমন করেন। তাঁহার সহিত ১৪৬ পূঃ খৃঃ অব্দে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে কার্থেজীয়গণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। সাত দিবস অবরোধের পর রাজধানী রোমানদিগের অধিকৃত হয়; সেনাপতি তাহা জ্বলন্ত অনলে ভস্মীভূত করেন, এবং আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সমস্ত লোককে দাসরূপে বিক্রয় করেন। এই

রূপে রোমের সমকক্ষ একটী সাধারণ-তন্ত্র বিলোপ প্রাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের সময়ে, মামিয়ূস নামক কন্সালের যত্নে, গ্রীসদেশস্থ করিন্থ, থিবস্ এবং কলসিস রোমানদিগের অধিকৃত হয়। অতঃপর রোমানেরা স্পেন দেশ অধিকার করিতে প্রয়াসী হয়। তদ্দেশবাসী লিউসিটেনীয় জাতি তাহাদের প্রসিদ্ধ দলপতি ভিরিয়েটসের প্রযত্নে অনেক দিবস পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ১৪০ পূঃ খৃঃ অব্দে তাহাদের দলপতি নিহত হইলে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে। নুমানসিয়া নাগরিকেরাও অনেক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারাও ইমিলিয়েন-সের যত্নে সম্পূর্ণরূপ পরাস্ত হইয়া নিজেরাই নগরে অগ্নি প্রদান করত, আপনাপন স্ত্রী পুত্রাদিসহ পুড়িয়া মরে। (১৩৩ পূঃ খৃঃ)। এইরূপে স্পেন দেশ সম্যক রূপে রোমের অধিকৃত হয়, এবং প্রত্যেক বৎসর দুইজন প্রিটর নিযুক্ত হইয়া স্পেন দেশ শাসন করিতে থাকেন। এই সময়ে এসিয়ামাইনরেরও কতক অংশ রোমানদিগের অধিকৃত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

গ্রাকসদিগের সময়ের সামাজিক বিবাদ হইতে সাধারণ-তন্ত্রের বিনাশ ও পম্পির মৃত্যু পর্য্যন্ত। ১৩৪ পূঃ খৃঃ হইতে ৪৮ পূঃ খৃঃ।

উপরোক্ত যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ে মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে রাজ কার্য্যাদি সম্ভ্রান্ত বংশেরই হস্তগত হয়। ট্রিবিউনগণ প্রতিবাদ করিয়াও কিছু করিতে পারেন না। সম্ভ্রান্ত বংশধরগণের ধন ও ভূসম্পত্তি তাহারা রাজনৈতিক প্রধান্য লাভের জন্যই ব্যয় করিতে থাকে। তাহারা নিজ নিজ প্রাধান্য রক্ষার জন্য বিস্তীর্ণ সরকারী মহাল সকল ইজারা লইত এবং সেই জমি দরিদ্র অধীনবর্গের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিত। অধীন প্রজাগণ সকল অবস্থাতেই স্ব স্ব ভূস্বামীর পৃষ্ঠপূরক হইত।

সিপিও আফ্রিকেনসের দৌহিত্র জনৈক কন্সালপুত্র টাইবিরিয়স গ্রাকস প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এক ব্যক্তির অধীনে অধিক জমি থাকার প্রথা উঠাইয়া দিতে হইবে। তিনি লাইসিনিয়সের ব্যবস্থা পুনরায় প্রচলন জন্য যত্নবান

হইলেন, অর্থাৎ কেহই ৫০০ একরের অধিক সরকারী জমি ইজারা লইতে পারিবেন না, এরূপ বিধি প্রচলন জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। সাধারণ জনসভা তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। তিনি প্রথমে রোমের প্রধান প্রধান ধর্ম্মাত্মা এবং সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সম্মতি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার উত্তেজনায় বহুবিধ আপত্তি সত্বেও তিনজন লোক সরকারী জমি তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত হইল। ১৩২ পূঃ খৃঃ। ইতিমধ্যে তাঁহার ট্রিবিউন পদের এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পেট্রীসীয়গণ তাঁহার পুনঃ নির্ব্বাচিত হওয়ায় বিস্তর বাধা দিতে লাগিল। অতঃপর নাসাইকা নামক একজন ভূম্যধিকারী গ্রাকসকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে থাকে এবং পেট্রিসীয় ও তাহাদের অধীনস্থ লোকদিগের সহায়তাতে তাঁহাকে অনায়াসেই বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রিসভা নাসাইকাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

গ্রাকসের ভ্রাতা কেইয়স গ্রাকস ১২২ পূঃ খৃঃ অব্দে ট্রিবিউন নিযুক্ত হইয়া ভ্রাতার ন্যায় প্রজাপক্ষীয় আইন প্রচলনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সাধারণ সভাতে আইন বিধিবদ্ধ হইল কিন্তু নানা প্রকারের চক্রান্তে গ্রাকস তৃতীয়বারে আর ট্রিবিউন মনোনীত হইলেন না। অপিমিয়স নামক কন্সাল গ্রাকসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। গ্রাকস ও সাধারণ লোকের সহায়ে আভাণ্টাইন পর্ব্বত অধিকার

করিলেন কিন্তু ১২০ পূঃ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ-তন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ হইল। ধন-লোলুপ, অহঙ্কারী সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইল।

নুমিডিয়ার অধিপতি মিসিপস পরলোক গমন কালে তদীয় রাজ্য তিনি ভাগ করিয়া, তাঁহার দুই পুত্র হিম্পসাল, আধারবল এবং ভ্রাতুষ্পুত্র যুগর্থাকে দিয়া যান। কিন্তু যুগর্থা হিম্পসালকে বিনষ্ট করিয়া, সমুদয় রাজ্য আত্মসাৎ করেন এবং আধারবল রোমে পলায়ন করেন। মন্ত্রিসভা বিপুল উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এরূপ মীমাংসা করিয়া দেয় যে, রাজ্য উভয়ে সমভাগে ভোগ করিবে। কিন্তু যুগর্থা তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং আধারবলকে বিনষ্ট করেন। মন্ত্রিসভা মেমিয়স নামক ট্রিবিউন কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া, যুগর্থাকে রোমে আসিতে অনুমতি প্রদান করে। যুগর্থা রোমে আসিলে কোন কোন অধ্যক্ষ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন, এবং যুগর্থাও স্বার্থ সিদ্ধি বিষয়ে সংশয় শূন্য হইয়া, রোম নগরেই তাঁহার অপর এক পিতৃব্য পুত্রকে নিহত করিলেন। মন্ত্রিসভা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবার জন্য অলবিনস নামক কন্সালকে নুমিডিয়া আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু অলবিনস নিজে আফ্রিকায় না যাইয়া তাঁহার ভ্রাতা অলসকে পাঠাইয়া দিলেন। অর্থ-লুব্ধ অলসের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, যুগর্থা তাঁহাকে সসৈন্য

দেখিতে পাইলেই, বহুবিধ ধন রত্ন প্রদান করিয়া মুক্তি ক্রয় করিবে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইল না। যুগর্থা অলসকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। এবং তিনি অতি ঘৃণিত নিয়মে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। মন্ত্রিসভা এই ব্যাপারে অবগত হইয়া উৎকোচ গ্রহণকারীদিগের বিচার জন্য এক সমিতি গঠন করিল এবং কয়েকজন কন্সালের উৎকোচ গ্রহণ প্রমাণিত হইলে তাঁহারা বিশেষ দণ্ডিত হইলেন। অবশেষে মেটেলস নামক কন্সাল নুমিডিয়া জয় করিতে প্রেরিত হইলেন। তিনি প্রায় যুদ্ধ সমাপ্ত করিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে মেরিয়স নামক কন্সাল সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। তিনি আফ্রিকায় পৌছিলে যুগর্থা মরেটেনিয়ার রাজা বকসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বকস মেরিয়সের সহকারী সীলার বুদ্ধি কৌশলে একান্ত ভীত হইয়া, যুগর্থাকে সীলার হস্তে প্রদান করিলেন। যুগর্থা কারাগারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন।

১০০ পূঃ খৃঃ অব্দে কিম্ব্রি ও টিউটন নামক দুই অসভ্য জাতি ইটালীর উত্তর ভাগ আক্রমণ করিয়া উৎপাত আরম্ভ করে। তাহাদের অত্যাচারে প্রায় ৮০ সহস্র লোক নষ্ট হয়। মন্ত্রিসভা প্রচলিত নিয়মেয় বিরুদ্ধে* মেরিয়সকে দ্বিতীয়বার কন্সাল নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত

* রোমের নিয়মানুসারে একব্যক্তি দুইবার কন্সাল হইতে পারিতেন না।

করেন। মেরিয়সকে কন্সাল নিযুক্ত করাতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সীলা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাদের মধ্যে মনোবাদ চলিতে থাকে।

ইটালীর ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য মন্ত্রিসভার অবিচারে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করে। মার্সিজাতি তন্মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল। তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রায় লক্ষাধিক লোক বিনষ্ট হয়। পরে রোমানেরা তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করে। ৮৭ পূঃ খৃঃ।

পণ্টসের রাজা মিথ্রিডেটিস এসিয়ামাইনরের সমুদয় নগরগুলি অধিকার করিলে, রোমানগণ মেরিয়সের পরিবর্ত্তে সীলাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া এসিয়ায় পাঠাইয়া দেয়। সীলা ৮৩ পূঃ খৃঃ অব্দে পণ্টসরাজকে পরাভূত করিয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলে, মেরিয়স পক্ষীয় লোকেরা তিনি যাহাতে রোমে প্রবেশ করিতে না পারেন এরূপ আয়োজন করিতে থাকে। সীলা অসীম সাহসের সহিত বহুতর লোক এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে বিনাশ করিয়া রোমে প্রবেশ করেন এবং অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ডিক্টেটর নিযুক্ত হন। ৮১ পূঃ খৃঃ। তিনি তিন বৎসর কাল কার্য্য করিয়াই অবসর গ্রহণ করেন এবং ৭৭ পূঃ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লেপিডস নামক কন্সাল সীলার মত ক্ষমতা পাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তিনি অচিরেই অপদস্থ ও অপমানিত হইলেন। এদিকে স্পেন দেশে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত

হইল। তথায় সার্টোরিয়স নামা মেরিয়স পক্ষীয় একজন বিচক্ষণ সেনাপতি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অপরিনত বয়স্ক পম্পি স্পেনের বিদ্রোহ নিবারণে নিযুক্ত হইলেন। তিনি সার্টোরিয়সের সঙ্গে সংগ্রামে প্রথমতঃ পরাস্ত হন, কিন্তু পরিশেষে পার্পণা নামক কোন দুরাত্মা সার্টোরিয়সকে বধ করিলে, পম্পি অপরাপর বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৪০ পূঃ খৃঃ।

এই সময়ে স্পার্টিকস নামক কোন বিদ্রোহী রোম অধিকার করিবার চেষ্টা করে। সে ইটালীতে বহুতর লোক সংগ্রহ করিয়াছিল। প্রথমতঃ অনেক কন্সালই তাহার নিকট পরাস্ত হন। পরিশেষে ক্রাসস নামক সেনাপতি তাহাকে দমন করেন। পর বৎসর ক্রাসস এবং পম্পি কন্সাল নিযুক্ত হন। পম্পি বিরক্তিকর কতকগুলি বিধান উঠাইয়া দিয়া সাধারণের বিলক্ষণ প্রীতিভাজন হইলেন। পম্পির ক্ষমতায় ও দক্ষতায় পশ্চিম এসিয়ার অধিকাংশ স্থান রোমানদিগের অধিকৃত হইল, এবং তিনি মিথ্রিডেটিসকেও পুনরায় পরাভব করিলেন।

পম্পি যখন এসিয়ায় ছিলেন তখন কাটিলাইন নামক এক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া সাধারণ-তন্ত্র বিধ্বংশ করিতে চেষ্টা পায়; তাহার ইচ্ছা ছিল যে, সমুদয় রোমের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। বহুসংখ্যক অসচ্চরিত্র লোক তাহার পক্ষ সমর্থন করে। এই সময়ে সিসিরো নামক এক ব্যক্তি

রাজনৈতিক ব্যাপারে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠেন। তাঁহার ক্ষমতাবলে চক্রান্তকারীগণ ধৃত ও দণ্ডিত হয়। ৬২ পূঃ খৃঃ। এই ব্যাপারে মন্ত্রিসভা সিসিরোর প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "স্বদেশের পিতা" এই উপাধি প্রদান করে। সিসিরো অতিশয় সদ্বক্তা ছিলেন।

পম্পি ফিরিয়া আসিলে ক্রাসসের সহিত তাঁহার মনোবাদ চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে জুলিয়স সীজর ইহাদের সহিত মিলিত হইলেন, এবং তাঁহার যত্নেই ইহাদের মনোবাদ দূর হইল! তিন জনে একত্রে রাজ্য শাসন করিবেন ইহাই স্থির হইল। ইহাকে প্রথম "ত্রয় সম্মিলিত শাসন" বলে। ৫৯ পূঃ খৃঃ। পম্পি স্পেনের এবং ক্রাসস সিরিয়ার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে জুলিয়স সীজর গলদিগকে জয় করিয়া বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। ৫৮ পূঃ খৃঃ। সীজরের কন্যা জুলিয়ার সহিত পম্পির বিবাহ হইয়াছিল; জুলিয়ার মৃত্যুর পরই সম্মিলিত শাসনের অনেক ক্ষতি হইল; কারণ সীজর এবং পম্পি উভয়ের উপরই জুলিয়ার আধিপত্য ছিল। এদিকে ক্রাসস পার্থীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত ও নিহত হইলে, উক্তরূপ শাসন প্রণালী একবারে ভগ্ন হইল। ৫৩ পূঃ খৃঃ।

৫৭ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ৪৯ পর্য্যন্ত ৮ বৎসর কাল সীজর গল দেশ জয় করিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি পিরানিস পর্ব্বত ও জর্ম্মন সাগরের মধ্যবর্ত্তী অসভ্য জাতি-

দিগকে পরাস্ত করিয়া, জর্ম্মনদিগের সহিতও অনেক যুদ্ধে জয় লাভ করেন। ব্রিটনের দক্ষিণাংশ অধিকার করেন। পম্পি প্রথমে সীজরের সহায়তা করিলেন বটে, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, সীজরের প্রতিপত্তিতে তাঁহার নিজের সুখ্যাতির হানি হয়, তখন তিনিও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই দেখা গেল যে, বিনা যুদ্ধে উভয়ের মনোবাদ মীমাংসা হওয়া সুকঠিন। কাজেই বিবাদ আরম্ভ হইল।

সীজর স্বকীয় অনুপস্থিতি সময়েও তৎপ্রতিনিধি অন্য লোক নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ংই কন্সালের কার্য্য করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে বিবাদের সূত্রপাত হয়। সীজর বহুবিধ উৎকোচ প্রদান করত অনেক লোক তাঁহার পক্ষ ভুক্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে কিউরিও নামক ট্রিবিউনের প্ররোচনায় মন্ত্রিসভা এরূপ আদেশ প্রচার করেন যে, সীজর এবং পম্পি উভয়কেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। ৫১ পূঃ খৃঃ। ৪৯ পূঃ খৃঃ অব্দের ৭ই জানুয়ারি মন্ত্রিসভা সীজরের সৈন্যগণকে যুদ্ধকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করে। আণ্টনী এবং কাসিয়স নামক দুই জন ট্রিবিউন বিরুদ্ধ মত প্রদান করিলেন, এবং তৎপর ভয়ে ভৃত্যের বেশ ধারণ করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। কিউরিও তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থ বাহির হইলেন। মন্ত্রিসভা সাধারণ-তন্ত্রের যাহাতে কোন অনিষ্ট না হয় তাহা করিবার জন্য সকলকে সতর্ক করিতে

লাগিল। সীজর এই সংবাদ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎই ইটালী আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন; কারণ সময় পাইলে পম্পি ইটালী রক্ষার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবে। তাঁহার এরূপ তাড়াতাড়ি আক্রমণে রোমের লোকের মনে এরূপ ভীতি সঞ্চার হইল যে, সীজর রুবিকন পর্য্যন্ত পৌঁছিলেই মন্ত্রিসভার অধ্যক্ষগণ এবং পম্পি রোম পরিত্যাগ করিলেন। সরকারী ধনাগার সীজরের হস্তে পতিত হইল। পম্পি জলপথে গ্রীসে রওয়ানা হইলেন। ৬০ দিবসের মধ্যে সমুদয় ইটালী সীজরের অধিকৃত হইল। সিসিলি ও সার্ডনিয়া অনতিবিলম্বেই অধিকৃত হইল।

অতঃপর সীজর সরকারী ধনের সাহায্যে স্পেনদেশে পম্পির যে সকল সেনাপতি ছিল, তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে চলিলেন। স্পেনে পৌঁছিলে ইলার্ডাতে এক সাধারণ যুদ্ধ হইল। সীজর নানা চক্রান্তে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া, রোমে প্রত্যাগত হইলে তিনি ডিক্টেটর নিযুক্ত হইলেন; এবং নগর শাসন সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করিয়া, পম্পিকে পরাস্ত করার মানসে গ্রীসে যাত্রা করিলেন। তথায় পম্পি বিভিন্ন রাজ্যের সাহায্যে বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সীজরের সৈন্যগণ বহুকষ্টে গ্রীসে উপস্থিত হইল। সাধারণ কয়েক যুদ্ধে উভয়পক্ষই বিলক্ষণ যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিল। পরে ৪৮ পূঃ খৃঃ অব্দের ৩০শে জুলাই ফার্শেলিয়াতে শেষ যুদ্ধ হয়। তাহাতে পম্পির পক্ষ সম্পূর্ণ

রূপে পরাস্ত হয় এবং পম্পি ছদ্মবেশে পলাইয়া ইজিয়ান সাগরে গমন করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে সিরিয়াতে যাইয়া আবার যুদ্ধ করিবেন; কিন্তু এসিয়ার রাজগণ তাঁহার পক্ষ সমর্থন না করাতে তিনি মিসরে পলায়ন করেন। মিসররাজের পিতার সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তথায় সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সাহায্য প্রাপ্তি দূরে থাকুক, বন্ধুপুত্র তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য দুইজন লোক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা অসহায় পম্পিকে অনায়াসে হত্যা করিতে সমর্থ হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রোমান সাম্রাজ্য সংস্থাপন।

(৪৮ পূঃ খৃঃ হইতে ৩০ পূঃ খৃঃ পর্য্যন্ত)।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সীজর তাঁহার প্রতিযোগীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যখন তিনি আলেক্জেণ্ড্রিয়াতে আসিলেন, তখন মিসররাজ হইতে পম্পির মস্তক এবং অঙ্গুরী উপহার পাইলেন। তৎপ্রতি প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করিতে সীজর কোন প্রকার ত্রুটি করেন নাই। মিসররাজ-পুত্রী ক্লিয়পেট্রার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, সীজর তাঁহার পক্ষাবলম্বন করাতে, টলেমীর পক্ষীয়গণ অস্ত্র ধারণ করিল। সীজরের সঙ্গে অল্পমাত্র সৈন্য ছিল; হঠাৎ বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে তিনি ভয়ানক বিপদে পতিত হইলেন; কিন্তু অবশেষে তিনিই জয়ী হইলেন, এবং মিসরের রণতরী সকল জ্বালাইয়া দিলেন। অগ্নিশিখা সাধারণ পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিয়া পুরাকালের মূল্যবান্ গ্রন্থ সমুদয় গ্রাস করিল। অতঃপর সীজর গ্রীসে মিথ্রিডেটিসের পুত্র ফার্ণাসিসকে এত সহজে পরাস্ত করিলেন যে, তিনি এই যুদ্ধের বিবরণ লিখিবার সময় লিখিয়াছেন যে, "আমি আসিলাম, দেখিলাম এবং জয় করিলাম।"

পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়া রোমে প্রত্যাগত হইলে তিনি দেখিলেন যে, আণ্টনী এবং ডলাবেলার বিবাদে নগরে ভারী গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। তৎসমুদয়ের মীমাংসা করিয়া তিনি আফ্রিকায় যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। পম্পির মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র এবং কেটো আফ্রিকাতে ছিল এবং তাহারা নুমিডিয়ার রাজার সহিত একত্র হইয়া থাপসস্ নগরে সীজরের সহিত যুদ্ধ করে। উক্ত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পম্পির পুত্রদ্বয় স্পেনে পলাইয়া যায় এবং তথায়ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকে। অতঃপর সীজর ইউটিকা আক্রমণ করিলে, নগর রক্ষক সুপ্রসিদ্ধ কেটো অন্য কাহারও সহায়তা না পাইয়া আত্মহত্যা করেন। এই সকল দিগ্বিজয়ের পর সীজর রোমে প্রত্যাগমন করিলে, মন্ত্রীসভা তাঁহাকে দশ বৎসরের জন্য ধর্ম্মনীতিপরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করে। সূর্য্যদেবের মত তাঁহার রথ চারিটি শ্বেত অশ্বে টানিবে এরূপ নিয়ম করিয়া দেয়। জুপিটরের প্রতিমূর্ত্তির নিকটে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করে। সীজর এবম্বিধ বহু সম্মান প্রাপ্ত হন।

৪৪ পূঃ খৃঃ অব্দে সীজর স্পেন দেশে যাত্রা করেন। তথায় পম্পির পুত্রগণ তাঁহাকে ভয়ানক বিপদে ফেলিয়াছিল কিন্তু মণ্ডার যুদ্ধে পম্পির জ্যেষ্ঠপুত্র নিহত হয় এবং কনিষ্ঠ পলাইয়া যায়।

সামাজিক বিবাদ সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা করিয়া, সীজর

রোমের উন্নতিকল্পে যত্ন আরম্ভ করিলেন। বহুবিধ অট্টালিকা, দুর্গ এবং কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু ইহাতে কেহই সন্তুষ্ট হইল না, কারণ সকলেই জানিত যে, রোমের রাজা হইবার ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগরূক আছে। সম্ভবতঃ সীজরের চক্রান্তে মার্কআণ্টনী কোনও প্রসিদ্ধ উৎসবে সীজরকে রাজোপাধি প্রদান করিতে প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু সীজর সাধারণ লোক সমূহের অসন্তুষ্টি দেখিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। যাহা হউক আণ্টনী এরূপ প্রচার করিলেন যে, "লোক সাধারণের অনুমতিক্রমে সীজরকে রাজোপাধি প্রদত্ত হয় কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না।"

অতঃপর ব্রুটস এবং কাসিয়স প্রভৃতি মন্ত্রীসভার সভ্যগণ সীজরকে অন্যায় আক্রমণকারী মনে করিয়া, তাঁহার বিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং ৪৪ পূঃ খৃঃ অব্দের ১৫ই মার্চ্চ তাঁহাকে হত্যা করিলেন। মার্ক আণ্টনীর প্রবর্ত্তনায় সাধরণ লোক সমূহ এই কার্য্যে বিরক্ত হইয়া মন্ত্রিসভাগৃহ জ্বালাইয়া দেয়। সীজরবধের চক্রান্তকারীগণ রোম হইতে পলাইয়া গ্রীসে যায়। আণ্টনী কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া স্পেন দেশে পলাইয়া যান।

সীজরের উত্তরাধিকারী এবং ভাগিনেয়ী পুত্র অক্টেবিয়স, লেপিডস এবং আণ্টনী "ত্রয় সম্মিলিত শাসন" দ্বিতীয়বার স্থাপন করেন। ৪৩ পূঃ খৃঃ ২৭শে নবেম্বর। তাঁহারা রোমের

বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করে। এই উপলক্ষে রোমের সর্ব্ব প্রধান বক্তা সিসিরোও নিহত হন। ত্রয়সম্মিলিত সমিতি ইটালীস্থ শত্রুদিগকে অপদস্থ করিয়া, ব্রুটস ও কাসিয়সের অনুসরণে গ্রীসে গমন করেন, তথায় ফিলিপিতে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রুটস এবং কাজিয়স উভয়েই নিহত হন। ৪২ পূঃ খৃঃ।

আণ্টনী গ্রীস জয়ের পর ক্লিয়পেট্রার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে পাইবার জন্য অফ্রিকাতে গমন করিলেন। এদিকে অক্টেবিয়স রোমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমুদয় ইটালীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন। আণ্টনীর ভ্রাতা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইলেন। আণ্টনী আফ্রিকাতে সুখে কাল যাপন করিতেছিলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা এবং দলের লোক ইটালীতে পরাস্ত হইয়াছে এবং অক্টেবিয়স গলদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তখন তিনি ইটালী অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। তাঁহার অসৎ ব্যবহারে তাঁহার স্ত্রী ফুলবিয়ার মৃত্যু হইলে, তিনি অক্টেবিয়সের বৈমাত্রেয় ভগ্নী অক্টেবিয়াকে বিবাহ করিলেন এবং অক্টেবিয়সের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। পম্পির পুত্র সেক্‌ষ্টসও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু এই সৌহৃদ্য অধিক দিন স্থায়ী হইল না। পুনর্ব্বার বিবাদ আরম্ভ হইল। সেক্‌ষ্টস পরাস্ত হইয়া নিহত হইলেন। লেপিডস অধিকার চ্যুত হইলেন; আণ্টনী ক্লিয়পেট্রার সহিত আফ্রিকাতে

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, নিজ স্ত্রী অক্টেবিয়াকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার এরূপ আচরণে তাঁহার বন্ধুবর্গ এবং সাধারণ লোকসমূহ বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে কন্সালের কার্য্য হইতে বিচ্যুত করিল।

ক্লিয়পেট্রার উত্তেজনায় আণ্টনী অক্টেবিয়সের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষে প্রচুর সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ সজ্জিত হইল। কোনও পক্ষ অগ্রসর হইল না কিছুকাল পরে ৩১ পূঃ খৃঃ অব্দের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে আক্‌সিয়ম নামক স্থানে নৌযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষে সমান সমান যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে ক্লিয়পেট্রা ৬০ খানা রণতরীসহ গ্রীসে প্রস্থান করিলে, আণ্টনীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার আগমন প্রত্যাশায় অনেক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে আত্ম সমর্পণ করিল।

আণ্টনী গ্রীস হইতে মিসর দেশে যাত্রা করিলেন। ক্লিয়পেট্রা আরব দেশে আশ্রয় প্রাপ্তির প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অতঃপর পিতৃরাজ্য দৃঢ়রূপে দুর্গবদ্ধ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অক্টেবিয়সের সৈন্যগণ মিসর আক্রমণ করিল। আণ্টনী আত্মহত্যা করিলেন। মিসর দেশ রোমের অধীন হইল; সমুদয় ধন সম্পত্তি রোমানগণের হস্তগত হইল। ক্লিয়পেট্রা অক্টেবিয়সের উপরও আণ্টনীর মত আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা

করিলেন। কিন্তু অক্টেবিয়স তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন না দেখিয়া, একটী বিষধর সর্প গাত্রে স্থাপন করিলেন এবং তাহার দংশনে অচিরেই পরলোক গমন করিলেন।

অক্টেবিয়স রোমে প্রত্যাগত হইলে মন্ত্রিসভা তাহাকে সম্মান সূচক অগষ্টস উপাধি প্রদান করিল; এবং সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ২৮ পূঃ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে রোমান সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইল। অতঃপর সাধারণ-তন্ত্রশাসন প্রণালী পুনঃ প্রচলন জন্য রোমানেরা কদাচ যত্ন করে নাই। গ্রাকসের হত্যাকাণ্ড হইতে রোমান স্বাধীনতা এক রূপ লোপ পাইয়াছিল, সুতরাং সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সাধারণ লোক সকল এক ব্যক্তির একাধিপত্য বরং শ্লাঘনীয় মনে করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রোমান সাম্রাজ্য

সীজরের বংশধরগণের রাজত্ব

(৩০ পূঃ খৃঃ হইতে ৬৮ খৃঃ পর্য্যন্ত।)

সাধারণত বলিতে গেলে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর ; পূর্ব্ব সীমা ককেসস পর্ব্বত, ইয়ুফ্রেটিসনদী এবং সিরিয়ামরুভূমি ; উত্তরে রাইন এবং ডানিয়ুব নদী ; দক্ষিণে আফ্রিকার মরুভূমি। বস্তু গত্যা ভূমধ্য সাগরের চতুর্দ্দিকস্থিত তৎকাল পরিচিত সমুদয় দেশই রোমের অধিকার ভুক্ত ছিল। আকসিয়মের যুদ্ধের পর অক্টেবিয়স এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। তিনি সাধারণ-তন্ত্রের নিয়মগুলি বিশেষরূপ রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার সুশাসনে এবং দক্ষতায় সাধারণ লোক সকল এরূপ প্রীত হইল যে, তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগেই সাধারণ-তন্ত্রের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। তিনি দশ বৎসরের জন্য রাজছত্র গ্রহণ করিলেন। প্রত্যেক দশ বৎসরে একটী প্রসিদ্ধ উৎসব হইতে লাগিল। তাহার বংশধরগণও ঐ নিয়মে চলিতেন এবং উক্ত উৎসব অনেক কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

আনন্দোৎসবের পর অগষ্টস সৈন্যগণকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাবেশ করিলেন। ইয়ুরোপে ১৭ দল, এসিয়ায় ও আফ্রিকায় ৮ দল সৈন্য রাখিলেন। প্রায় ১০ সহস্র সৈন্য রোম নগরী রক্ষার্থ নিযুক্ত রহিল। ইহার ⅘ অংশকে প্রেটোরিয়ান সৈন্য বলে। ইহারা সম্রাটের শরীর রক্ষক ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ১৭০০০০ সৈন্য ছিল।

অগষ্টসের রাজত্ব সময়ে স্পেন এবং গলদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তিনি স্বয়ং যাইয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে রিসীয় জাতি ইটালী আক্রমণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রদ্বয় তাহাদিগকে অনায়াসেই দূরীভূত করিয়া দিতে সমর্থ হন। অক্টেবিয়সের পারিবারিক সুখ ছিল না। তাঁহার কন্যা জুলিয়ার এবং পুত্রগণের দুশ্চরিত্রতায় তাঁহাকে বহুক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। অক্টেবিয়স রোম সাম্রাজ্যের প্রজা সংখ্যা গণনা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে যীশুখৃষ্টের জন্ম হয়।

আর্ম্মিনিয়স নামক জর্ম্মন দলপতি বহুসংখ্যক স্বদেশীয়ের সহিত সমবেত হইয়া, রোমান সেনাপতি ভারসের সহিত যুদ্ধ করেন। ১০ খৃঃ। উক্ত যুদ্ধে রোমানগণ পরাস্ত হয় এবং রোমের অনেক সৈন্য নষ্ট হয়। তাহারা রাইন নদী পার হইতে না পারে এজন্য টাইবিরিয়স তথায় যান। জর্ম্মনগণও উপদ্রব করিতে ক্ষান্ত হয়। ইতিমধ্যে মনকষ্টে অক্টেবিয়সের মৃত্যু হয়। ১৪ খৃঃ।

অগষ্টসের পোষ্যপুত্র টাইবিরিয়স নিরো সম্রাট হইলেন। সম্রাট হওয়া মাত্রই পূর্ব্ব সম্রাটের পৌত্র আগ্রিপাকে বধ করিলেন; তাঁহাকে প্রতিযোগী বলিয়া ভয় করিতেন। রাজত্বের প্রারম্ভে জর্ম্মনীস্থিত সৈন্যগণ বিদ্রোহী হয়। তাহারা জর্ম্মানিকসকে সম্রাট করিতে ইচ্ছুক হয় এবং তাঁহাকে অগষ্টসের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা প্রচার করে। জর্ম্মানিকস বড় সচ্চরিত্র ছিলেন, তিনি সহজেই তাহাতে সম্মত হইলেন। টাইবিরিয়স্ তাঁহার বিনাশের উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাহাকে জর্ম্মনী হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়া পূর্ব্ব দেশের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিলেন। সঙ্গে পাইসো নামক স্বকীয় এক জন লোক তাঁহার অনুচর করিয়া দিলেন। পাইসো এবং তাহার স্ত্রীর চক্রান্তে জর্ম্মানিকস অচিরেই নিহত হইলেন। ১৭খৃঃ।

টাইবিরিয়স শীঘ্রই স্বকীয় দুষ্ট স্বভাবের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচারে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক নিহত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রী সেজানসের পরামর্শে তিনি কেম্পানিয়াতে গমন করিয়া, নিজ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। সেজানসের অভিপ্রায় ভাল ছিল না, সে সম্রাট হওয়ার প্রয়াসী ছিল; এবং কতকগুলি সৈন্যও আত্মপক্ষ ভুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে টাইবিরিয়স তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, নানারূপ চক্রান্তে তাঁহার বিনাশ সাধন করিলেন। প্রিয়মন্ত্রীর বিয়ো-

গের পর তিনি অধিকতর অত্যাচারী ও ক্রিয়াপরতন্ত্র হইলেন। এই সকল অত্যাচারে নানাবিধ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং জর্ম্মানিকসের পুত্র কেইয়স কালি-গুলাকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া ৩৭ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করিলেন। টাইবিরিয়সের রাজত্ব সময়ে যীশুখৃষ্টের মৃত্যু হয়। ৩৩ খৃঃ।

কালিগা নামক জুতা ব্যবহার করিতেন বলিয়া, কেই-য়সকে কালিগুলা বলিত। তিনি রাজত্বের প্রারম্ভে বিশেষ মনোযোগের সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগি-লেন; কতকগুলি সৎকর্ম্ম করিয়া সাধারণ লোকের প্রীতি-ভাজন হইলেন। অতঃপর রোগাক্রান্ত হওয়াতে তিনি প্রায় পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন এবং পোষ্যপুত্রকে বিনষ্ট করিলেন। কয়দীদিগকে বন্য জন্তুর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। নানারূপ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া আরও কতকগুলি লোককে বধ করিলেন। নিজে দেবতা রূপে পরিগণিত হইতে চেষ্টা করিলেন; স্বকীয় অশ্বকে যাহাতে সকলে দেবতা জ্ঞানে মান্য করে তাহার চেষ্টা করিলেন। প্রজাগণ নানাপ্রকারে উপদ্রুত হইয়া, ষড়যন্ত্র করত ৪০ খৃষ্টাব্দে, তাঁহাকে পুত্র কন্যাসহ বধ করিল।

কালিগুলার পিতৃব্য ক্লডিয়স সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ব্রিটন আক্রমণ করিয়া তাহার দক্ষিণাংশ অধিকার করেন। তিনি নিজে সাতিশয় ধী-শক্তি সম্পন্ন

ছিলেন না। কতকগুলি প্রিয়পাত্রের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতেন। প্রিয়পাত্রগণের মধ্যে প্রথমা স্ত্রী মিসালিনা সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। তিনি সম্রাট বর্ত্তমানেই প্রকাশ্য ভাবে উপপতির সহিত আপনার বিবাহ নিবন্ধন করেন। প্রকৃত পক্ষে রোমের কুলাঙ্গনাগণের ব্যবহার এবং চরিত্র অত্যন্ত দূষিত ছিল। মিসালিনার মৃত্যুর পর সম্রাটের দ্বিতীয় পত্নী আগ্রিপাইনা তাঁহার উপর বিলক্ষণ প্রভুত্ব করিলেন। তাঁহার পুত্র নিরোকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিতে ক্লডিয়স অস্বীকৃত হওয়ায়, তিনি বিস প্রয়োগ দ্বারা ক্লডিয়সকে নিহত করিলেন। ৫৪ খৃঃ। সৈন্যদিগকে সহায় করিয়া স্বকীয় পুত্র নিরোকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিলেন।

নিরো ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সিংহাসনে আসীন হইয়া, কেবল দুশ্চরিত্রতা প্রদর্শন এবং দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি স্বকীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্রিটানিকসকে নিহত করিলেন, কারণ তাঁহার সাম্রাজ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার মাতা রাজকার্য্য সম্বন্ধে অনেক ক্ষমতা প্রকাশ করিতেন, নিরো নানা উপায়ে তাঁহাকেও বধ করিলেন। সেনেকা নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিককে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। স্বয়ং রঙ্গভূমিতে অভিনেতৃ বেশে উপস্থিত হইয়া, নেপল্‌সে গমন করত প্রশংসা লাভ করিলেন। ইত্যবসারে রোম নগরে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। প্রায় ৯ দিবস পর্য্যন্ত অগ্নি

প্রজ্বলিত থাকে, তাহাতে প্রায় অৰ্দ্ধ সহর জ্বলিয়া যায়। অনেকে এরূপ সন্দেহ করেন যে, সম্রাটই উক্ত অগ্নিকাণ্ডের মূলীভূত, কিন্তু তিনি সেই সন্দেহ কতকগুলি খৃষ্টানের উপর চাপাইয়া দিয়া, তাহাদিগকে নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে ও একান্ত জঘন্য ব্যবহারে সংহার করিলেন। তদীয় অপব্যয়ে রাজ-কোষ শূন্যপ্রায় হইলে, তিনি নানাবিধ অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান ধনবতী নগরী ও প্রদেশ সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া, সেই অর্থ অপব্যয় করিতে লাগিলেন। তদীয় অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কতকগুলি লোক, তাঁহাকে বিনাশ করিবার চক্রান্ত করিল; দৈবক্রমে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়াতে তিনি চক্রান্তকারীদিগকে নিহত করিলেন। বৈজ্ঞানিক সেনেকা এবং কবি লুকানও সেই সঙ্গে নিহত হইলেন। সাধারণ লোক সমস্ত তাঁহার অত্যা-চারে উপদ্রুত হয় নাই, কারণ তাহারা পূর্ব্বে ইহা হইতেও অধিকতর অত্যাচার সহ্য করিত। এই সময়ে বরঞ্চ তাহারা সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছিল। নিরো মাসে মাসে তাহাদিগকে ধান্য, মাংস এবং মদিরা প্রদান করিতেন। তাহারা সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের সহিত যোগ দান না করাতেই, নিরো এত অত্যাচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি গ্রীসে যাইয়া অলিম্পীয় উৎসবে পুরস্কার লাভ করিলেন। তথা হইতে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া, রোমে অন্য কাহারও কীর্ত্তিস্তম্ভ থাকিতে পারিবে না, এরূপ আদেশ করিলেন। ইতিমধ্যে

গলদেশে এবং স্পেনে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহ শান্তির পর রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, এবং ৬৮ খৃঃ অব্দে তিনি নিহত হইলেন। এই রাজত্ব সময়ে ব্রিটন রাজ্ঞী বোডিসীয়া অসীম সাহসের সহিত রোমানদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু রোমান সেনাপতি স্যুটেনিয়স পলিনসের প্রযত্নে রাজ্ঞীকে পরাস্ত হইতে হয়, এবং এঙ্গল্‌সী দ্বীপ রোমানদিগের অধিকৃত হয়। নিরোই সীজরের বংশের শেষ সম্রাট।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সীজরের বংশ বিলুপ্তি হইতে প্রথম ফ্লেবীয়বংশ বিলুপ্তি পর্য্যন্ত।

(৬৮ খৃঃ হইতে ৯৬ খৃঃ পর্য্যন্ত।)

নিরোর মৃত্যুর পর গাল্‌বা সম্রাট হইলেন। তাঁহাকে সপ্তম সম্রাট বলিত। তিনি উচ্চ বংশোদ্ভব ছিলেন। এই বংশীয় লোকেরা সাধারণ-তন্ত্রের শেষাবস্থায় যুদ্ধাদি কার্য্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। গাল্‌বা সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেই, নিম্ফিডিয়স নামক এক ব্যক্তি উৎকোচ দ্বারা শান্তিরক্ষকদিগকে বশীভূত করিয়া, সম্রাট হইবার প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব স্বভাব স্মরণ করিয়া, শান্তিরক্ষকগণই তাঁহার বিনাশ সাধন করিল। এই সকল ষড়যন্ত্র হেতু গালবা তাঁহার রাজত্বের প্রথমাবস্থায়, অতি কঠোর ভাবে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। জর্ম্মনীতে সৈন্যগণ বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, গাল্‌বা পাইসোকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করিলেন। ইহাতে তদীয় প্রিয়পাত্র অথো অসন্তুষ্ট হইয়া শান্তিরক্ষকদিগের সহায়তায় সম্রাটকে নিহত করিলেন। ৬৯ খৃ। তাঁহার নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারী পাইসোও নিহত হইলেন।

অথো সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া তদীয় সৈন্য মণ্ডলীর হস্তের ক্রীড়া পুত্তলি মাত্র রহিলেন। ইতিমধ্যে নিম্ন জর্ম্মনীর সৈন্যাধ্যক্ষ বাইটেলিয়স বহু সৈন্য সহ ইটালী আক্রমণ করেন। বেড্রিয়েকস নগরে অথোর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। অথো পরাস্ত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। বাইটেলিয়স সম্রাট হইলেন। অথো কেবল তিন মাস কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বাইটেলিয়স পরদারপরায়ণ এবং ঔদরিক ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াই কতিপয় প্রিয়পাত্রের হস্তে শাসন ভার সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং ভোগ বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। চারি মাসের মধ্যে অন্যূন ৭০০০০০০৲ টাকা আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিলেন। এদিকে তদীয় প্রবল শত্রু বেস্পেসিয়ান এসিয়াতে বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া রোমের দিকে প্রধাবিত হইলেন। সাম্রাজ্যের অধিকৃত অধিকাংশ স্থানের লোক তাঁহার বশীভূত হইল। অবশেষে ইটালী আক্রমণ করিয়া ৬৯ খৃঃ অব্দে বাইটেলিয়সকে পরাস্থ ও নিহত করিলেন। রোম নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নাগরিকগণ ব্যাকুল হইল, কিন্তু বেস্পেসিয়ান সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হইল। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই তিনি বহুবিধ উত্তম উত্তম বিধি প্রচলন করিয়া রোমের সামাজিক অবস্থার বিস্তর উন্নতি সাধন করিলেন। তাঁহার রাজত্বের

প্রথমাবস্থায় য়িহুদীদিগের সহিত যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তাহারা পরাস্ত হইলে জেরুজিলম নগরটী ধ্বংস হয়।

আগ্রিকোলা নামক এক ব্যক্তি এই সময়ে ব্রিটনের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার প্রযত্নে ব্রিটনীয়গণ বশীভূত হয়; তিনি ব্রিটনে বহুবিধ রোমান রীতি নীতি প্রচলন করেন এবং কালিডনীয়দিগকে পরাস্ত করেন।

বেস্পেসিয়ান রাজকার্য্যে বিশেষ নিবিষ্ট থাকাতে, তাঁহার শরীর ক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তিনি ৭৮ খৃঃ অব্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র টাইটাস পিতৃ-সিংহাসনে আরোহন করিয়া কতিপয় সৎকার্য্য দ্বারা লোক সাধারণকে সন্তুষ্ট করিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই বিসুবিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়। তাহাতে নিকটবর্ত্তী কয়েক মাইলের মধ্যে যে সকল নগর ছিল, তাহা অধিবাসীগণ সহ বিনষ্ট হয়। হর্কুলেনিয়ম ও পম্পিয়াই নগর এই অগ্ন্যুৎপাতে বিনষ্ট হয়। তৎপর রোম নগরে আগুন লাগিয়া প্রায় তিন দিন থাকে। টাইটাস এই সময়ে লোক সাধারণের উপকারার্থে বিশেষ যত্ন করেন, তদ্ধেতু সকলেই তাঁহার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হয়। ৮১ খৃঃ অব্দে জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া, তিনি হঠাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিলে প্রজাবৃন্দ বিশেষ দুঃখিত হয়।

অতঃপর তদীয় ভ্রাতা ডমিসিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিন প্রথমে স্বকীয় নির্দ্দয় স্বভাব প্রচ্ছন্ন

রাখিয়া, প্রজাবৃন্দের শ্রীবৃদ্ধি জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট যে সকল ভূমি দান করিয়াছিলেন তাহা স্থিরতর রাখিলেন। সৈন্যগণের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহাদিগকে নিতান্ত বশীভূত করিলেন। পূর্ত্তকার্য্যে বহুতর অর্থ ব্যয় করিলেন। ইতিমধ্যে ডেসীয়গণের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিতান্ত অপমানিত হইলেন এবং কতিপয় ঘৃণিত নিয়মে সন্ধি স্থাপন করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বীয় স্বভাবের পরিচয় আরম্ভ হইল। তিনি প্রধান প্রধান লোকদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক দিবস কত জনকে বিনাশ করিবেন তাহার তালিকা পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। এক দিবস বালক ভৃত্য সেই তালিকা খানা পাইয়া মহারাণীর হস্তে দেয়। মহারাণী সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, অদ্যকার বধ্য তিনি স্বয়ং এবং অপর কয়েক জন কর্ম্মচারী। পরে মহারাণী সেই কর্ম্মচারীদিগের সহিত মন্ত্রনা করিয়া ৯৬ খৃঃ অব্দে সম্রাটকে বিনষ্ট করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

ফ্লেবীয় বংশ বিলুপ্তি হইতে আণ্টনাইন বংশের শেষ সম্রাট পর্য্যন্ত।

(৯৬ খৃঃ হইতে ১৯৩ খৃঃ পর্য্যন্ত।)

ডমিসিয়ানের মৃত্যুর পর, সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে মার্কাসনার্ব্বা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ ক্রীট দ্বীপ হইতে আসিয়া ইটালীতে বসতি করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে শান্তিরক্ষকগণ বিদ্রোহী হইয়া ভূতপূর্ব্ব রাজঘাতকদিগকে বিনাশ করে। মার্কাসনার্ব্বা ট্রেজান নামক তৎকাল পরিচিত খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিয়া ৯৮ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

ট্রেজান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কতিপয় সুনিয়ম সংস্থাপন করিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি সাহসী, সচ্চরিত্র এবং সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ স্পেন দেশবাসী। এই সময়ে ডেসীয়দিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। তাহাতে ডেসীয়রা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, এবং তাহাদের দলপতি রোমের বশ্যতা স্বীকার করে। পুনরায় ইহারা বিদ্রোহী হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলে ১০৬ খৃঃ অব্দে ট্রেজান তাহাদিগকে

পরাস্ত করিয়া, ডানিয়ুব নদীর অপর পার পর্য্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন।

ট্রেজান অতঃপর মধ্য এসিয়া অধিকার করার জন্য পার্থীয় জাতির সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। তিনি এসিয়াটিক তুরস্কের অধিকাংশ স্থান এবং টাইগ্রীস নদীর অপর তীর-বর্ত্তী কতিপয় দেশ অধিকার করিয়া, পারস্য উপসাগরে রোমান বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণেরও উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণ বশত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তিনি এসিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেই বিজিত জাতি সমূহ স্বাধীন হইয়া উঠে। পথিমধ্যে তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সম্রাট তাহার প্রতিবিধানে সচেষ্ট হন, কিন্তু উদরি রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তাঁহাকে ইটালী অভিমুখেই ফিরিয়া আসিতে হয়, এবং পথিমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১১৭ খৃঃ। রোমান সম্রাটদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্ব বিষয়ে উৎকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহার এক মাত্র দোষ এই ছিল যে, তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং অল্প মাত্র দোষেও তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিতেন।

শান্তিপ্রিয় এড্রিয়ান পরবর্ত্তী সম্রাট। তিনি সিংহাসনে আরোহন করিয়াই এসিয়া এবং ইয়ুরোপস্থিত নবাধিকৃত স্থানগুলি ছাড়িয়া দিলেন; এবং টাইগ্রীস ও ডানিয়ুব নদীর সেতু নষ্ট করিলেন। রাজ্য মধ্যে যাহাতে শান্তি বিরাজ

করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অন্যান্য বিষয়ে প্রচুর সদাশয়তাই দেখাইয়াছেন। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব জুলিয়েনস প্রণীত রোমীয় ব্যবস্থা পুস্তক এই সময়েই প্রচারিত হয়। এড্রিয়ান আণ্টনাইনসকে সাম্রাজ্যে বরণ করিয়া, ১৩৯ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আণ্টনাইনস সিংহাসনে আরোহন করিয়া, অরিলিয়সের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক রাজকার্য্যে বিশেষ সহায়তা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে সমগ্র সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিত। তিনি কতিপয় স্কুল ও বন্দর স্থাপন করেন। ১৬১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অরিলিয়স সিংহাসনে অরুঢ় হইলেন বটে, কিন্তু রাজকীয় সমুদয় ক্ষমতা তদীয় জামাতা বেরসের হস্তে ন্যস্ত হইল। অরিলিয়স তাঁহাকে সুদূরে বিতাড়িত করার মানসে এসিয়া জয়ের ভার, তাঁহার উপর ন্যস্ত করিলেন। বেরসও তথায় যাইয়া অসৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তদীয় সহকারীগণ কতিপয় যুদ্ধে জয় লাভ করিলে, বেরস গর্ব্বিতভাবে রোমে প্রত্যাগত হইয়া শান্তিপূর্ণ রোমরাজ্য উপদ্রবে পূর্ণ করিলেন। এসিয়ার সংক্রামক রোগ সৈন্যগণ দ্বারা ইটালীতে আনীত হইলে অনেক লোক বিনষ্ট হইল। ১৭১ খৃঃ অব্দে জর্ম্মনীয় প্রান্ত-ভাগবাসী মার্কমানাই

জাতির সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বেরস নিহত হন। অরিলিয়স প্রথমে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না, পরে বহু চেষ্টায় তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন, এবং তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তাহাদের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার না করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন।

এসিয়াতে কাসিয়স নামক তদীয় সেনাপতি সম্রাট উপাধি ধারণ করিলে, অরিলিয়স তাঁহাকে দণ্ড দেওয়ার অভিপ্রায়ে এসিয়াতে গমন করেন। কিন্তু সৈন্যগণ কাসিয়সের কঠিনতম শাসনে বিরক্ত হইয়া, পূর্ব্বেই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। অরিলিয়স তথায় শান্তি স্থাপন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কতকগুলি বৈজ্ঞানিকের পরামর্শে, তাঁহার রাজত্ব সময়েও খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার হইতে থাকে, এবং যষ্টিন নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজককে বধ করা হয়, কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে তিনি কথঞ্চিৎ সদাশয়তা দেখাইয়াছিলেন। অরিলিয়স রোমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, রাইন ও ডানিয়ুব নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং জর্ম্মন জাতি সাম্রাজ্যের প্রান্তভাগ আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। অরিলিয়স স্বয়ং বিদ্রোহ দমনে বহির্গত হন, কিন্তু ১৪০ খৃঃ অব্দে জ্বররোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পিতার মৃত্যুর পর কমডস রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তিনি অল্প বয়সেই অতিশয় দুশ্চরিত্র হইয়া উঠেন। অপরি-

মিত মাদক সেবন এবং অসৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনই তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। তদ্ধেতু তিনি বিলক্ষণ অত্যাচারী সম্রাটরূপে পরিগণিত হন। তাঁহার বিনাশের জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই ফল হয় না। পরিশেষে তদীয় প্রিয়পাত্রী মার্শিয়া নামক কোন বেশ্যা তাঁহাকে হত্যা করে। ১৯২ খৃঃ।

আণ্টনাইনস বংশের রাজত্বকালে রোমের বাণিজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়। আফ্রিকার ও ইয়ুরোপের প্রায় সমুদয় অংশে এবং এসিয়ারও অধিকাংশ স্থানে রোমীয়দিগের বাণিজ্য প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে মকমল রোমে নীত হইত। জলপথে চীনের সহিত তাহাদের বাণিজ্য চলিত। সিরিয়া প্রভৃতি দেশের বণিকগণ বহু সম্মানের সহিত রোমে অবস্থিতি করিতেন। বাণিজের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ফ্লেবীয় বংশ বিলুপ্তি হইতে আলেকজাণ্ডর সেবিরসের হত্যার পর, সৈনিক স্বেচ্ছাচার স্থাপন পর্য্যন্ত।

(১৯৩ খৃঃ হইতে ২৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত।)

কমডসের মৃত্যুর পর পার্টিনাক্স সম্রাট হইয়া বহুবিধ সদনুষ্ঠান করেন। কমডসকে অসৎপথে প্রবর্ত্তক লোক-দিগকে শাসন করেন। যাহারা পূর্ব্ব রাজত্বে সম্পত্তি হারাইয়াছিল, তাহারা সেই সম্পত্তি পুনরায় প্রাপ্ত হয়। সৈন্যগণও সুশাসন গুণে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়, কিন্তু প্রেটোরিয়ান রক্ষকগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, তিন মাস মধ্যেই তাঁহার বিনাশ সাধন করে।

পার্টিনাক্সের মৃত্যুর পর প্রেটোরিয়ান রক্ষকগণ, এরূপ ঘোষণা প্রচার করিল যে, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদানে সমর্থ হইবে, সেই ব্যক্তি সম্রাট হইতে পারিবে। এতচ্ছ্রবণে প্রসিদ্ধ ধনশালী বণিক ডিডিয়স-জুলিয়ানস বহুতর ব্যয় সাধন করিয়া সম্রাট হইলেন; কিন্তু মন্ত্রিসভা ও রোমের অন্যান্য লোক তাহাতে বিশেষ বিরক্ত হইল। বিদেশীয় সৈন্যগণও তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যেক

সেনাদল তদীয় সেনাপতিকে সম্রাট করিতে প্রয়াস পাইল। দুই মাস পরেই ইলিরীয় সৈন্যগণ ডিডিয়সকে বিনাশ করিয়া, স্বকীয় সেনাপতি সেবিরসকে সম্রাট করিতে উদ্যোগী হইল। সেবিরস রোমে প্রবেশ করিয়া প্রথমে অলবাইনসকে সম্রাট পদে বরণ করিলেন এবং পূর্ব্বদেশে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। পরে রোমে প্রত্যাগত হইয়া নানা কৌশলে অলবাইনসকে বিনাশ করিলেন এবং স্বয়ং সম্রাট উপাধি ধারণ করিলেন।

সেবিরসের রাজত্ব সময়ে প্রথমতঃ এসিয়াতে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিজয় লাভ করেন; পরে ব্রিটনের বিদ্রোহও তিনি নিজেই দমন করেন। রাজমন্ত্রী প্লটিয়েনসের প্রতি সন্দেহ হওয়াতে যুবরাজ কারাকাল্লা তাঁহাকে সর্ব্ব সমক্ষে বিনাশ করেন। ১৮ বৎসর রাজত্বের পর, ২১১ খৃঃ অব্দে সেবিরসের মৃত্যু হয়।

সেবিরসের দুই পুত্র; কারাকাল্লা এবং গীটা। উভয়েই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন সত্য কিন্তু জ্যেষ্ঠ অবিলম্বে কনিষ্ঠ সহোদর গীটাকে সংহার করিয়া, স্বয়ং সম্রাট হইলেন। কারাকাল্লা সম্রাট হইয়াই অল্প দিনের মধ্যে, বিনা অপরাধে রোমের ধনবান্ ব্যক্তিদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ধন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অসদুপায়ে ধন সংগ্রহ করিয়া তিনি সৈন্যগণকে যথেষ্ট উৎকোচ দিতে লাগিলেন, কাজেই সহসা কোন প্রতিফল পাইলেন না। তিনি যখন

মিস্‌র দেশে ভ্রমণ করিতে যান, তখন তাঁহার সম্বন্ধে তথায় কোন নিন্দাবাদ প্রচারিত হইলে, তিনি আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরের সমুদয় অধিবাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়া বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ২১৭ খৃঃ অব্দে মাক্রাইনস নামক প্রেটোরিয়ান দলের জনৈক সেনাপতি তাঁহাকে হত্যা করেন।

সৈন্যগণ মাক্রাইনসের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইল না। তিনি সম্রাট হইলে সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া, তাঁহাকে পুত্রসহ বিনাশ করত কারাকাল্লার পুত্র হিলিয়গাবালসকে সম্রাট করিল। ২১৮ খৃঃ। হিলিয়গাবালস অল্প বয়স্ক হইলেও নিষ্ঠুরতা, অমিতব্যয়িতা এবং দুশ্চরিত্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এক স্ত্রীলোক সমিতি স্থাপন করেন। তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, বেশভূষা প্রভৃতি বিষয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক হইয়া নিয়মাদি প্রচারিত হইল। প্রেটোরিয়ান রক্ষকগণ সম্রাটের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে বিনাশ করে এবং আলেকজাণ্ডর সেবিরসকে সম্রাট পদে বরণ করে। ২২২ খৃঃ।

আলেকজাণ্ডর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট কর্ত্তৃক প্রচারিত কুনিয়মগুলি উঠাইয়া দিলেন এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। পারস্য রাজ আর্টাজরক্সিস্‌ রোমানদিগকে এসিয়া হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিলে, আলেকজাণ্ডর এসিয়ায় যাইয়া পারস্য রাজের সহিত যুদ্ধ

করত বিজয় লাভ করিলেন। জর্ম্মনরা গল আক্রমণ করিলে তিনি তাহার প্রতিবিধান মানসে সসৈন্যে গল দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় কোন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায়, মাক্সিমিন নামক জনৈক বিদ্রোহীর চক্রান্তে সদাশয় সম্রাট নিহত হইলেন। ২৩৫ খৃঃ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

আলেকজাণ্ডরের হত্যা হইতে ভালিরিয়ানের বন্দী হওয়া পর্য্যন্ত।

২৩৫ খৃঃ হইতে ২৫৯ খৃঃ পর্য্যন্ত।

শারীরিক বলের প্রাচুর্য্যেই মাক্সিমিন সম্রাট হইতে সক্ষম হইলেন। কথিত আছে তিনি বড় বড় বৃক্ষের গুড়ি ধরিয়া উৎপাটন করিতে পারিতেন। দুইটী গোরুতে যে বোঝাই গাড়ী টানিতে কষ্ট বোধ করে, তাহা অক্লেশে টানিয়া নিতে পারিতেন এবং প্রস্তর খণ্ড হস্তে পেষণ করিয়া ধূলিবৎ করিতে সমর্থ হইতেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই নানাবিধ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। জর্ম্মনদিগকে কতিপয় যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, তাহাদের প্রতি নৃশংস ব্যবহারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। আফ্রিকাতে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হয়, মাক্সিমিন তদভিমুখে প্রধাবিত হইলে, সৈন্যগণ অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক আফ্রিকার কন্সাল গর্ডিয়ানকে সম্রাট উপাধি প্রদান করে; মন্ত্রিসভাও তাহাতে সম্মত হন। মাক্সিমিন ইটালীতে আসিয়া রাজ্যোদ্ধারের অনেক চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। অতঃপর গর্ডিয়ান

আফ্রিকাতে নিহত হইলে, মন্ত্রিসভা পুপিয়েনস এবং বালবাইনসকে সম্রাট মনোনীত করে। তাহাতে জন সাধারণ-ণের অসন্তুষ্টি দেখিয়া, তাঁহারা গর্ডিয়ানের পৌত্র কনিষ্ঠ গর্ডিয়ানকে আপনাদের সহায়কারী করিলেন, এবং ২৩৮ খৃঃ অব্দে মাক্সিমিনকে বিনাশ করিয়া গর্ডিয়ানকে সম্রাট উপাধি প্রদান করিলেন। গর্ডিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তদীয় মন্ত্রী মাইসিথেয়সের সাহায্যে উত্তমরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; পারস্য রাজ সিরিয়া আক্রমণ করিলে সম্রাট মন্ত্রীসহ তথায় গমন করিলেন; এবং কতিপয় যুদ্ধে পারসিকদিগকে পরাস্ত করিলেন বটে, কিন্তু সুদক্ষ মন্ত্রী মাইসিথেয়স বিনষ্ট হইলেন। সম্রাট ফিলিপ নামক এক জন আরবীয়কে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতায় সৈন্যগণ মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, এবং তাঁহারই চক্রান্তে সম্রাট নিহত হইলেন। ২৪৪ খৃঃ।

ফিলিপ স্বকীয় বুদ্ধিবলে সত্বরই মন্ত্রিসভার প্রিয়পাত্র হইয়া, রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পেননিয়াতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, তিনি তদীয় সেনাপতি ডিসিয়সকে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করিলেন। ডিসিয়স তথায় যাইয়া সৈন্যগণের পরামর্শে সম্রাট উপাধি ধারণ করিলেন। ফিলিপ সপুত্র তদীয় হস্তে নিহত হইলেন। ২৪৯ খৃঃ।

ডিসিয়স সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই খৃষ্টানদিগের প্রতি প্রভূত অত্যাচার আরম্ভ করেন। গথদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হইলে, সৈন্যগণ গেলস নামক সেনাপতিকে রাজত্বে বরণ করে। ২৫১ খৃঃ।

গেলস গথদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া খৃষ্টানদিগের প্রতি পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইমিলিয়েনস নামক সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে ২৫৩ খৃঃ অব্দে হত্যা করত স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিন মাস মধ্যেই গলের শাসন কর্ত্তা ভালিরিয়ান, তাঁহাকে হত্যা করিয়া সম্রাট উপাধি ধারণ করিলেন।

ইহাঁর রাজত্ব সময়ে, গথ, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি জাতিরা তাহাদের রাজত্ব বহুদূর বিস্তৃত করিতে সমর্থ হয়। ভালিরিয়ান নিজ পুত্রকে এই সকল জাতির দমনে নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং পারসিক বিদ্রোহ নিবারণে অগ্রসর হন; কিন্তু তথায় বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। ২৩৯ খৃঃ। তথায় নয় বৎসর কাল কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার উদ্ধারের জন্য কোনও রূপ চেষ্টা হইয়াছিল না।

উনবিংশ অধ্যায়।

ভালিরিয়ানের বন্দী হওয়া হইতে ডাইও-ক্লিসিয়ানের সম্রাটপদ ত্যাগ পর্য্যন্ত।

(২৬০ খৃঃ হইতে ৩০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত।)

পিতৃদেব বন্দী হইলে গালিইনস সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহাঁর সময়ে বর্ব্বর জাতি সমূহের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। নানাদিকে রোম সাম্রাজ্য নষ্ট হইতে চলিল। সাম্রাজ্যের জন্য বহুতর লোক প্রয়াসী হইল। ইহাদিগকে ত্রিংশৎ অত্যাচারী বলিত। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের সংখ্যা উনবিংশতির অধিক ছিল না। গালিইনস সুবিখ্যাত সেনাপতি ক্লডিয়সকে রাজত্বে বরণ করেন এবং ২৬৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্লডিয়স, জর্ম্মন, গথ প্রভৃতিকে পরাস্ত করিয়া, ২৭০ খৃঃ অব্দে লোকান্তর গমন করেন। মন্ত্রিসভা তাঁহার প্রতি ভক্তি বশতঃ, তাঁহার ভ্রাতাকে রাজত্বে বরণ করে বটে, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই সৈন্যগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অরেলিয়সকে সম্রাট উপাধি প্রদান করে।

অরেলিয়স সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, জর্ম্মন, গথ প্রভৃতির সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক, ইটালী নিরুপদ্রব করি-

লেন। অতঃপর পালমাইরার রাজ্ঞী জেনোবিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে, তাঁহাকে এসিয়াতে গমন করিতে হইল। রাজ্ঞী অসাধারণ-ধীশক্তি সম্পন্না, বিদ্যাবতী এবং যুদ্ধবিদ্যা পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপে সম্রাটকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে আত্ম সমর্পণ করিলেন। অতঃপর অরেলিয়স আফ্রিকার বিদ্রোহ দমন করিলেন এবং স্পেন, গল, ব্রিটন প্রভৃতি দেশ পুনরায় রোমসাম্রাজ্যভূক্ত করিলেন। তিনি বন্দীদিগের প্রতি একান্ত সদয় ব্যবহার করিতেন। রোমে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল। মুদ্রা কৃত্রিম হওয়া সম্বন্ধে, রোমে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, অরেলিয়স বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া, এসিয়া অভিমুখে পুনরায় অগ্রসর হন; তথায় নেসথিয়স নামক কোন ব্যক্তির চক্রান্তে তিনি নিহত হন। ২৭৫ খৃঃ। চক্রান্তকারীও তৎক্ষণাৎ সৈন্য হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্রিসভা তাহাদের অন্যতর অধ্যক্ষ বৃদ্ধ টাসিটসকে সম্রাট উপাধি প্রদান করিল; তিনি কতিপয় সুনিয়ম সংস্থাপন করিলেন। এসিয়ামাইনরে গমন করিয়া এলান জাতিকে পরাভূত করিলেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ সাত মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া, টাসিটস কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

তদীয় ভ্রাতা ফ্লোরিয়ান সম্রাট হইলেন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া, তাঁহাকে বিনষ্ট করত

সিরীয় সেনাপতি প্রোবসকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। প্রোবস জর্ম্মন, গথ ও পারসিকদিগকে পরাস্ত করিয়া রোম সাম্রাজ্য দৃঢ়তর করিলেন। সৈন্যগণকে আবশ্যকীয় পূর্ত্ত কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত করায়, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া প্রোবসকে বিনাশ করিল। ২৮২ খৃঃ।

তৎপর প্রেটোরিয়ান সেনাপতি কারস সম্রাট হইলেন। তিনি প্রথমে সারমাসীয়দিগকে বশীভূত করেন। পরে পারস্যে গণ্ডগোল আরম্ভ হইলে, তথায় যাইয়া যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে পারসিকদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু ২৮৩ খৃঃ অব্দে বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। তৎপুত্র নুমিরিয়েনস সম্রাট নাম গ্রহণ করিলেন সত্য, কিন্তু অচিরেই শান্তি রক্ষকগণের অধ্যক্ষ এপার কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। এপারকেও সৈন্যগণ বিনাশ করিল।

অতঃপর সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে ডাইওক্লিসিয়ান সম্রাট হইলেন। ১৭ই ডিসেম্বর ২৮৪ খৃঃ। এই সময় হইতে একটী নূতন শক রোম রাজ্যে প্রচারিত হয়। তাহাকে ডাইওক্লিসিয়ানের শক বলে। কথিত আছে তিনি এক দাস পুত্র। স্বকীয় অসাধারণ ক্ষমতা বলে এরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলে, নুমিরিয়েনসের ভ্রাতা ক্যারাইনস তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু অচিরেই পরাস্ত ও নিহত হইলেন।

সম্রাট মাক্সিমিয়ানকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার

হস্তে অসভ্য জাতিদিগের শাসন ভার অর্পণ করিলেন, এবং দুইজনে একত্রে সাম্রাজ্য শাসন করিবেন, এমত স্থির করিলেন। অবশেষে উভয়ে সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া নিতে সম্মত হইলেন। ইজিয়ান সাগরের অপর তীরবর্ত্তী দেশ-গুলি ডাইওক্লিসিয়ানের ভাগে পড়িল। তাঁহার নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারী গেলেরিয়স, ইলিরিকাম এবং থ্রেসের আধি-পত্য প্রাপ্ত হইলেন। মাক্সিমিয়ান ইটালী ও আফ্রিকা নিজে রাখিলেন এবং তদীয় নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারী কনষ্টা-ন্সিয়স, গল, স্পেন ও ব্রিটনের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। এই বন্দোবস্তে সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইল, এবং ব্যয়ও অধিক হইতে লাগিল। নূতন নূতন টেক্স স্থাপিত হওয়াতে প্রজা সমূহ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইল। সম্রাট চতুষ্টয় অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। কনষ্টান্সিয়স ব্রিটন বিদ্রোহ দমন করিলেন। এদিকে পারসিকগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, সকলে মিলিয়া তাহাদের সহিত অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। বিজয় লাভের পর রোমে প্রত্যাগত হইয়া, খৃষ্টানদিগের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। ক্রমাগত দশ বৎসর পর্য্যন্ত অত্যাচার চলিতে লাগিল। অনেকগুলি খৃষ্টানকে নিপাত করা হইলে, সম্রাটগণ মনে করিলেন যে, খৃষ্টান দল একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম কখনও শাসনে কি অত্যাচারে নির্ম্মূল হয় না। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সিরিয়াতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে অধিবাসীগণ নিজেরাই বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু ডাইও-ক্লিসিয়ান তথায় যাইয়া অধিবাসীদিগের প্রতিই অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তদ্ধেতু সিরীয়গণ তাঁহাকে বিশেষ ঘৃণা করিত, এমন কি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত। ডাইওক্লিসিয়ান রোমে প্রত্যাগত হইয়া, সাধারণ লোকেরও অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তিনি রোম পরিত্যাগ করিয়া রেবেনাতে অবস্থান করিতে স্থির সঙ্কল্প হইলেন, এবং তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে প্রবল বাত্যায় তাঁহার শরীর এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িল যে, তিনি সম্রাটপদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ৩০৫ খৃঃ। পদ পরিত্যাগের পর তিনি ৯ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। সেই সময় তিনি নিজ জন্মভূমি সেলোনাতে বাস করিতেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ডাইওক্লিসিয়ানের পদ পরিত্যাগ হইতে মহাত্মা কনষ্টানটাইনের মৃত্যু পর্য্যন্ত।

(৩০৩ খৃঃ হইতে ৩৩৭ খৃঃ পর্য্যন্ত।)

ডাইওক্লিসিয়ানের পদ পরিত্যাগের পর, সাম্রাজ্য দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়া আড্রিয়াটিক সাগরের পশ্চিম পার্শ্বের রাজ্যগুলি কনষ্টান্সিয়স এবং সেবিরস গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব পার্শ্বেরগুলি গেলেরিয়স এবং মাক্সিমিয়ানের শাসনাধীনে রহিল। কনষ্টান্সিয়স ব্রিটন দেশে পিক্‌ট জাতির বিদ্রোহ দমনে গমন করিলে, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র কনষ্টানটাইন সৈন্যগণের সাহায্যে সম্রাট উপাধি ধারন করেন এবং সেবিরসের সহিত একত্রে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। পরন্তু সেবিরস তদীয় বন্ধু লিসিনিয়সকে সম্রাট উপাধি প্রদান করেন। মাক্সিমিয়ান তদীয় পুত্র মাক্সেনসিয়সের সহিত একত্রে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কাজেই সাম্রাজ্য প্রকৃত পক্ষে ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

অল্পকাল পরেই মাক্সিমিয়ান, সেবিরস এবং গেলেরিয়সের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর মাক্সেনসিয়স তাহার অসৎ ব্যবহারে সকলকেই অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিলেন। এদিকে

কনষ্টানটাইন উত্তমরূপে শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া প্রজাবর্গের বিশেষ প্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইলেন। কনষ্টান-টাইন রোমের দিকে অগ্রসর হইলে, মাক্সেনসিয়স তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইলেন। ৩১২ খৃঃ অব্দে সেকসারুব্রাতে যুদ্ধ হয়, তাহাতে কনষ্টানটাইন বিজয় লাভ করিয়া রোমের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

কনষ্টানটাইন রোমের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্ব অমঙ্গলের নিদানভূত প্রেটোরিয়ান সৈন্যগণকে বিদায় দিলেন এবং তাহাদের দুর্গ ভস্মীভূত করিলেন। মন্ত্রিসভা এবং মাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিলেন। খৃষ্টান-দিগের সম্বন্ধে যত কিছু কঠোর নিয়ম প্রচারিত হইয়াছিল, সে সমস্তই রহিত করিলেন। খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মাক্সিমিন নামক পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি, কনষ্টানটাইন এবং তদীয় ভগ্নীপতি লিসিনিয়সের বিনাশ সাধনে তৎপর হইলেন; কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহার চক্রান্ত প্রকাশ পাইলে, তিনি লিসিনিয়স কর্ত্তৃক নিহত হন। ৩১৩ খৃঃ। পেনো-নিয়াতে কনষ্টানটাইনের যে প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহা ভগ্ন করা-তেই লিসিনিয়সের সহিত, কনষ্টানটাইনের বিবাদ আরম্ভ হয়। ক্রমে উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। দুইবার পরাস্ত হইয়া লিসিনিয়স সন্ধির প্রয়াসী হন এবং মাসিডন, গ্রীস, ইলিরি-কাম প্রভৃতি রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া, সন্ধি স্থাপন করেন। ৩১৪ খৃঃ।

কনষ্টানটাইন গথ এবং সারমাসীয় জাতীদ্বয়কে পরাস্ত করিয়া, তাহাদিগকে লিসিনিয়সের রাজ্যে তাড়াইয়া দেন। লিসিনিয়স এই স্থযোগে পূর্ব্ব সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া, যুদ্ধের আয়োজন করেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন। ৩২৪ খৃঃ। অতঃপর কনষ্টানটাইন সমগ্র সাম্রাজ্যের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হইয়া, পৌত্তলিকতা নিবারণ মানসে, অনেকগুলি বিধি প্রণয়ন ও প্রচলন করিলেন।

খৃষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে নূতন নূতন বাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হইলে, নাইস নগরে একটী সমিতি স্থাপিত হয় এবং সম্রাটকে ধর্ম্মাধিপত্য প্রদান করা হয়। রোমে প্রত্যাগত হইলে কনষ্টানটাইন পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে, রোমানগণ তাঁহাকে নানা প্রকারে অপমানিত করে। তিনি রোমের পরিবর্ত্তে বাইজানসিয়মে রাজধানী স্থাপন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন। ইতিমধ্যে ঘটনা ক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মাত্মা ক্রিস্‌-পসের প্রতি সন্দেহ হওয়াতে তিনি তাঁহাকে বধ করেন এবং রাজধানী রোম হইতে উঠাইয়া নেন। ৩৩০ খৃঃ। সম্রাটের নামানুসারে বাইজানসিয়মের নাম কনষ্টাণ্টিনোপল হয়। এই স্থান বাস্তবিক রাজধানীর উপযুক্ত বটে। পূর্ব্ব রাজ্যের আধিপত্য অক্ষত রাখিতে হইলে এই স্থানেই রাজ-ধানী রাখা সঙ্গত হইয়াছিল। কনষ্টানটাইন বহু অর্থ ব্যয়

করিয়া নূতন রাজধানী সুসজ্জিত করেন। ৩৩৫ খৃঃ অব্দে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে, প্রকৃত পক্ষে স্বেচ্ছাচার শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল। শাসন সম্বন্ধীয় বিধি ব্যাবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল। মাজিষ্ট্রেটগণ ক্ষমতা, মর্য্যাদা এবং ধন-গৌরবানুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। রাজসভায় নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী-গণ ছিলেন।

১। রাজ পরিচারকঃ—তিনি আমোদেই হউক কি রাজকার্য্যেই হউক, সর্ব্বদা সম্রাটের সমক্ষে থাকিতেন।

২। স্বরাষ্ট্রবিভাগীয় সচীবঃ—রাজার নিকট প্রজাগণের যে আবেদনাদি প্রেরিত হইত, তাহার সম্পূর্ণ ভার ইহাঁর হস্তে ছিল। ইহাঁকে সৈনিক স্কুলগুলিও পরিদর্শন করিতে হইত।

৩। রাজস্ব সচীবঃ—ইহাঁর হস্তে আয় ব্যয় এবং রাজ-কোষের ভার থাকিত। বাণিজ্য এবং শিল্প কার্য্য সম্বন্ধেও ইহাঁর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল।

৪। ব্যবস্থা সচীবঃ—বিধি প্রণয়ন জন্য রাজ প্রতিনিধি। ইনি বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন।

৫। নিজস্বরক্ষকঃ—রাজার নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতেন।

৬।৭। রাজবাড়ী এবং রাজ শরীররক্ষকদিগের শাসনকর্ত্তা।

সৈন্যগণ মধ্যেও নানাবিধ কর্ম্মচারী ছিল। তাহাদের

প্রত্যেক শ্রেণীর পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। এই সকল আড়ম্বর দ্বারা ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইত না। তদ্ধেতু সময়ে সময়ে নানা প্রকার অন্যায় টেক্স ধার্য্য করিতে হইত। সৈনিক স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারীতাই রোমের নিপাতের মূল কারণ। কনষ্টানটাইনের রাজত্ব সময়ে, খৃষ্ট-ধর্ম্ম রোমের প্রচলিত ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

একবিংশ অধ্যায়।

মহাত্মা কনষ্টানটাইনের মৃত্যু হইতে থিয়-ডোসিয়সের রাজত্ব পর্য্যন্ত ৩৩৭ খৃঃ হইতে ৩৯৪ খৃঃ পর্য্যন্ত।

কনষ্টানটাইন, কনষ্টান্‌সিয়স এবং কনষ্টান্স নামে মহাত্মা কনষ্টানটাইনের তিন পুত্র ছিল। বাল্যাবস্থায় তাঁহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচুর যত্নের কোন প্রকার ত্রুটি হইয়াছিল না বটে, কিন্তু যৌবনে তাঁহারা বিলক্ষণ দুরাচারী হইয়া উঠেন। অল্প বয়সে, পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই শাসন সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয়ে ভার প্রাপ্ত হওয়াতে, চাটুকার-বর্গের প্রসাদে, তাঁহারা অত্যাচারী এবং অবিচারী হইয়া দাঁড়ান। জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্রাটের মৃত্যু সময়ে রাজধানীর নিকট-বর্ত্তী থাকাতে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি সম্রাট হইয়া এমন একখানা কৃত্রিম দলিল বাহির করিলেন যে, তদ্দ্বারা তিনি বংশের সমুদয়কে নিপাত করিতে সমর্থ হইলেন। দলিলে এরূপ লেখা ছিল যে, "তাঁহার পিতৃব্য-গণ চক্রান্ত করিয়া তাঁহার পিতাকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা নিহত করিয়াছেন।" এই সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার দুই পিতৃব্য, সাত জন পিতৃব্য পুত্র এবং ভগ্নীপতির

প্রাণ সংহার করিলেন। এই অত্যাচারের পর ভ্রাতাত্রয় সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইলেন। জ্যেষ্ঠ রাজধানীর, মধ্যম থ্রেস ও এসিয়াস্থ প্রদেশের এবং কনিষ্ঠ পশ্চিম রাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর পারস্য রাজ দ্বিতীয় সাপুরের সঙ্গে সম্রাটগণ তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সাপুর বিলক্ষণ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ রাজা ছিলেন। টাইগ্রীস নদীর তীরবর্ত্তী যে পঞ্চ ভূভাগ রোম সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল, তিনি তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া, মিসপটেমিয়াতে স্বকীয় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিলেন। কনষ্টানসিয়স তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। প্রায় ৯ বৎসর কাল সাধারণ সাধারণ যুদ্ধের পর, ৩৪৮ খৃ অব্দে সিঙ্গারা নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রোমানগণ সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইল। অন্য দিকের উপদ্রবে, ৩৫০ খৃঃ অব্দে সাপুর কনষ্টানসিয়সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, সেই দিকে বিদ্রোহ দমনে গমন করিলেন।

তিন বৎসর রাজ্য ভোগের পর দুরাকাঙ্খ কনষ্টানটাইন, সমুদয় সাম্রাজ্য আত্মসাৎ করার মানসে, কনিষ্ঠের রাজ্য আক্রমণ করিতে গমন করিলেন, কিন্তু স্বকীয় নির্ব্বুদ্ধিতায় আল্পস পর্ব্বতের গুহাভ্যন্তরে পতিত হইয়া নিহত হইলেন। কনিষ্ঠ কনষ্টান্স মধ্যমকে কোনও অংশ প্রদান না করিয়া, জ্যেষ্ঠের সমুদয় সম্পত্তি নিজে আত্মসাৎ করিলেন। প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত কনষ্টান্স নির্ব্বিবাদে সাম্রাজ্যের দুই

তৃতীয়াংশ ভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজকীয় সৈন্যাধ্যক্ষ মাগনেনসিয়স্, তাঁহাকে নিহত করিয়া সম্রাট উপাধি ধারণ করিলেন। এদিকে ইলিরিয়াতে ভেট্রানিও নামক সেনাপতি সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া, মাগনেন-সিয়সের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন।

কনষ্টানসিয়স সাপুরের সহিত সন্ধি স্থাপনের পর, পিতৃব্য পুত্র গালসের হস্তে এসিয়াস্থ রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া, রাজধানী অভিমুখে ইয়ুরোপে গমন করিলেন। রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহার সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় দাবি প্রচার করিলেন। ভেট্রানিও সহজেই বশীভূত হইলেন এবং যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য অবসর গ্রহণ করিলেন। মাগনেন-সিয়স কনষ্টানসিয়সের সহিত ঘোরতর সংগ্রামের আয়োজন করিলেন। মুর্সাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইলে, মাগনেন্সিয়স্ পরাস্ত হইয়া, প্রথমে ইটালীতে, পরে স্পেনে এবং অবশেষে গল দেশে পলায়ন করিলেন। কনষ্টান্সিয়সও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। কোনও স্থানে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না, বিবেচনা করিয়া মাগনেনসিয়স আত্ম-হত্যা করিলেন।

গালস এসিয়াস্থ রাজ্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া সুশাসন করা দূরে থাকুক, কেবল দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কনষ্টান্সিয়স এতচ্ছ্রবণে তাঁহার কার্য্যকর্ম্ম

অনুসন্ধান 'জন্য, কয়েক জন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেন। কর্ম্মচারীগণ গালসের চক্রান্তে পথিমধ্যে নিহত হইলেন। সম্রাট সহসা ইহার কোন প্রতিবিধান না করিয়া গালসকে রোমে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গালস রোমে আসিবার সময় পথিমধ্যে তাঁহাকে নিহত করা হইল। ৩৪৫ খৃঃ। সম্রাট ব্যতীত জুলিয়ান নামে উক্ত বংশের আর একটী যুবা তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সম্রাট তাঁহার সহিত স্বীয় ভগ্নী হেলেনার বিবাহ দিয়া, তাঁহাকে আল্পস্ পর্ব্বতের উত্তর ভাগের রাজ্য সমূহের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

কনষ্টান্সিয়স ইতিমধ্যে একবার পূর্ব্ব রাজধানী রোম পরিদর্শনার্থ গমন করায়, তথায় তিনি বিলক্ষণ সমাদৃত হইয়াছিলেন। উত্তরদিকের কতকগুলি অসভ্য জাতি বিদ্রোহী হওয়ায়, তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন, কিন্তু সম্যক শান্তি স্থাপনের পূর্ব্বেই পারস্য দেশে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল। সাপুর পুনরায় মিসপটেমিয়া আক্রমণ করিয়া বেজাদ অধিকার করিলেন। কনষ্টানসিয়স এসিয়া অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। এদিকে গলদেশে জুলিয়ান কতিপয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে কনষ্টান্সিয়স ঈর্ষান্বিত হইয়া, উৎকৃষ্ট সৈন্য শ্রেণী পূর্ব্বদেশে পাঠানের আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ তাহাতে অসম্মত হইয়া জুলিয়ানকে সম্রাট উপাধি প্রদান করিল। আত্মবিদ্রোহ উপস্থিত হইবার উপক্রম

হইল, কিন্তু ইতিমধ্যে কনষ্টানসিয়সের মৃত্যু হওয়াতে, সমুদয় উপদ্রবের শান্তি হইল।

জুলিয়ান রাজধানীতে সমাগত হইলে, লোক মণ্ডলী তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিল। তিনি প্রথমতঃ সরকারী ধনাপহারীদিগকে শাস্তি দিবার মানসে, একটী সমিতি স্থাপন করিলেন। তাহাতে অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তিও শাস্তি পাইল। পৌত্তলিক ধর্ম্ম পুনরায় প্রচার করা তাঁহার একটী মনোগত উদ্দেশ্য ছিল। তদ্ধেতু তিনি খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

পারসিকগণ পুনরায় রোম রাজ্য আক্রমণ করিলে, জুলিয়ান এসিয়াতে গমন করিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন কিন্তু শেষ যুদ্ধ হইল না। জুলিয়ান টাইগ্রীস নদীর নিকটবর্ত্তী মরুভূমির মধ্যগত হাট্রা নামক নগরের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, তথায় থাকার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নৌকা এবং অন্যান্য যান, শকটাদি যাহা সঙ্গে ছিল, তাহা নষ্ট করিলেন। মরুভূমির দুরন্ত গ্রীষ্মে সৈন্যগণ অনেক বিনষ্ট হইল। এই সুযোগে পারসিকগণ নানা স্থান আক্রমণ আরম্ভ করিল। রোমানগণ পারসিক আক্রমণ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু একদিন জুলিয়ান এরূপ আহত হইলেন, যে রাত্রেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ২৬৩ খৃঃ।

জোভিয়ান নামক রাজবাটীর সর্ব্ব প্রধান পরিচারক,

সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সাপুরের সহিত সন্ধি করিয়া, টাইগ্রীস নদীর তীরবর্ত্তী পঞ্চ রাজ্য এবং মিসপটেমিয়া সাপুরকে ছাড়িয়া দিলেন। খৃষ্ট ধর্ম্মের আধিপত্য পুনঃ স্থাপন করিলেন। নানা কৌশলে পৌত্তিলকদিগকেও অসন্তুষ্ট করিলেন না। কনষ্টাণ্টি-নোপল যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তাঁহাকে কোন আদ্রকক্ষে শয়ন করিতে হয়। ভৃত্যগণ তাহা গরম করিবার চেষ্টায় আগুন জ্বালিয়া ছিল। তদ্ধেতু রাত্রিকালে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। ৩৬৪ খৃঃ।

জোভিয়ানের মৃত্যুর পর দশ দিবস পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য সম্রাট ব্যতীত রহিল। অবশেষে মন্ত্রিসভা ভালেণ্টিনিয়ানকে সম্রাট উপাধি প্রদান করিল। সৈন্যগণও তাহাতে স্বীকৃত হইল। ভালেণ্টিনিয়ান রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বাংশ তদীয় ভ্রাতা ভালেন্সকে প্রদান করিলেন। ভালেন্স কনষ্টাণ্টিনোপলে রাজধানী রাখিয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ভালেণ্টিনিয়ান ইলিরিকাম, ইটালী, গল, স্পেন, ব্রিটন ও আফ্রিকা শাসন ভার নিজ হস্তে রাখিয়া, মিলান নগরে রাজধানী স্থাপন করিলেন।

ভালেণ্টিনিয়ান ইটালীতে পৌঁছিলেই জর্ম্মনগণ পশ্চিম ও উত্তর গলে উপদ্রব আরম্ভ করে। তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। ব্রিটন দেশে স্কট ও পিক্‌ট জাতি ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করে, কিন্তু থিয়ডোসিয়স নামক সৈন্যাধ্যক্ষের

দক্ষতা বলে, তাহারা সহজেই পরাস্ত হয় এবং ব্রিটন দেশে শান্তি স্থাপিত হয়। অতঃপর সম্রাট থিয়ডোসিয়সকে "অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ" এই উপাধি প্রদান করেন এবং ডানিয়ুব নদীর তীরবর্ত্তী এলেমান জাতির উপদ্রব নিবারণ করিতে আদেশ করেন। অবশেষে তাঁহাকে আফ্রিকার বিদ্রোহ দমনেও যাইতে হয়। রোমেনস নামক সেনাপতি আফ্রিকার সৈনিক শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া, তথায় নানারূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে আফ্রিকাবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং রোমেনসকে পদচ্যুত করিয়া অন্য শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করে। ইতিমধ্যে থিয়ডোসিয়স তথায় উপস্থিত হইলেই বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। এই সময়ে হঠাৎ ভালেণ্টিনিয়ানের মৃত্যু হয়। ৩৭৫ খৃঃ।

ভালেন্স রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াই সিরিয়াতে গমন করেন, কারণ সেই প্রদেশ পারসিকগণ আক্রমণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। প্রকোপিয়স নামক জুলিয়ানের এক জন জ্ঞাতি বিদ্রোহী হইয়া ভালেন্সকে পরাস্ত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার মদগর্ব্বে এবং অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া তদীয় পক্ষ সমর্থনকারীগণ তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে কারারুদ্ধ করে। অতঃপর সম্রাট গথদিগকে পরাস্ত করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইতিমধ্যে সাপুর আর্ম্মিনিয়া আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি পরাস্ত হইলে কিছু কালের জন্য শান্তি স্থাপিত হইল। ভালেন্স খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি বিধি প্রণয়ন করেন।

ভালেণ্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র গ্রেসিয়ান এবং দ্বিতীয় ভালেণ্টিয়ান্ পশ্চিম রাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন, কনিষ্ঠের বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর ছিল, জ্যেষ্ঠই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। উৎকোচগ্রাহী মন্ত্রিগণের দৌরাত্ম সম্যক নিবারণ করিলেন। কতকগুলি লোকের কুপরামর্শে থিয়ডোসিয়সের হত্যাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতিপয় অনুকূল বিধি প্রণয়ন করেন।

এই সময়ে পূর্ব্বরাজ্যে হনজাতির দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়। হনজাতি চীন, তাতার, ইর্টিশনদী ও আল্টাই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত। ইহারা বিলক্ষণ কষ্ট সহিষ্ণু, কদাচও ঘরে বাস করিত না। যুদ্ধবিদ্যায়ও ইহাদের প্রতিপত্তি ছিল, কারণ ইহারা সর্ব্বদা শিকার করিয়া বেড়াইত। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহারা তাতার জাতির সহিত মিলিত হইয়া একত্র দলবদ্ধ হয়। পরিশেষে এলান জাতির সহিত মিলিত হইয়া, কতিপয় রাজ্য অধিকার করে, এবং গথদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। গথরাজ এথেনারিক সমুদায় রাজ্য আক্রমণকারীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া, রাজধানী দুর্গবদ্ধ করত অবস্থিতি করিতে থাকেন। এদিকে গথ, অষ্ট্র-গথ ও ভিসিগথ জাতি হনদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ডানিয়ুব নদী পার হইল এবং রোম রাজ্যে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল।

তাহারা থ্রেস, থেসালী, মাসিডন প্রভৃতি রাজ্য উচ্ছিন্ন করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, ভালেন্স গ্রেসিয়ানকে আহ্বান করেন। গ্রেসিয়ান পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভালেন্স নিহত হইলেন। গ্রেসিয়ান আক্রমণকারীদিগকে পরাস্ত করিয়া, থিয়ডোসিয়সের পুত্র মহাত্মা থিয়ডোসিয়সের হস্তে পূর্ব্ব রাজ্যের ভার অর্পণ করিলেন, এবং জর্ম্মনদিগের উপদ্রব নিবারণ মানসে, শীঘ্রই ইটালিতে আগমন করিলেন।

থিয়ডোসিয়স সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ায় সকলেই সন্তুষ্ট হইল। তিনি গথদিগকে পরাভূত করিয়া, নানা কৌশলে তাহাদিগকে আত্মবশে আনিলেন, এমন কি তিনি অবশেষে তাহাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

ব্রিটনের শাসন কর্ত্তা ম্যাক্সিমস বিদ্রোহী হইলে, সম্রাট গ্রেসিয়ান তাঁহাকে পরাভূত করিতে অসমর্থ হইয়া, ইটলীতে ফিরিয়া আসার চেষ্টা করিতেছিলেন, পথিমধ্যে তিনি নিহত হইলেন। ৩৮৩ খৃঃ। থিয়ডোসিয়স পূর্ব্ব রাজ্যের বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করিতে না পারিয়া, ম্যাক্সিমসের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন, কিন্তু দুরাত্মা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, দ্বিতীয়ভালেণ্টিনিয়ানকে রাজ্যচ্যুত করার মানসে ইটালী অভিমুখে প্রধাবিত হইল। ভালেণ্টিনিয়ান কনষ্টাণ্টিনোপলে যাইয়া, থিয়ডোসিয়সের শরণাপন্ন হইলেন। ম্যাক্সিমস যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিহত হইল। ৩৮৮ খৃঃ।

থিয়ডোসিয়স ভালেণ্টিনিয়ানকে ইটালীর রাজত্ব ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু যুবক, তাহা অধিক কাল ভোগ করিতে সমর্থ হইলেন না। তদীয় জনৈক প্রিয়পাত্র তাঁহাকে নিহত করিল এবং রাজ কর্ম্মচারী ইজিনিয়সকে সাম্রাজ্যে বরণ করিল। থিয়ডোসিয়স অত্যাচারীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন এবং সমুদয় রোম সাম্রাজ্যের একাধিপতি হইলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতন ৩৯৪ খৃঃ হইতে ৪৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত।

রোম সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করার কারণ, থিয়-ডোসিয়স বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, কাজেই তিনি তদীয় জ্যেষ্ঠ-পুত্র আর্কেডিয়সকে পূর্ব্ব রাজ্যে এবং কনিষ্ঠ হনো-রিয়সকে পশ্চিম রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, অল্পকাল মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পুত্রদ্বয় সিংহাসনে আরোহণ করি-য়াই সাম্রাজ্যের যাবতীয় ভার, স্ব স্ব প্রিয়পাত্র রুফাইনস্ এবং ষ্টিলিকোর হস্তে সমর্পণ করিলেন। রুফাইনস্ পূর্ব্ব-দেশে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার দুশ্চরিত্রতার বিষয় সক-লেই অবগত ছিল এবং সকলেই তাহাকে বিশেষ ঘৃণা করিত। রাজ-সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত করার মানসে রুফাইনস্ সম্রাটকে কন্যা দান করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; তথাপি নানা কারণে তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতি-হত থাকে।

ষ্টিলিকো প্রকৃত পক্ষে স্বীয় পদের উপযুক্ত ছিলেন। থিয়ডোসিয়স বর্ত্তমান থাকিতেই তাঁহার হস্তে উভয় রাজ্যের ভারার্পণ করার কথা হইয়াছিল। গিল্ড নামক সেনাপতির চক্রান্তে আফ্রিকাতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, ষ্টিলিকো

কোন প্রকার প্রকাশ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া, নানা উপায়ে বিদ্রোহ দমন করেন। গিল্ড আত্মহত্যা করে। মাসিজেল নামক যে সেনাপতি গিল্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সন্দেহ হওয়াতে ষ্টিলিকো তাঁহাকেও হত্যা করিলেন।

গথ জাতি এই সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। পূর্ব্বে তাহারা বহুতর স্বাধীন রাজগণের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। সম্প্রতি আলারিক নামক সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধার কর্ত্তৃত্বাধীনে সমুদয় সম্প্রদায় সম্মিলিত হয়, এবং গ্রীস আক্রমণ করিয়া অধিকাংশ প্রদেশ অধিকার করে। ষ্টিলিকো আলারিকের সহিত যুদ্ধ করিতে গ্রীসে যাত্রা করেন বটে, কিন্তু তিনি গ্রীসে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দুর্ব্বল আর্কেডিয়স গথদিগের সহিত সন্ধি করিয়া, আলারিককে ইলিরিকামের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কাজেই ষ্টিলিকোকে ফিরিয়া আসিতে হয়।

এদিকে আলারিক ইটালী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। তিনি মিলানে উপস্থিত হইলে, সম্রাট হনোরিয়স আষ্টাতে পলায়ন করেন। আলারিক সেই নগরও অবরোধ করেন। পরিশেষে ষ্টিলিকো সম্রাটের উদ্ধারার্থ পলেনসিয়াতে আলারিককে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। গথপতি তাঁহার সৈন্যসমূহ পুনরায় একত্র করিয়া ৪০৩ খৃঃ অব্দে রোম আক্রমণ করেন। ষ্টিলিকোর বুদ্ধিবলে রাজধানী রক্ষা

পায় বটে কিন্তু আলারিককে বহুতর অর্থ দ্বারা বিদায় করিতে হইয়াছিল।

আলারিক চলিয়া যাওয়া মাত্রই, রাডাগেইসসের অধীনে ভাণ্ডাল, সুয়েভি, বার্গাণ্ডীয়, গথ প্রভৃতি অসভ্য জাতি সমূহ, দলে দলে ইটালী আক্রমণ করে। ষ্টিলিকোর বুদ্ধি কৌশলে এবারও রাজধানী রক্ষা পায়। তিনি ৪০৬ খৃঃ অব্দে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাডাগেইসস্‌কে নিহত করেন। অতঃপর ঐ সকল জাতি গলদেশে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলে, তদ্দেশবাসীরা সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করে। সাহায্য না পাওয়াতে তাহারা ব্রিটনের শাসনকর্ত্তা কনষ্টান্‌টাইন্‌কে সম্রাট উপাধি প্রদান করে। কনষ্টান্‌টাইন্‌ হনোরিয়সের অধিকৃত স্পেন দেশ অধিকার করিয়া লন। ষ্টিলিকো আলারিকের সহিত সন্ধি করিয়া কনষ্টান্‌টাইনের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তদীয় শিক্ষক বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করিলেন। ৪০৮ খৃঃ। অতঃপর দুর্ভাগা অলিম্পস মন্ত্রী হইলেন। তিনি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই ইটালীর অন্তঃপাতী বর্ব্বর জাতি সমূহের পরিবারবর্গ নিধন করিতে আদেশ করেন। বহু সংখ্যক স্ত্রীপুত্র নিহত হইল। প্রায় ৩০ সহস্র রোমীয় সৈন্য পরিবারবর্গের মৃত্যুতে সন্তপ্ত হইয়া, তৎপ্রতিশোধার্থ আলারিককে তাহাদের দলপতি হইতে আহ্বান করিল।

আলারিক ইটালীতে পৌঁছিয়াই রোম নগর অবরোধ করিলেন। সম্রাট রেবেনা হইতে নাগরিকগণের কোনও সাহায্য করিলেন না। অবশেষে মন্ত্রিসভা বহুব্যয় করিয়া কিয়ৎকালের জন্য শান্তি ক্রয় করিল। ইতিমধ্যে আলারিক ৪০ সহস্র গথ ও জর্ম্মনদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া সপক্ষভুক্ত করিলেন। হনোরিয়স মন্ত্রিসভাকৃত সন্ধিতে বাধ্য হইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, আলারিক পুনরায় রোম অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি স্বকীয় ক্ষমতার প্রাচুর্য্য প্রদর্শনার্থ আটালসকে সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনরায় তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং রোম নগর অধিকার করিলেন। অবশেষে তিনি সিসিলি অভিমুখে প্রধাবিত হওয়ার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

আলারিকের ভ্রাতা এডলফস, সম্রাটের সহিত সন্ধি করিয়া, সম্রাট কন্যা প্লাসিডিয়াকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার যত্নে গল রাজ্য পুনরায় সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। সুয়েভি, ভাণ্ডাল এবং এলান জাতির আক্রমণ নিবারণ জন্য তিনি স্পেন অভিমুখে প্রধাবিত হন এবং তথায় তিনি নিহত হন। তদীয় ভ্রাতা ওয়ালিস স্পেনদেশে ভিসিগথদিগের আধিপত্য স্থাপন করেন। সেই সময়ে ফ্রাঙ্ক, বার্গাণ্ডীয় প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিগণ গলদেশে স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করে। ব্রিটনিয়েরা স্বাধীন হইয়া পড়ে। তাহারা পিকৃট ও স্কট জাতির অত্যাচার

নিবারণে অসমর্থ হইয়া, এঙ্গ্লোসেক্সন্‌দিগকে তাহাদের সহায়তা জন্য আহ্বান করে। এঙ্গলো-সেক্সনগণ পিক্ট ও স্কট্‌দিগকে পরাভূত করিয়া, দক্ষিণ ব্রিটনে আধিপত্য স্থাপন করে। তাহাদের নামানুসারেই ইংলণ্ড নাম হয়। ৪৪৮ খৃঃ।

এদিকে আর্কেডিয়সের রাজত্বকালে পূর্ব্বরাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, কারণ শাসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য রাজ্ঞী এবং তদীয় প্রিয়পাত্রের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ৪০৮ খৃঃ অব্দে সম্রাটের মৃত্যু হইলে, অপরিণত বয়স্ক দ্বিতীয় থিয়-ডোসিয়স সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু শাসন কার্য্যের ভার তদীয় ভগ্নী পুলচিরিয়ার হস্তে অর্পিত হয়। তিনি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য করিয়াছিলেন।

৪২৩ খৃঃ অব্দে হনোরিয়সের মৃত্যু হইলে, জন নামক তদীয় কর্ম্মচারী সাম্রাজ্য অধিকার করার চেষ্টা করেন। থিয়ডোসিয়স জনকে বিনাশ করিয়া প্লাসিডিয়ার পুত্র তৃতীয় ভালেণ্টিনিয়ানকে পশ্চিম সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং তাঁহার মাতার হস্তে রাজ্য শাসন ভার সমর্পণ করেন। প্রকৃত পক্ষে দুইটী স্ত্রীলোক সভ্যজগতের সাম্রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। প্লাসিডিয়ার মন্ত্রী ইসিয়সের স্বভাব ভাল ছিল না। তিনি আফ্রিকা দেশের শাসনকর্ত্তা বোনিফেসির প্রতি স্বকীয় কর্ত্রীর সন্দেহ জন্মাইয়া দিলে, বোনিফেসি

বিরক্ত হইয়া ভাণ্ডাল নামক অসভ্য জাতিকে আহ্বান করেন। ভাণ্ডালরাজ জেন্সরিক তৎক্ষণাৎ স্পেন হইতে আফ্রিকায় উপস্থিত হইলেন এবং আফ্রিকা অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন বহু চেষ্টায় বোনিফেসি তাঁহাকে প্রতিগমনে সম্মত করিতে পারিলেন না। অবশেষে বোনিফেসি ইটালী গমন পূর্ব্বক ইসিয়সের সহিত যুদ্ধ করিয়া সত্বরেই নিহত হইলেন। প্লাসিডিয়া অতঃপর ইসিয়সকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু কতিপয় দিবস পরে ইসিয়স প্লাসিডিয়ার অনুগ্রহ পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। ইসিয়স, ফ্রাঙ্ক ও ভাণ্ডাল জাতির সহিত কতিপয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

হুনজাতির দলপতি আটিলা ৪৫১ খৃঃ অব্দে পশ্চিম রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তিনি গলে উপস্থিত হইলে, ইসিয়স ভিসিগথদিগের সাহায্যে, তাহাকে সীমান্ত প্রদেশে তাড়াইয়া দিলেন। ৪৫২ খৃঃ অব্দে হুনজাতি পুনরায় পিপীলিকার মত দলে দলে ইটালীতে উপস্থিত হইল এবং নানা প্রকারে রাজ্য নষ্ট করিতে লাগিল। অপরিমিত পান দোষে শীঘ্রই আটিলার মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু ভালেণ্টিনিয়ান কর্ত্তৃক ইসিয়স বিনষ্ট হইলে, রাজ্যস্থ লোকের আর দুরবস্থার সীমা রহিল না। ভালেণ্টিয়ানও মাক্সিমস কর্ত্তৃক নিহত হইলেন ৪৫৫ খৃঃ। মাক্সিমস, সিংহাসনে আরোহণ কবার তিন মাস মধ্যেই ভাণ্ডালগণ ইটালীতে

উপস্থিত হইল। প্রজাগণ সম্রাটের ত্রুটি মনে করিয়া তাঁহাকে বধ করিল। অন্য সম্রাট মনোনীত হইবার পূর্ব্বেই জেন্সরিক ইটালী আক্রমণ করিয়া প্রজাবর্গের সর্ব্বস্বান্ত করিলেন এবং তাহাদিগকে দাসত্বপাশে বদ্ধ করিলেন।

ভিসিগথরাজ থিয়ডোরিকের চেষ্টায়, আভাইটস নামক গলদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত লোক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, কিন্তু ইটালীরক্ষক সেনাগণের প্রধান অধ্যক্ষ রিসিমার তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। পরে মাজোরিয়ান নামক এক ব্যক্তি রাজছত্র গ্রহণ করিলেন। তিনিও সৈন্য-গণ কর্ত্তৃক ৪৬১ খৃঃ অব্দে সিংহাসনচ্যুত হইলেন।

রিসিমার স্বকীয় আত্মীয় সেবিরসকে নাম মাত্র সম্রাট করিয়া সমুদায় ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিলেন। ভাণ্ডাল-দিগের অত্যাচারে তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলের সাহায্য প্রার্থী হন এবং দ্বিতীয় থিয়ডোসিয়সের উত্তরাধিকারী লিওকে সম্রাট মনোনীত করিবার ভারার্পণ করিতে বাধ্য হন। লিও, আন্থিমিয়সকে সিংহাসন প্রদান করিলেন এবং ভাণ্ডাল দিগকে দমন করার জন্য আফ্রিকাতে বহু সৈন্য প্রেরণ করি-লেন। সম্রাটের সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপ পরাস্ত হইল। অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। অবশিষ্ট কনষ্টাণ্টিনোপলে ফিরিয়া গেলে রিসিমার আন্থিমিয়সকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অলিব্রিয়াসকে সম্রাট করিলেন। ৪৭২ খৃঃ।

কয়েক মাস পরে অলিব্রিয়াস ও রিসিমারের মৃত্যু হইলে

লিও, জুলিয়সনেপসকে সম্রাট করিলেন। নেপসও রিসিমারের উত্তরাধিকারী অরেষ্টিস কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন। অরেষ্টিস্ তাঁহার পুত্র মামিলসকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এবং তাঁহাকে অগষ্টুলস উপাধি প্রদান করিলেন। অডোআসার নামক জর্ম্মন সৈন্যাধ্যক্ষ অরেষ্টিসকে নিহত এবং অগষ্টুলসকে বন্দী করিলেন। অডোআসার সম্রাট উপাধির পরিবর্ত্তে "ইটালীর রাজা" এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। ৪৭৬ খৃঃ। ৪৯২ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রগথজাতি অডোআসারকে বিনাশ করিয়া, নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিল।

সমাপ্ত।